CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭১ তম বছর

JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-221 ■ 22 May, 2025 ■ আগরতলা ২২ মে, ২০২৫ ইং ■ ৭ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

শীর্ষ নেতার মৃত্যু, প্রশংসা প্রধানমন্ত্রীর

ছত্তিশগড়ে নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে খতম ২৭ মাওবাদী

রায়পুর, ২২ মে।। ছত্তিশগড়ের বস্তার অঞ্চলের আবুজমাড় জঙ্গলে নিরাপত্তাবাহিনীর সঙ্গে তীব্র গুলিযুদ্ধের পরে কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়া (মাওবাদী)-র সাধারণ সম্পাদক নাম্বালা কেশব রাও ওরফে বাসভারাজু নিহত হয়ে থাকতে পারেন বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছে পুলিশ। বুধবার সংঘটিত এই সংঘর্ষে ২৬ জনেরও বেশি মাওবাদী নিহত হয়েছে বলে জানানো হয়েছে।

ছত্তিশগড়ের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বিজয় শর্মা বলেন, "গত ৭২ ঘন্টা ধরে অভিযান চলছে। বুধবারের এনকাউন্টারে ২৭-এরও বেশি মাওবাদী নিহত হয়েছে।" তিনি আরও জানান, এলাকা জুড়ে এখনো তল্লাশি অভিযান অব্যাহত রয়েছে।৭১ বছর বয়সী বাসভারাজু ২০১৮ সালে নিষিদ্ধ সিপিআই (মাওবাদী)-র সাধারণ সম্পাদক হিসেবে নিযুক্ত হন। তিনি ১৯৭০-এর দশক থেকে মাওবাদী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত এবং দেশের অন্যতম মোস্ট ওয়ান্টেড জঙ্গি নেতা হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তাঁর মাথার দাম ছিল ১.৫ কোটি।আন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীকাকুলাম জেলার জিয়ান্নাপেটা গ্রামের বাসিন্দা বাসভারাজু, ওয়ারাঙ্গলের রিজিওনাল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে বি.টেক পাশ করেন। তাঁর ছদ্মনামগুলির মধ্যে রয়েছে গঙ্গান্না, প্রকাশ, কৃষ্ণা, বিজয়, দরপু নারসিমা রেড্ডি ও নারসিমা।

তদন্তে জানা গেছে, বাসভারাজুর নিজের গ্রামে কোনো সম্পত্তি নেই এবং তিনি ১৯৭০-এর দশকের শেষ দিকে গ্রাম ছেড়েছিলেন। তাঁর মূল কার্যকলাপ ছত্তিশগড়, তেলেঙ্গানা এবং মহারাষ্ট্রের কিছু অঞ্চলে কেন্দ্রীভূত ছিল।

বাসভারাজু ১৯৮০ সালে অন্ধ্রপ্রদেশে সিপিআই (এমএল) পিপলস ওয়ার গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ১৯৮৭ সালে তিনি এবং অন্যান্য শীর্ষ মাওবাদী নেতা যেমন গণপতি ও কিষেনজী আবুজমাড়ের জঙ্গলে প্রাক্তন তামিল বিদ্রোহীদের কাছ থেকে অ্যামবুশ ও বিস্ফোরক ব্যবহারের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। ১৯৯২ সালে তিনি সিপিআই (এমএল) পিপলস ওয়ারের কেন্দ্রীয় কমিটিতে নির্বাচিত হন। পরে ২০০৪ সালে সিপিআইএমএলপিডব্লিউ ও এমসিসিআই -এর মিশ্রণে সিপিআই (মাওবাদী) গঠিত হলে, বাসভারাজুকে কেন্দ্রীয় সামরিক কমিশনের সচিব পদে নিযুক্ত করা হয়।

সূত্রের দাবি, গত অন্তত আট বছর ধরে বাসভারাজু আবুজমাড়ের জঙ্গলে গোপনে আশ্রয় নিয়ে ছিলেন। যদিও এখনো তাঁর মৃত্যুর আনুষ্ঠানিক নিশ্চয়তা পাওয়া যায়নি, তবে নিহতদের মধ্যে তাঁর উপস্থিতির জোরালো সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ প্রশাসন।

সরকার মাওবাদীর হাত থেকে জনগণের জন্য শান্তি ও অগ্রগতির জীবন নিশ্চিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। বলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

মাওবাদ নির্মূলিকরণে বাহিনীর প্রচেষ্টা নিয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রী অমিত শাহের একটি পোস্টের প্রতিক্রিয়া জানিয়ে শ্রী মোদি বলেছেন:"এই অসাধারণ সাফল্যের জন্য আমরা আমাদের বাহিনীর উপর গর্বিত। আমাদের সরকার মাওবাদী সমস্যাটি নির্মূল করতে এবং আমাদের জনগণের জন্য শান্তি ও অগ্রগতির জীবন নিশ্চিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।"

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ এক্স বার্তায় বলেন, নকশালবাদ নির্মূলের যুদ্ধে এক যুগান্তকারী সাফল্য। আজ, ছত্তিশগড়ের নারায়ণপুরে এক অভিযানে, আমাদের নিরাপত্তা বাহিনী ২৭ জন ভয়ঙ্কর মাওবাদীকে নিষ্ক্রিয় করেছে, যার মধ্যে রয়েছে সিপিআই-মাওবাদীর সাধারণ সম্পাদক, শীর্ষ নেতা এবং নকশাল আন্দোলনের মেরুদণ্ড নাম্বালা কেশব রাও ওরফে বাসভরাজু। নকশালবাদের বিরুদ্ধে ভারতের যুদ্ধের তিন দশকের মধ্যে এটিই প্রথম যে আমাদের বাহিনী সাধারণ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিশ্বের সামনে ভারতের সন্ত্রাসবাদ বিরোধী অবস্থান দৃঢ় করতে

ঝা'র নেতৃত্বে সর্বদলীয় প্রতিনিধি দল পাঁচ দেশের উদ্দেশ্যে রওয়ানা

নয়াদিল্লি, ২১ মে।। 'অপারেশন সিন্দুর'-এর আওতায় পাকিস্তান পৃষ্ঠপোষিত সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ভারতের কূটনৈতিক প্রচেষ্টা জোরদার করতে জেডিইউ সাংসদ সঞ্জয় কুমার ঝার নেতৃত্বে একটি সর্বদলীয় প্রতিনিধিমণ্ডল আজ পাঁচ দেশের সফরে রওনা দিয়েছে। এই প্রতিনিধি দল ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া, জাপান এবং সিঙ্গাপুর সফর করবে। সফরে রওনা হওয়ার আগে নয়াদিল্লিতে সাংসদ সঞ্জয় কুমার ঝা বলেন, "সন্ত্রাসবাদ পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় নীতির অংশ হয়ে উঠেছে। আমরা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে জানাবো কীভাবে পাকিস্তান দীর্ঘদিন ধরে সন্ত্রাসবাদের পৃষ্ঠপোষকতা করে আসছে।" এই সফরের উদ্দেশ্য হল বিশ্বের সামনে ভারতের সন্ত্রাসবাদ বিরোধী দৃঢ় অবস্থান তুলে ধরা এবং সন্ত্রাসবাদের যে কোনও রূপের বিরুদ্ধে যৌথভাবে মোকাবিলা করার বার্তা পৌঁছে দেওয়া। অন্যদিকে, শিবসেনা সাংসদ শ্রিকান্ত শিন্ডের নেতৃত্বে আরেকটি সর্বদলীয় প্রতিনিধিমণ্ডল আজ সংযুক্ত আরব আমিরাত, লাইবেরিয়া, ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক অফ কঙ্গো এবং সিয়েরা লিওনের সফরে রওনা হয়েছে। সাতটি পৃথক সর্বদলীয় শিষ্টমণ্ডল গঠিত হয়েছে, যারা আগামী মাসের ৫ তারিখ পর্যন্ত মোট ৩২টি দেশ সফর করবে। সফরের মূল লক্ষ্য হল পাকিস্তান পৃষ্ঠপোষিত সন্ত্রাসবাদ এবং ভারতের সফল সন্ত্রাসবাদ বিরোধী অভিযান সম্পর্কে বিশ্ববাসীকে অবহিত করা। গতকাল নয়াদিল্লিতে সংসদ ভবনে পররাষ্ট্রসচিব বিক্রম মিশ্রী এই মিশনের তিনটি প্রতিনিধিমণ্ডলের সদস্যদের সঙ্গে বৈঠক করে বিস্তারিত তথ্য প্রদান করেন।

বিলোনীয়ার সীমান্ত এলাকা পরিদর্শন বিরোধী দলনেতার

বাংলাদেশের বাঁধ নির্মাণ নিয়ে রাজ্য সরকার ও স্থানীয় প্রশাসনকে দায়ী করলেন

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ২১ মে।। বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী বুধবার বিলোনিয়ার বল্লামুখ এলাকায় সীমান্তের ওপারে বাংলাদেশে বাঁধ নির্মাণের ফলে যে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে তা খতিয়ে দেখতে এলাকা পরিদর্শন করেছেন।

দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বিলোনিয়ার বল্লামুখায় কাঁটাতারের বেড়ার ওপারে বাংলাদেশ সীমান্তে বাংলাদেশ সরকার বাঁধ নির্মাণ করার ফলে জটিল সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন সীমান্ত এলাকার ভারতীয় নাগরিকরা। নির্মিত বাঁধের কারণে সামান্য বৃষ্টিতে জলমগ্ন হয়ে যায় বিলোনিয়া বল্লামুখা অঞ্চল। সীমান্তের আন্তর্জাতিক নিয়ম না মেনে এই বাঁধ তৈরি হয়েছে বলে স্থানীয় জনগণের দাবি।

আজ সকালে বিরোধী দলনেতা তথা সিপিআই(এম) পলিটব্যুরোর সদস্য জীতেন্দ্র চৌধুরী এই বাঁধ পরিদর্শন করেন এবং স্থানীয়দের অভিযোগের কথা শুনেন। সীমান্ত এলাকায় পরিদর্শনকালে বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন আন্তর্জাতিক সীমান্ত এলাকায় ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আতঙ্কিত না হওয়ার আবেদন জেলাশাসকের

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া,২১ মে।। বিলোনিয়া মহকুমার সুকান্ত নগর গ্রাম পঞ্চায়েত ও আইসিনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের কাঁটাতার সংলগ্ন সীমান্তবর্তী বল্লামুখা এলাকার বাংলাদেশের বাঁধ নিয়ে এলাকার জনগণকে আতঙ্কিত না হওয়ার আবেদন জানান জেলা শাসক। যে কোন পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য জেলা প্রশাসন জগগনের পাশে আছে এবং পাশে থাকবে বলে আশা ব্যক্ত করেন। এলাকায় যাতে জল প্লাবন না হয় সেই ভাবে কাজ করে যাচ্ছে জল সম্পদ দপ্তর। সকলের সহযোগিতা কামনা করে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয় দক্ষিণ জেলার জেলা শাসক মোহম্মদ সাজাদ পি। বুধবার বেলা দুইটায় জেলা শাসক কার্যালয়ের কনফারেন্স হলে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সারা দেশের সাথে রাজ্যেও রাজীব গান্ধীর প্রয়াণ দিবস পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ মে।। আজ সারা দেশে সাথে রাজ্যেও যথাযোগ্য মর্য্যাদায় প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ভারতরত্ন রাজীব গান্ধীর প্রয়াণ দিবস পালন করা হচ্ছে। এই উপলক্ষে আগরতলাস্থিত গান্ধীঘাটে গিয়ে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর সমাধিস্থলে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন প্রদেশ কংগ্রেসের নেতৃত্বগণ।

তাছাড়া, প্রদেশ কংগ্রেস ভবনে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ভারতরত্ন রাজীব গান্ধীর প্রয়াণ দিবস পালন করা হয়েছে।

এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশিস কুমার সাহা, বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন, গোপাল চন্দ্র রায়, বিরজিত সিনহা সহ অন্যান্য প্রদেশ কংগ্রেসের নেতৃত্বগণ।

এদিন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশিস ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পরিচারিকার কাজ করতে গিয়ে নিখোঁজ মহিলা, মামলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম,২১ মে।। গৃহপরিচারিকার কাজ করতে গিয়ে নিখোঁজ এক মহিলা। বুধবার বিকেল পর্যন্ত তার কোনো খবর পাওয়া যায়নি। নিখোঁজ মহিলার নাম ঝুমা বর্মন। তাকে খুঁজে পেতে পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছেন স্বামী সুমন দাস।

জানা যায়, মঙ্গলবার সকালে আগরতলা বণিক্য চৌমুহনির কোনো এক বাড়িতে গৃহ পরিচারিকার কাজের উদ্দেশ্যে যায় ঝুমা বর্মন। গৃহ পরিচারিকার কাজ করে সংসার পরিচালনায় স্বামী সুমনকে সাহায্য করে ঝুমা। তাদের বাড়ি বিশালগড় রতন নগর এলাকার বর্মন টিলায়। স্বামী সুমন দাস পেশায় মৎস্য ব্যবসায়ী। সংসারের হাল ধরে স্বামীকে অর্থনৈতিক ভাবে সাহায্য করতে অন্যের বাড়িতে পরিচারিকার কাজ করতেন ঝুমা। মঙ্গলবার রাত গিয়ে বুধবার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

চাকরি নিয়ে বিরোধীদের উদ্দেশ্যে কটাক্ষ মুখ্যমন্ত্রীর

আগে পার্টি অফিস থেকে অফার দিতো এখন চাকরির জন্য নেতা ধরতে হয়না

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ মে।। গণবন্টন ব্যবস্থাকে স্বচ্ছ ও গতিশীল রাখতে অগ্রাধিকার দিয়ে কাজ করছে রাজ্য সরকার। এই লক্ষ্যে বিভিন্ন শূন্যপদ পূরণ করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। খাদ্য দপ্তরে আরো ১২ জন সাব ইন্সপেক্টর, ৩ জন ফিউমিগেশন এসিস্ট্যান্ট, ৬ জন স্টোর কিপার ও ৩৫ জন স্টোর গার্ড নিয়োগের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। সরকারি নির্দেশিকা ও যথাযথ পদ্ধতি মেনে স্বচ্ছতার সঙ্গে চাকরি প্রদান করছে সরকার।

আজ আগরতলার প্রজ্ঞাভবনে টিপিএসসি"র মাধ্যমে নির্বাচিত ফুড ইন্সপেক্টরদের অফার বিতরণ ও মেগা রক্তদান অনুষ্ঠানে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা। খাদ্য দপ্তরের মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরীর উপস্থিতিতে চাকরি প্রাপকদের হাতে এদিন অফার বন্টন করা হয়। খাদ্য দপ্তর, পর্যটন দপ্তর ও পরিবহণ দপ্তরের যৌথ উদ্যোগে এই কার্যক্রমের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, টিপিএসসি"র মাধ্যমে নির্বাচিত ১৫ জন ফুড ইন্সপেক্টরকে অফার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

২০১৮ থেকে ২০২৫ এর ২১ মে পর্যন্ত

১৯,২৬২ জনের চাকরি প্রদান করেছে সরকার

লরির ধাক্কায় মৃত্যু মহিলার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ মে।। রাস্তা পারাপারের সময় লরির ধাক্কায় মৃত্যু হল এক বৃদ্ধার। মৃতার নাম পুষ্প বালা দাস। ঘটনা বুধবার সকালে রাজধানীর কামারপুকুর পাড় এলাকায়। মৃত মহিলার বাড়ি উত্তর আড়ালিয়া লোকনাথ পাড়া এলাকায়।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, মহিলাটি রাস্তা দৌড়ে পারাপার করার সময় উল্টো ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সরকারি জায়গায় রাবার চাষ সমাধানে বৈঠক করলেন কৃষিমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ মে।। রাজনগর বিধানসভার অন্তর্গত পশ্চিম পিপারিয়াখলাতে হর্টিকালচার কর্পোরেশনের জায়গায় স্থানীয় কৃষকরা বহুদিন ধরে রাবার চাষ করছেন। তবে সরকারি জায়গায় এই রাবার চাষের ফলে দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। আজ এই সমস্যা সমাধানে বৈঠকে বসেন মন্ত্রী রতনলাল নাথ এবং মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় বিধায়িকা স্বপ্না মজুমদার, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা পরিষদের সভাধিপতি, পঞ্চায়েত চেয়ারম্যানসহ অন্যান্যরা।

এদিনের এই বৈঠক সম্পর্কে মন্ত্রী রতনলাল নাথ জানিয়েছেন, দীর্ঘদিন ধরেই এই সরকারি জায়গায় রাবার চাষের বিষয়টি নিয়ে আলোচনা চলছে। সরকারি জায়গায় এভাবে ব্যবহার করা যায় না। এটি ব্যবহারের নির্দিষ্ট নিয়ম-নীতি রয়েছে। কৃষকদেরও বৈধ কাগজপত্র না থাকায় বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। তাই দীর্ঘ আলোচনার পর কৃষকরা যাতে এই সরকারি জমি ব্যবহার করে তাদের রাবার চাষ অব্যাহত রাখতে পারে তার ব্যবস্থা করেছে সরকার। যার ফলে কোন ধরনের ক্ষতির সম্মুখীন হবে না কৃষকগণ।

মন্ত্রী জানান, এদিনের বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে যে সরকারি লিজ রেন্ট অনুযায়ী এই জায়গার উপর কৃষকদের একটি ন্যূনতম শুল্ক সরকারকে প্রদান করতে হবে। যার পরিপ্রেক্ষিতে তারা এই জায়গাটি কৃষিকাজে ব্যবহার করতে পারবেন। পাশাপাশি এর বৈধ কাগজ থাকার ফলে ব্যাংক থেকে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মা-বাবাকে ঘর থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগে আটক পুত্র ও পুত্রবধূ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ২১ মে।। মা-বাবাকে ঘর থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠল ছেলে ও ছেলের বউ এর বিরুদ্ধে। ঘটনা কৈলাসহর পাইতরবাজার এলাকায়। পাইতরবাজার এলাকার বাসিন্দা অঞ্জন চক্রবর্তীর ছেলে অভিষেক চক্রবর্তী প্রতিদিনই আকণ্ঠ মদ্যপান করে বাড়িতে প্রবেশ করে। পাশাপাশি তার স্ত্রীও মদ্যপান করে বলে অভিযোগ। কারণে-অকারণে ছেলে ও তার বৌ মিলে অঞ্জন চক্রবর্তী এবং উনার স্ত্রীর উপর মানসিক এবং শারীরিক নির্যাতন চালায় বলে অভিযোগ। উক্ত বিষয় নিয়ে একাধিকবার ওই এলাকায় স্থানীয় মাতব্বরদের নিয়ে বৈঠক হয়। কিন্তু কোন সুরাহা বের হয়ে আসেনি। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নিখোঁজ শিশু কন্যার মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ মে।। আজ সকালে বাড়ির পাশের রাবার বাগান থেকে নিখোঁজ ৯ বছরের কন্যার মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। ওই ঘটনায় মনুবাজার কালাডেপায় নলসিং সর্দার পাড়ার তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পরিবারের সদস্যদের দাবি, ওই কন্যাকে খুন করা হয়েছে। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠিয়েছে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

অর্থ ও স্বর্ণালঙ্কার নিয়ে উধাও স্ত্রীর খোঁজে পুলিশের দ্বারস্থ স্বামী

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ২১ মে।। টাকা পয়সা স্বর্ণালংকার নিয়ে উধাও স্ত্রী। থানার দ্বারস্থ স্বামী। ঘটনা চড়িলাম ব্লকের আড়ালিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। চড়িলাম ব্লকের আড়ালিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের মাম্পি বেগমের সাথে বিয়ে হয়েছিল আগরতলা রানীবাজার কোগড়াপাড়া এলাকার রাজু মিয়ার। তাদের দুই সন্তান রয়েছে। কাজের খোঁজে রাজু মিয়া চেন্নাই চলে যায়। সে তার স্ত্রী সম্পর্কে কিছু জানতে পেরে হঠাৎ করে আবার জরুরী ভিত্তিতে বিমানের টিকেট কেটে চলে আসে বাড়িতে। গতকাল অর্থাৎ মঙ্গলবার দিন সে চড়িলাম আড়ালিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় শ্বশুরবাড়িতে যায় তার স্ত্রী মাম্পি বেগম এবং তার দুই সন্তানকে বাড়িতে ফিরিয়ে আনার জন্য। কিন্তু শ্বশুর বাড়িতে গিয়ে সে দেখতে পায় তার স্ত্রী উধাও। স্ত্রীকে খুঁজে না পেয়ে সে তার দুই সন্তানকে তার রানীবাজার বাড়িতে নিয়ে যেতে চায়।

কিন্তু তার শ্বশুরবাড়ির লোকজন দুটি সন্তানকে মেয়ের জামাইয়ের হাতে দেয়নি। উল্টো মেয়ের জামাইকে তারা মারধর করেছে বলে বুধবার সকালে বিশালগড় মহিলা থানার সামনে দাঁড়িয়ে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

গাড়ির ধাক্কায় গুরুতর আহত এক ব্যক্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ মে।। গাড়ির ধাক্কায় গুরুতর আহত হয়েছেন এক ব্যক্তি। আজ দুপুরে উদয়পুরে ওই ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। এদিকে, ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে ঘাতক গাড়ি। পুলিশ অটো গাড়িটিকে খুঁজে বার করার জন্য তল্লাশি চালাচ্ছে।

প্রসঙ্গত, যান দুর্ঘটনা কিছুতেই মন্দির ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

জাগরণ
আগরতলা,২২ মে,২০২৫ ইং
৭ জ্যৈষ্ঠ,বৃহস্পতিবার,১৪৩২ বঙ্গাব্দ

কমিতেছে কৃষি জমি !

সাড়া বিশ্বজুরিয়া যোগ্য জমি ক্রমশ কমিয়া যাইতেছে। চাষযোগ্য জমি কমিয়া যাওয়ার ফলে ফসল উৎপাদন ক্রমশ কমিতেছে। অপরদিকে জনসংখ্যা জনবিস্ফোরণের দিকে ক্রমশ অগ্রসর হইতেছে। পরিবেশের ভারসাম্য ক্রমশ বিনষ্ট হইবার ফলশ্রুতিতে বিশ্ব উষ্ণায়ন ক্রমশ বাড়িতেই। উষ্ণায়নের ফলে কৃষি জমিতে উৎপাদন ব্যাহত হইতেছে। বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ক্রমশ কমিতেছে। জনবসতি বৃদ্ধির ফলে চাষযোগ্য জমির পরিমাণও ক্রমশ হ্রাস পাইতেছে। তাহাতে খাদ্য উৎপাদন ও খাদ্যের চাহিদার মধ্যে সামঞ্জস্য বজায় রাখা রীতিমতো চ্যালেঞ্জের বিষয় হইয়া উঠিয়াছে। ১২৬টি দেশের পরিস্থিতি খতিয়ে দেখিয়া এই প্রথম ইউএনসিসিডি খরা সংক্রান্ত রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছে। তাহাতেই উঠিয়া আসিয়াছে এই উদ্বেগজনক চিত্র। বলা হইয়াছে, ২০১৬ থেকে ২০১৯ সালের মধ্যে খরার জেরে ৩৬ শতাংশের বেশি চাষযোগ্য জমি ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল ভারতে। শুধু ২০১৯ সালেই ৩ কোটি ৫১ লক্ষ হেক্টর জমির গুণমান নষ্ট হইয়াছিল। পরিমাণের দিক দিয়া যাহা ভারতের মোট কৃষিজমির ৯.৪৫ শতাংশ।বিশ্বের চিত্রটি আরও ভয়াবহ। রিপোর্টে বলা

হইয়াছে, ২০১৫ থেকে ২০১৯ সালে প্রতি বছর বিশ্বে ১০ কোটি হেক্টর কৃষিজমি নষ্ট হইয়াছে। অর্থাৎ প্রতি বছর প্রায় গ্রিনল্যান্ডের সমান আয়তনের কৃষিজমি হারাইয়াছে গোটা বিশ্ব। সমগ্র বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তেই এটা ঘটিয়াছে। তবে পূর্ব ও মধ্য এশিয়া, লাতিন আমেরিকা এবং ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জ সবচেয়ে বেশি চাষযোগ্য জমি খুইয়াছে। চার বছরে খরার জেরে প্রায় ২০ শতাংশ জমি হারাইয়াছে বিশ্বের এই অংশ। খরার জেরে কৃষিজমি কমায় বিশ্বের ৪.৭ শতাংশ মানুষর খাদ্য নিরাপত্তা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। উদ্বেগের আরও কারণ রহিয়াছে। রিপোর্টে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে, এইভাবে কৃষিজমি কমিতে থাকিলে মানব সভ্যতার শিয়রে শমন অবস্থা হইবে। বলা হইয়াছে, জমি হারানোর এই প্রবণতা চলিতে থাকিলে ২০৩০ সালের মধ্যে ১৫০ কোটি হেক্টর কৃষিজমি পুনরুদ্ধারের চেষ্টা চালাইতে হইবে। জনক সংখ্যানুপাতে খাদ্য শস্য উৎপাদন বজায় রাখিতে হইলে আমাদেরকে পরিবেশ সুস্থ রাখার জন্য আরো সচেতন হইতে হইবে। পরিবেশের উপর নির্বিচারে অত্যাচার অব্যাহত রাখিলে উষ্ণায়ন দিনের পর দিন বৃদ্ধি পাইবে। বৃষ্টিপাত হ্রাস পাইবে। বিশ্বের সর্বত্র খরা পরিস্থিতি আরো চরম আকার ধারণ করিবে। খোরার কবলে পরিয়া ফসল উৎপাদন আরো কমিয়া যাইবে। একদিকে সারা বিশ্বে জনসংখ্যা বৃদ্ধি অন্যদিকে চাহিদা মত ফসল উৎপাদন করা সম্ভব না হইলে দেশে এবং সারা বিশ্ব জুড়িয়া ভয়ংকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হইবে। অতএব সাধু সাবধান। সময় থাকিতে প্রত্যেককে সচেতন হইতে হইবে। অন্যথায় ভয়ংকর পরিস্থিতির জন্য সকলকে প্রস্তুত থাকিতে হইবে।

ভারত যেভাবে পারমাণবিক শক্তিধর রাষ্ট্রে পরিণত হল

অসীম সুর চৌধুরী

১৯৭৪ সালের ১৮ই মে সকাল বেলার ঘটনা। আকাশবাণীতে হিন্দি সিনেমার একটি গান বাজছিল। সকাল নটার আশেপাশে গানটাকে মাঝপথেই থামিয়ে দেওয়া হল। কয়েক সেকেন্ড পর রেডিওতে একটা জরুরী ঘোষণা পড়া হলো। ঘোষণাটা এই, "আজ সকাল আটটা বেজে পাঁচ মিনিটে একটি পারমাণবিক পরীক্ষা চালিয়েছে ভারত। একটি অপ্রকাশিত স্থানে শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্যে মাটির নিচে এটি করা হয়েছে" এই ঘোষণার কিছুক্ষণ আগে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর ব্যক্তিগত সচিব মি. পি এন ধর সেনাপ্রধান জেনারেল বিভুর কাছ থেকে একটা ফোন পান। মি. ধর জিজ্ঞেস করেছিলেন, "খবর কি?" উত্তরে মি. বিভু কোড ওয়ার্ডে বলেছিলেন, "সব সুখে আছে।" মিঃ ধর তখনই বুঝে গেলেন ভারতের পারমানবিক পরীক্ষা সফল হয়েছে। এর প্রায় দশ মিনিট পর আনবিক শক্তি কমিশনের চেয়ারম্যান হোমি সেথনার ফোন। রাজস্থানের পোখরান গ্রাম থেকে অনেক কষ্টে প্রধানমন্ত্রী দপ্তরের ফোনের লাইন পেয়েছিলেন। ফোনের সংযোগ খুব খারাপ ছিল। খুব জোরে চিৎকার করে তিনি মি. ধরকে সাংকেতিক ভাষায় বলেছিলেন, "বুদ্ধা ইজ স্মাইলিং"। অর্থাৎ বুদ্ধ হাসছে।

মি. ধর আর কালক্ষেপ না করে প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনের দিকে রওনা দিলেন। সেই সময় শ্রীমতি গান্ধী বাড়িতে সাধারণ মানুষজনের সঙ্গে কথা বলছিলেন। তিনি মি. ধরকে দেখে এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "কি হল?" উত্তর এল, "সবকিছু ঠিকঠাক আছে।" মি. ধরের এই উত্তর মিসেস গান্ধীর চেহারাকে নিমেষে বদলে দিয়েছিল। তার মুখে তখন বিজয়ের হাসি। কিন্তু এই পারমাণবিক পরীক্ষার সফলতা রাতারাতি আসেনি। এর পেছনে রয়েছে অনেক দিনের পরিশ্রম। ভারতে পারমাণবিক কর্মসূচি শুরু হয়েছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে সেই ব্রিটিশ আমলে। ১৯৪৪ সালে "টাটা ইনস্টিটিউট অব ফান্ডামেন্টাল নিউক্লিয়ার রিসার্চ" প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন ভারতের পারমাণবিক গবেষণার জনক হোমি জাহাঙ্গীর ভাবা। এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য ছিল শান্তিপূর্ণ কাজে পারমাণবিক শক্তির গবেষণা করা। স্বাধীনতার পর ১৯৪৮ সালে ভারতীয় সংসদ "অ্যাটমিক এনার্জি অ্যাক্ট" নামক একটি পারমাণবিক আইন পাস করে। এই আইনে বলা হয় যে ভারত কেবল শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্যে পারমাণবিক শক্তি ব্যবহার করবে। ১৯৫৪ সালে গঠিত হয় "ডিপার্টমেন্ট অব অ্যাটমিক এনার্জি" যা ছিল পরমাণু অস্ত্র গবেষণার প্রথম পদক্ষেপ। শ্রী ভাবাকে এই দফতরের প্রথম সচিব হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছিল।

ভারত শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্যে পারমাণবিক গবেষণার কথা বললেও বৃহৎ শক্তিধর দেশগুলো কিন্তু মোটেই ভারতের পক্ষে ছিল না। জাতিসংঘের নিরাপত্তা কমিটির স্থায়ী পাঁচ সদস্য দেশ আমেরিকা, রাশিয়া, চিন, ব্রিটেন ও ফ্রান্স ছাড়া আর কেউ পারমাণবিক শক্তি অর্জন করুক, সেটা কোনোভাবেই তারা চায়নি। আমেরিকার নজরদারির সঙ্গে সঙ্গে ছিল নানারকম সতর্কতা।

তবে এই জটিলতা কাটিয়ে এ সময় কানাডা আর যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে একটি পারমাণবিক চুল্লি স্থাপনের চুক্তি করে ভারত। তবে চুক্তিতে ভারতকে লিখতে হয় যে চুল্লিটি কেবল মাত্র শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত করা হবে। এই চুল্লিটা "সাইরাস" নামে পরিচিত। মূলত, সাইরাস পুনঃউৎপাদন ব্যবস্থা সম্বলিত একটা পারমানবিক চুল্লি ছিল। এখানে ইউরেনিয়াম থেকে শক্তি উৎপাদনের সময় প্লুটোনিয়াম উৎপন্ন হতো। প্রসঙ্গত বলে রাখা দরকার যে এই প্লুটোনিয়াম হচ্ছে পারমানবিক অস্ত্রের প্রধান রসদ। ১৯৬২ সালের অক্টোবরের চিনের সঙ্গে সীমান্ত যুদ্ধে ভারতের কিছু ভূখণ্ড হাতছাড়া হয়ে গেল। যুদ্ধের সময় ভারত সাহায্যের জন্য রাশিয়ার দ্বারস্থ হয়েছিল। কিন্তু অন্য সংকটে জড়িয়ে পড়া রাশিয়া ভারতের অনুরোধ রাখতে পারেনি। এই পরিস্থিতিতে চিনের আগ্রাসন রুখতে ভারতের কাছে একটাই বিকল্প ছিল, তা হল নিজেরাই পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি করা। তবে কাজটা অতো সহজ ছিল না।

দুই বছর পর, ১৯৬৪ সালে নেহরু ভারতের পারমাণবিক অস্ত্রের নকশা তৈরির সিদ্ধান্ত নেন এবং প্রধান নিযুক্ত করেন ভাবাকে। শুরু হয় পরমাণু অস্ত্রের দিকে ভারতের যাত্রা। কিন্তু মূল কর্মসূচি চালুর কিছুদিন পরেই নেহরু পরলোক গমন করেন। ফলে শুরুতেই এই কর্মসূচিতে একটা ধাক্কা লাগল।

পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী হলেন লালবাহাদুর শাস্ত্রী। কট্টর গান্ধীবাদী শাস্ত্রী পরমাণু অস্ত্র বানাবার একেবারেই বিপক্ষে ছিলেন। পরমাণু কর্মসূচিকে অস্ত্র থেকে সরিয়ে শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করাই ছিল তাঁর লক্ষ্য। এ ব্যাপারে ড. ভাবার আবেদন নিবেদনে কাজ হল না। ফলে পরমাণু অস্ত্রের গবেষণা চলে গেল ঠান্ডা ঘরে। ১৯৬৫ সালে আকাশবাণীর এক সাক্ষাৎকারে ভাবা বলেছিলেন, "আমি যদি সুযোগ পাই, ১৮ মাসের মধ্যে ভারতের জন্য পরমাণু বোমা বানিয়ে দেখাতে পারি।" এই সাক্ষাৎকারের তিন মাসের মধ্যেই ১৯৬৬ সালের ২৪ জানুয়ারি এক বিমান দুর্ঘটনায় ড. ভাবার মৃত্যু হয়। দুর্ভাগ্যবশতঃ এর মাত্র এগারো দিন আগেই তাসখন্দে প্রধানমন্ত্রী শাস্ত্রীজীও হঠাৎ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে পৃথিবী ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। অনেকেই মনে করেন ওই দুটো মৃত্যু ছিল রহস্যজনক, কিন্তু কোনটারই কিনারা হয়নি। এরপর প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নির্বাচিত হলেন ইন্দিরা গান্ধী। ঝিমিয়ে পড়া পারমাণবিক অস্ত্র কর্মসূচি নতুন উদ্যমে শুরু করতে তিনি সবুজ সংকেত দিয়ে দিলেন। গোপনে পারমাণবিক অস্ত্র কর্মসূচি চলতে থাকে। নামী পরমাণুবিদ এবং পদার্থবিদদের নিয়ে একটা টিম বানানো হল। তখনকার তিন জন বিখ্যাত বিজ্ঞানী হোমি সেথনা, রাজা রামান্না ও কৃষ্ণগোপাল ইয়েঙ্গারকে মাথায় রেখে প্রায় ৭৫ জন বিজ্ঞানীকে এই কর্মসূচিতে রাখা হয়েছিল। ১৯৭০ সালের মধ্যে এই বিজ্ঞানীর দল অস্ত্র কর্মসূচির জন্য গোপনে একটি প্লুটোনিয়াম চুল্লি নির্মাণ করে ফেলল। ওই বছরই মিসেস গান্ধী "ভাবা অ্যাটমিক রিসার্চ সেন্টার" এর উদ্বোধন করেন এবং BARC-এর প্রধান হিসেবে পদার্থবিদ রাজা রামান্নাকে নিয়োগ করা হয়। প্রকল্পের কাজ দ্রুত গতিতে চলতে লাগলো। প্রকল্পটি এত গোপনীয়তার সঙ্গে সম্পন্ন হয় যে ভারতের তৎকালীন প্রতিরক্ষামন্ত্রী জগজীবন রামও এই অস্ত্র পরীক্ষা সম্পন্ন হবার আগে ঘুণাক্ষরেও জানতে পারেননি।

এরপর ১৯৭৪ সালের ১৮ মে ভারতের প্রথম পারমাণবিক বোমার পরীক্ষা করল রাজস্থানের পোখরানে। পোখরান-১ নামে পরিচিত এই পারমাণবিক বোমাটির ওজন ছিল প্রায় ১৪০০ কেজি। ওই দিনটা ছিল বুদ্ধ জয়ন্তী। তাই এর কোডনাম দেওয়া হয়েছিল "স্মাইলিং বুদ্ধ"। ঠিক সকাল ৮টা বেজে ৫ মিনিটে পুরো বিশ্বকে চমকে দিয়ে পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণ ঘটায় ভারত। তথ্য অনুযায়ী ওই বোমার মোট উৎপন্ন শক্তি ছিল ১২ কিলোটনের মতো।

পারমাণবিক বোমা পরীক্ষার পর আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া ভারতের পক্ষে ছিল না। ভারত কিন্তু বিবৃতি দিয়ে একে একটি শান্তিপূর্ণ গবেষণালব্ধ পরীক্ষা বলে জানিয়েছিল। তবে জাতিসংঘের নিরাপত্তা কমিটির ৫টি দেশের বাইরে ভারতের পারমাণবিক শক্তিধর দেশের তালিকায় স্থান করে নেওয়াটা অনেক বৃহৎ শক্তিধর দেশ মানতে পারেনি। কানাডা চুক্তি লঙ্ঘনের অভিযোগ করে ভারতে ভারি জল (D20) সরবরাহ বন্ধ করে দিল। রাশিয়া নিরপেক্ষ অবস্থান নিয়ে ছিল। তবে আমেরিকা কিন্তু ভারতের তারাপুরে একটি পরমাণু বিদ্যুৎ চুল্লি নির্মাণের কাজটা বজায় রাখলো।

এই প্রতিকূল অবস্থায় আন্তর্জাতিক বাজার থেকে পারমাণবিক উপকরণ জোগাড় করতে ভারতের যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও বিজ্ঞানীরা ১৯৮৫ সালে ট্রম্বেতে সবচেয়ে বড় পারমাণবিক চুল্লি "ধ্রুব" নির্মাণ করেছিলেন। পারমাণবিক অস্ত্র কর্মসূচির বেশিরভাগ প্লুটোনিয়াম উৎপাদন করতে সক্ষম এই ধ্রুব। কিন্তু শুধু পারমাণবিক অস্ত্র বানালেই তো হবে না, এটাকে শত্রুর কাছে পৌঁছাতে হবে। এর জন্য দরকার নিজেদের

ক্ষেপণাস্ত্র। এই দিকে লক্ষ্য রেখে ভারত সরকার ১৯৮৩ সালে প্রায় ৩৮.৮ কোটি টাকার একটা ক্ষেপণাস্ত্র প্রোজেক্টের মঞ্জুরি দেয়। ওই বছর জুলাই মাসে তৈরি হল "ইন্টিগ্রেটেড গাইডেড মিসাইল ডেভলপমেন্ট প্রোগ্রাম" বা সংক্ষেপে IGMDP– যার শীর্ষে ছিলেন ড. এপিজে আবদুল কালাম। ড. কালামের তত্ত্বাবধানে ও পরামর্শে পাঁচটা মিসাইলের কাজ কারবার ও উন্নয়ন চলতে লাগল। এরা হল ত্রিশূল, আকাশ, নাগ, পৃথ্বী ও অগ্নি। ও. কালাম ও তার সহকারী বিজ্ঞানীদের অধ্যাবসায় ও পরিশ্রম যে ব্যর্থ হয়নি তার প্রমাণ মিলল ১৯৮৮ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি যখন ভারতের তৈরি প্রথম মিসাইল পৃথ্বীকে সফলভাবে পরীক্ষা করা হয়। পরবর্তীকালে দীর্ঘ-পাল্লার অগ্নি ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণও সফল হল। উভয়ই পারমাণবিক অস্ত্র বহন করার ক্ষমতা রাখে।

১৯৯৮ সালে অটল বিহারী বাজপেয়ী প্রধানমন্ত্রী হওয়ার কিছুদিনের মধ্যে দেশের দুজন প্রথম সারির বিজ্ঞানীকে ডেকে পাঠালেন। এরা হলেন ড. এপিজে আব্দুল কালাম ও ড. আর চিদাম্বরম। সেই সময়ে ড. কালাম ছিলেন ডিআরডিও-র প্রধান ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর বৈজ্ঞানিক পরামর্শদাতা।

আর ড. আর চিদাম্বরম ছিলেন আণবিক শক্তি কমিশন এবং আণবিক শক্তি দপ্তরের চেয়ারম্যান। বাজপেয়ী গোপনে পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষার প্রস্তুতি শুরু করার জন্য দুজনকেই নির্দেশ দিলেন। ১৯৯৮ সালে বুদ্ধ পূর্ণিমা পড়েছিল ১১ মে। ঠিক হল আগের বিস্ফোরণের মতো বুদ্ধ পূর্ণিমার দিনেই এটার পরীক্ষা করা হবে। কোড নাম দেওয়া হল "অপারেশন শক্তি"। বার্ক এবং ডিআরডিও থেকে প্রায় ১০০ জন বিজ্ঞানীকে পোখরানে আসতে বলা হল। ব্যাপারটা গোপন রাখতে বিজ্ঞানীরা নিজেদের নাম বদল করে অনেক ঘুরে ঘুরে পৌঁছেছিলেন পোখরান টেস্টিং রেঞ্জে। সেই সময় আমেরিকা বা তার মিত্র দেশের গোয়েন্দারা ঘুণাক্ষরেও টের পায়নি যে ওখানে পরমাণু পরীক্ষার তোড়জোড় চলছে। তারা শুধু জানত যে পোখরানে একটা মিলিটারিদের মহড়া চলছে। বিজ্ঞানীরা সেখানে সামরিক (মিলিটারি) পোষাকে সজ্জিত হয়ে যেতেন। ফলে ওই দেশগুলোর স্যাটেলাইটের ছবিতে কখনোই সন্দেহজনক কিছু ধরা পড়েনি। পরে জানা যায় ১৯৯৮ সালে আমেরিকা পোখরানের ওপরে চারটে উপগ্রহ রেখেছিল কিন্তু পরীক্ষার কিছুদিন আগে মাত্র একটা উপগ্রহই নজরদারির জন্য ছিল। তাও সকালে মাত্র তিন ঘন্টার জন্য।

১১ মে বিস্ফোরণের দিন সকালে ড. কালাম প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে ফোন করে জানালেন যে আবওহাওয়া অনুকূল রয়েছে তাই আজই বিস্ফোরণ ঘটানো যেতে পারে। পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণের জন্য "হোয়াইট হাউস", "তাজমহল" ও "কুম্ভকর্ণ" নামে তিনটি প্রায় ১৫০ মিটার গভীর কূপ খোঁড়া হয়েছিল। ঠিক ৩টে ৪৫ মিনিটে তিনটে মনিটরে চোখ ধাঁধিয়ে দেওয়া আগুনের ছবি দেখা গেল। তারপর সব মনিটরেই ছবি স্থির হয়ে যায় কারণ কূপের ভেতরে বসানো ক্যামেরাগুলি বিস্ফোরণে নষ্ট হয়ে গেছে। কূপের ভেতরের তাপমাত্রা এক লাখ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে পৌঁছে গিয়েছিল। বিজ্ঞানীদের পায়ের তলায় মাটি প্রবলভাবে কেঁপে উঠছিল। কিন্তু আনন্দে সবাই "ভারত মাতা কি জয়" বলে উঠেছিলেন।

ওদিকে দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে ফোন বাজতেই সঙ্গে সঙ্গে তুলে নিলেন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা ব্রজেশ মিশ্র। ও প্রান্ত থেকে ড. আব্দুল কালাম কাঁপা গলায় জানালেন, "স্যার আমরা পেরেছি"। খবরটা পৌঁছে গেল বাজপেয়ীর কাছে। সেখানে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার আরো চারজন মন্ত্রী। লালকৃষ্ণ আদবানি, জর্জ ফার্নান্ডেজ, যশোবন্ত সিনহা এবং যশবন্ত সিং। খবরটা শুনে সবার চোখে মুখে চোখে মুখে তখন খুশির ছোঁয়া।

কিছুক্ষণ পরে বাজপেয়ী বাইরে বেরিয়ে এসে অপেক্ষারত সাংবাদিকদের মুখোমুখি হলেন। তিনি ঘোষণা করলেন, "আজ দুপুর তিনটে ৪৫ মিনিটে ভারত তিনটে সফল পারমাণবিক পরীক্ষা চালিয়েছে। এই পরীক্ষায় যুক্ত থাকা সমস্ত বিজ্ঞানী এবং ইঞ্জিনিয়ারদের আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি।" দুদিন পরে পোখরানে ভারত আরও দুটো পারমাণবিক পরীক্ষা চালায়। পরের দিন প্রধানমন্ত্রী বাজপেয়ী ঘোষণা করেন, "ভারত এখন পরমাণু অস্ত্রধর দেশ।"

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

রাশিয়ার "শ্যাডো ফ্লিট": পুতিনের গোপন তেলবাহী জাহাজবহর নিয়ে পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞার কড়া পদক্ষেপ

নয়াদিল্লি, ২১ মে: ইউক্রেন যুদ্ধের তৃতীয় বছরে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাশিয়ার ওপর আর্থিক চাপ আরও বাড়াতে ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং যুক্তরাজ্য একযোগে রাশিয়ার তথাকথিত 'শ্যাডো ফ্লিট'-এর বিরুদ্ধে বড় ধরনের নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। এই পদক্ষেপকে ইউরোপীয় ইউনিয়ন 'পুতিনের শ্যাডো ফ্লিটের বিরুদ্ধে এ পর্যন্ত সবচেয়ে বড় নিষেধাজ্ঞা প্যাকেজ' হিসেবে উল্লেখ করেছে।

রাশিয়ার শ্যাডো ফ্লিট বলতে বোঝানো হয় পুরনো, গোপন তেলবাহী জাহাজগুলোর একটি নেটওয়ার্ক, যেগুলো রাশিয়া সরকার পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞা এড়িয়ে বিশ্বব্যাপী তেল রপ্তানির জন্য ব্যবহার করে। এই জাহাজগুলো প্রায়শই নিজেদের অবস্থান গোপন রাখে, বারবার পতাকা পরিবর্তন করে এবং ভুয়া নাম বা মালিকানার আড়ালে চলে।

তারা আন্তর্জাতিক শিপিং বিধিনিষেধের বাইরে থেকে কাজ করেএই কারণেই এদের "শ্যাডো ফ্লিট" বলা হয়।

২০২২ সালে ইউক্রেনে পূর্ণমাত্রায় আগ্রাসনের পর পশ্চিমা দেশগুলো রাশিয়ার ওপর কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে, যার মূল লক্ষ্য ছিল রাশিয়ার তেল রপ্তানিকে নিয়ন্ত্রণ করা। ইইউ, যুক্তরাজ্য ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-এর পক্ষ থেকে তেলের দাম নির্ধারণ করে দেওয়া হয় (প্রতি ব্যারেল ৬০-এর বেশি বিক্রি করা যাবে না), এবং ইউরোপীয় শিপিং কোম্পানিগুলোকে নিষেধ করা হয় রাশিয়ার তেল বহনে সহায়তা করতে। তেল রপ্তানি হচ্ছে রাশিয়ার যুদ্ধ অর্থনীতির অন্যতম ভিত্তি। তাই এই বিধিনিষেধকে ফাঁকি দিতে রাশিয়া গড়ে তোলে এই গোপন জাহাজবহর। এই জাহাজগুলো তাদের এআইএস বন্ধ রাখে যাতে তাদের গতিবিধি গোপন থাকে।

জাহাজগুলোর নাম ও রেজিস্ট্রেশন বারবার পরিবর্তন করা হয়একদিন হয়তো ' শিপ এ ' নামে পানামার পতাকা নিয়ে চলছে, পরের সপ্তাহে তা হয়ে যায় ' শিপ বি' লাইবেরিয়ার অধীনে।

মাঝ সমুদ্রে এক জাহাজ থেকে অন্য জাহাজে তেল স্থানান্তরের ঘটনাও ঘটে, বিশেষত গ্রিস ও মালয়েশিয়ার উপকূলে।

অধিকাংশ ট্যাঙ্কারই ১৫ বছরের বেশি পুরনো এবং পশ্চিমা দেশ থেকে কেনা পুরনো জাহাজযেগুলো পরিবেশ ও নৌ-নিরাপত্তার জন্য হুমকি। এই গোপন নৌবহরের কারণে বহুবার তেল দূষণ ও সামুদ্রিক দুর্ঘটনা ঘটেছে।

২০২৪ সালের ডিসেম্বরে ব্ল্যাক সি-তে দুটি শ্যাডো ফ্লিট সংশ্লিষ্ট জাহাজের তেলের চোয়ানে একবিংশ শতাব্দীর অন্যতম বড় পরিবেশ বিপর্যয় ঘটে। এছাড়া কিছু জাহাজের বিরুদ্ধে বাল্টিক সাগরে সাবমেরিন কেবল ও অবকাঠামোতে নাশকতার অভিযোগ উঠেছেযা হাইব্রিড যুদ্ধ কৌশলের আশঙ্কা তৈরি করেছে।

ইউরোপীয় ইউনিয়ন ইতিমধ্যে ৩৪২টি জাহাজকে কালো তালিকাভুক্ত করেছে। যুক্তরাজ্য নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে ১০০টিরও বেশি শ্যাডো ফ্লিট-সংশ্লিষ্ট জাহাজের বিরুদ্ধে।

নাটো-ও এ নিয়ে সক্রিয় হয়েছে। 'বাল্টিক সেন্টি' নামের একটি উদ্যোগের মাধ্যমে বাল্টিক অঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ সামুদ্রিক অবকাঠামো রক্ষায় কাজ করছে জোটটি।

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কূটনৈতিক সমাধানের আশা আরও দুর্বল হয়ে পড়ে, যখন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও ভ্লাদিমির পুতিনের ফোনালাপের পর যুক্তরাষ্ট্র নতুন ইউরোপীয় নিষেধাজ্ঞায় যোগ না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। এতে পশ্চিমা ঐক্যেও ফাটলের আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।

বদরের যুদ্ধকে কেন বিশ্বের ইতিহাস নির্ধারক যুদ্ধের একটি মনে করা হয় ?

ড. আকিল আব্বাস জাফরি

সৌদি আরবের মদিনা থেকে প্রায় ১৩০ কিলোমিটার দূরে বদর হুনাইন প্রান্তর অবস্থিত। প্রায় ১৪০০ বছর আগে এই প্রান্তরে এক যুদ্ধ হয়, যাকে বিবেচনা করা হয় বিশ্বের অন্যতম 'ইতিহাস-নির্ণায়ক' যুদ্ধ হিসেবে। আশ্চর্যের বিষয়, সামরিক দিক থেকে এই যুদ্ধে অংশ নেয়া মানুষের সংখ্যা ছিল খুবই কম। কিন্তু এই যুদ্ধের গুরুত্ব এত বেশি ছিল যে, মুসলমানদের পবিত্র গ্রন্থ কোরআনেও এই দিনটিকে আল-ফুরকান হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। যার মানে, সিদ্ধান্ত বা রায়ের দিন। মদিনার নবজাতক মুসলিম রাষ্ট্রের জন্য রাজনৈতিক, সামরিক ও অর্থনৈতিকভাবে এই যুদ্ধের গুরুত্ব বুঝতে হলে, আগে জানতে হবে কেন বদরের ময়দানটি গুরুত্বপূর্ণ ছিল এবং এর নামকরণ হয়েছিল কীভাবে? মদিনা থেকে প্রায় ৮০ মাইল দূরে পাহাড়ে ঘেরা এক প্রান্তর। ডিম্বাকৃতির সুবিশাল সেই প্রান্তরের প্রস্থ প্রায় সাড়ে চার মাইল। আগে থেকেই একটি ঐতিহাসিক ও অর্থনৈতিক মর্যাদা ছিল এর। ইয়েমেন থেকে সিরিয়া পর্যন্ত বাণিজ্য পথ গেছে এই পাহাড় ঘেরা জায়গাটির ওপর দিয়েই। বণিকদের কাফেলা যাওয়ার সেই স্থানেই আবার মিলেছে মক্কা ও মদিনা থেকে আসা দুটি পথ। এখান থেকে লোহিত সাগরও নিকটবর্তী। মোটে মাইল দশেকের দূরত্ব। স্থানটির নামকরণ 'বদর' করার পেছনে কয়েকটি সম্ভাব্য কারণের কথা জানা যায়। তারমধ্যে সবচেয়ে উল্লেখ্যযোগ্যটি হলো, বদর বিন ইয়াখলাদ নামে এক ব্যক্তি এখানে একটি কূয়া খনন করেছিলেন। কূয়ার জল ছিল খুবই স্বচ্ছ। কথিত আছে, সেখানকার পানিতে চাঁদের প্রতিফলন ঘটতো। যেহেতু চাঁদকে আরবিতে বদরও বলা হয়, তাই উভয় দিকের সূত্র মিলিয়ে এই স্থানের নাম বদর রাখা হয়েছিল।

মা'আরিফ ইসলাম নামক বই থেকে জানা যায়, প্রাক-ইসলামী 'জাহিলিয়া' যুগে প্রতি বছর পহেলা জ্বিলকদ থেকে আটই জ্বিলকদ পর্যন্ত এই স্থানে একটি বড় উৎসব অনুষ্ঠিত হতো। বদর যুদ্ধের কারণ- মদিনায় হিজরতের আগে মক্কার নেতৃস্থানীয়দের বিরোধিতার মুখে পড়তে হয়েছিল মুসলমানদের। তবে, পরবর্তীতে মক্কা ও মদিনার মধ্যে যুদ্ধের নেপথ্যে এটাই একমাত্র কারণ নয়। দ্বিতীয় হিজরি বর্ষের রজব মাসের ১১ তারিখে মক্কার একজন গোত্র প্রধান আমর বিন আল-হাদরামি দুর্ঘটনাবশত মুসলমানদের হাতে নিহত হন। ইসলামের নবী স্থানীয় ঐতিহ্য অনুসারে এই হত্যার জন্য ক্ষতিপূরণ পরিশোধ করেন।

কিন্তু মক্কায় কুরাইশদের প্রধানরা এই ঘটনায় ভীষণ ক্ষুব্ধ হয়। ইবনে খালদুন লিখেছেন, আমর ইবনে আল-হাদরামির মৃত্যুতেই বদর যুদ্ধের প্রেক্ষাপট সূচিত হয়।

শ্রাবণ মাসে ঘটে আরেকটি ঘটনা। কুরাইশদের সম্পদ বোঝাই একটি কাফেলা সিরিয়া থেকে মক্কায় আসছিল। তখন গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে, মুসলমানরা সেই বহরকে আক্রমণ করতে চায়। আবু সুফিয়ান ছিলেন কাফেলার নেতা। তিনি সহায়তার জন্য মক্কায় দূত মারফত খবর পাঠান। বার্তা পেয়ে মক্কা থেকে কুরাইশদের একটি দল আবু সুফিয়ানের কাফেলাকে সাহায্য করার জন্য মদিনার উদ্দেশে রওনা হয়। মা'আরিফ ইসলামির অনুসারে, সিরিয়া থেকে আগত কাফেলা মক্কায় পৌঁছে গিয়েছিল ঠিকই। অর্থাৎ, কুরাইশদের উচিত ছিল মদিনার দিকে যাওয়া কাফেলাকে ফেরত আনা। কিন্তু, আবু জাহলের পীড়াপীড়িতে তারা মদিনার দিকে অগ্রসর হতে থাকে। ১৬ই রমজান তারা বদর নামক স্থানটিতে শিবির স্থাপন করে। বলা হয়ে থাকে, এই পক্ষে লোক সংখ্যা ছিল নয়শো থেকে এক হাজার। তারা সবাই ছিল সশস্ত্র। সংবাদ পেয়ে ১২ই রমজান ইসলামের নবীও বদরের উদ্দেশে অগ্রসর হন। ১৭ই রমজান ৩১৩ জন সঙ্গী নিয়ে তিনি ময়দানের কাছাকাছি পৌঁছান। খ্রিস্টাব্দে নিরিখে তারিখটা ৬২৪ সালের ১৩ই মার্চ। তখন পর্যন্তও কুরাইশদের মধ্যে শান্তিপ্রিয় কিছু ব্যক্তি যুদ্ধ এড়ানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু, আবু জাহেলের একগুঁয়েমির কারণে তাদের প্রচেষ্টা সফল হয়নি। ফলে, যুদ্ধের দামামা বেজে ওঠে। যুদ্ধের শুরু ও শেষঃ - যুদ্ধকৌশল অনুযায়ী মুসলমানদের সেনাদের দায়িত্ব নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছিল। জুবায়ের বিন আল-আওয়ামকে একটি দলের অধিনায়ক মনোনীত করা হয়। কুদ বিন আমরকে নির্দেশ দেয়া হয় মাসরায় অবস্থান নিতে। মূল নেতৃত্বে ছিলেন নবী স্বয়ং। বাহিনীর পেছনের অংশে থাকা কমান্ড অব সাকাহ'র দায়িত্ব কায়েস ইবনে সা'সা-এর ওপর ন্যস্ত করা হয়। যোদ্ধা দলটির সবচেয়ে বড় প্রতীক নিশানটি বহন করছিলেন মুসআব বিন উমাইর। মুসলমানদের পরিচয় ছিল 'ইয়া মনসুর উম্মাহ'। আরব ঐতিহ্য মেনে, একক লড়াইয়ের মাধ্যমে যুদ্ধের শুরু হয়। এতে তিনজন কুরাইশ যোদ্ধা নিহত হন। তারপরে শুরু হয় মল্লযুদ্ধ। যুদ্ধে, দুই তরুণ আনসার (যোদ্ধাদের সহায়তাকারী) মু'য়াওজ এবং মু'য়াজ মক্কার আবু জাহলকেও হত্যা করে। এতে, মুসলমানদের পক্ষে যুদ্ধের পাল্লা ভারী হতে শুরু করে। কুরাইশরা সংখ্যায় অনেক বেশি ছিল ঠিকই, তারপরও মল্লযুদ্ধের পর নবী মোহাম্মদের নির্দেশে মুসলমান যোদ্ধারা অতর্কিত কুরাইশদের উপর আক্রমণ করে। এই অতর্কিত আক্রমণ যুদ্ধের চেহারা পাল্টে দেয়। আর কুরাইশ বাহিনী পর্যুদস্ত হয়ে পড়ে। যুদ্ধে ৭০ জন গুরুত্বপূর্ণ কুরাইশ নেতা মারা পড়েন। ৭০ জনকে আটক করা হয়। সিদ্ধান্ত হয়, চার হাজার চারশো দিরহাম মুক্তিপণের বিনিময়ে তাদের মুক্তি দেয়া হবে। আর, যারা লেখাপড়া জানতেন তারা দশ জন আনসারের সন্তানকে লিখতে ও পড়তে শেখাবেন। বদর যুদ্ধের গুরুত্ব-ঃ এই যুদ্ধ ছিল নানা দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। সম্ভবত সে কারণেই এটিকে বিশ্বের কয়েকটি 'নির্ধারক যুদ্ধের' অন্যতম হিসেবে গণ্য করা হয়। যদিও সংখ্যাগত দিক থেকে এটি বড় কোন যুদ্ধ নয়। কেমব্রিজ হিস্ট্রি অব ইসলামের অনুসারে, এই যুদ্ধের রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় দুই ধরনের প্রভাবই ছিল। বইটি থেকে জানা যায়, মক্কার যেসব গুরুত্বপূর্ণ নেতা মারা যান, তাদের ছিল দৃঢ় প্রশাসনিক ও বাণিজ্যিক দক্ষতা।

সংখ্যাগরিষ্ঠতা সত্ত্বেও মক্কার যোদ্ধাদের পরাজয়ের ফলে একদিকে তাদের আত্মবিশ্বাস কমে যায় এবং মর্যাদাহানি হয়। অন্যদিকে, এই যুদ্ধের পরে বদরের ওই বাণিজ্য পথ ব্যবহারের ঝুঁকিও হ্রাস পায়। মক্কার অর্থনীতি এই পথে পরিচালিত ব্যবসার উপর নির্ভরশীল ছিল, কেমব্রিজ'র হিস্ট্রি অব ইসলাম থেকে এমন তথ্যই মিলছে। অর্থাৎ, কুরাইশদের দিক থেকে দেখলে, সুনাম মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পাশাপাশি সিরিয়ায় তাদের বাণিজ্যের পথও অনিরাপদ হয়ে পড়ে। ফলে, অন্যান্য গোত্রের কাছে তাদের গুরুত্ব কমে যায়।

এই যুদ্ধে মক্কাবাসীরাই সর্বক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত হয় ঠিকই। সবচেয়ে বড় ক্ষতি হয়ে দাঁড়ায় সম্মান ও মর্যাদাহানি। আরব অঞ্চলে কুরাইশদের মক্কার একটি বিশিষ্ট অবস্থান ছিল। একে অনেকটা আরবের রক্ষাকর্তার মতো বিবেচনা করা হতো। কিন্তু একটি ছোট দলের হাতে সেই মক্কাবাসীদের পরাজয় আরবদের একটি সম্পূর্ণ নতুন ব্যবস্থার দিকে নিয়ে যায়। হাদিস অনুসারে, সমগ্র অঞ্চলে এই পরাজয়ে কথা রটে যায়। অসম্মানের গ্লানি এড়াতে মক্কার লোকেরা কোনোরকম উচ্চবাচ্য ছাড়া নীরবে শোক পালনের সিদ্ধান্ত নেয়। বলে দেয়া হয়, কেউ যেন কোনো কবিতায়ও নিহতদের স্মরণ না করে। এই নীরব শোকের পাশাপাশি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বদরের পরাজয়ের প্রতিশোধ নেয়ার তাড়নাও ছিল তাদের। কেমব্রিজের তথ্যমতে, অন্যপক্ষে, বদরের যুদ্ধ মুসলমানদের আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দেয়। তাদের ধর্মবোধ প্রবল হয়। নিজেদের এবং ধর্মের শ্রেষ্ঠত্বের ব্যাপারেও উপলব্ধি জাগে তাদের মনে। এই যুদ্ধের পর মুসলিমরা ওই অঞ্চলে একক শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়। যা রাষ্ট্র হিসেবে মদিনাকে আরও শক্তিশালী করে তোলে।

এমনকি এই বিজয় মদিনায় বসবাসকারী ইহুদিদেরও বিমোহিত করে। সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল বদরের যুদ্ধ। কারণ, এই প্রথমবার মুসলমানরা নবীর নেতৃত্বে যুদ্ধে লিপ্ত হয়।

মুসলমানরা পরাজিত হলে ইসলাম অস্তিত্ব সংকটে পড়তো। এমনকি পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়াও অসম্ভব ছিল না। তাই এ দিনটিকে কোরআনে বিচার দিবস বলা হয়েছে। মা'আরিফ ইসলামির বিশ্লেষণ বলছে, মুসলমানরা যুদ্ধের ময়দানে প্রথমবারের মতো নিজেদের শক্তি পরীক্ষা করার সুযোগ পেয়েছিল, সেই দিক থেকে এটি ছিল 'নির্ণায়ক' যুদ্ধ। শত্রুপক্ষের প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র ও জনবল থাকা সত্ত্বেও বিজয় তাদের সাহস বাড়িয়ে দেয়। এর প্রভাবে উপদ্বীপের অন্যান্য গোত্রের মানুষদের মধ্যেও মুসলমানদের সামর্থের প্রতি সমীহ জাগে। তাদের আস্থা তৈরি হয় মুসলমানদের ওপর।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

সারা দেশে সাথে রাজ্যেও প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর প্রয়াণ দিবস পালিত

আসাম মন্ত্রিসভা বৈঠকে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত: বেতনভিত্তিক পিএসও পরিষেবা, কনসার্ট ইকোনমি ও চা শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি

ডেরগাঁও/গোলাঘাট, ২১ মে: আসাম মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আজ ডেরগাঁও-এর লাচিত বরফুকন পুলিশ একাডেমিতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে একগুচ্ছ গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করেন। নিরাপত্তা, অর্থনীতি, পরিকাঠামো ও সংস্কৃতি সংক্রান্ত নানা খাতে রাজ্য সরকার বড় পদক্ষেপ নিচ্ছে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী।

ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সংক্রান্ত উদ্বেগের প্রেক্ষিতে মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেন যে, রাজ্যে পেইড পার্সোনাল সিকিউরিটি অফিসার (ঞ্ছঞ্জ) স্কিম চালু করা হচ্ছে। যাঁদের জীবনে বাস্তবিক হুমকি রয়েছে, তাঁরা এখন সরকার-নিয়োজিত নিরাপত্তারক্ষী পেতে পারেন ৭৫,০০০ টাকা প্রদানের মাধ্যমে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, “যাঁরা দীর্ঘদিন ধরে নিরাপত্তা চেয়ে আসছেন, তাঁদের জন্য এই ব্যবস্থা।”

মেঘালয়ের অনুকরণে এবার আসামেও ‘কনসার্ট ইকোনমি’ গড়ে তুলতে বড়সড় পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। ডিসেম্বরে গুয়াহাটি, ডিব্রুগড় ও যোরহাটে মেগা কনসার্টের আয়োজন করবে রাজ্য সরকার। শর্মা বলেন, “আসাম পিছিয়ে পড়লে সম্ভাবনাময় এই ক্ষেত্র হাতছাড়া হয়ে যাবে।”

চা শিল্পে কর্মরত শ্রমিকদের জন্য সুখবর। আসন্ন দুর্গাপূজার আগেই, ১ অক্টোবর ২০২৫ থেকে চা বাগান শ্রমিকদের দৈনিক মজুরি বাড়িয়ে ২৫০ করা হবে। এটি ছিল দীর্ঘদিনের দাবি।

রাজ্যের ২৬ শতাংশ অংশীদারিত্ব রয়েছে নুমালিগড় রিফাইনারিতে। এই পরিকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য রাজ্য সরকার ২০৫ কোটি টাকা বিনিয়োগ করছে।

ডিব্রুগড়ে ২৮৪ কোটি টাকা ব্যয়ে নতুন অসম বিধানসভা ভবনের নির্মাণ অনুমোদন পেয়েছে। এতে ১,০০০ আসন বিশিষ্ট সভাকক্ষ এবং বিধায়কদের জন্য আবাসিক সুবিধা থাকবে।

সঙ্গে ডিব্রুগড়ের খানিকার স্টেডিয়ামকে রাজ্যের সবচেয়ে বড় স্টেডিয়াম হিসেবে গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত হয়েছে, যার ধারণক্ষমতা হবে ৩৫,০০০।

একাডেমির দ্বিতীয় দফা উন্নয়নে ২২৯ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে, যার মাধ্যমে প্রশিক্ষণরত অফিসারদের জন্য আবাসিক ভবন ও অন্যান্য সুবিধা তৈরি করা হবে।

ন্যাশনাল হেরাল্ড মামলায় গান্ধী পরিবারকে ১৪২ কোটি টাকার ’অপরাধলব্ধ অর্থ’ প্রাপ্তির অভিযোগ ইডি-র

নয়াদিল্লি, ২২ মে: ন্যাশনাল হেরাল্ড মানি লন্ডারিং মামলায় কংগ্রেস নেত্রী সোনিয়া গান্ধী ও কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে ১৪২ কোটি টাকার ’অপরাধলব্ধ অর্থ’ গ্রহণের অভিযোগ এনেছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। বুধবার দিল্লির একটি বিশেষ আদালতে এই অভিযোগ করেন অতিরিক্ত সলিসিটার জেনারেল এসভি রাজু, যিনি মামলায় ইডি-র পক্ষ থেকে সওয়াল করেন।

বিশেষ বিচারক বিশাল গগনে-র আদালতে ইডি তাদের চার্জশিটের প্রাথমিক উপস্থাপনায় জানায়, প্রাথমিক তদন্তেই গান্ধী পরিবার সহ অন্যান্য অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে মানি লন্ডারিং-এর স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেছে।

মামলাটি ২০১৪ সালের ২৬ জুন বিজেপি নেতা সুব্রহ্মণ্যম স্বামীর ব্যক্তিগত অভিযোগের ভিত্তিতে শুরু হয়। এরপর ২০২১ সালে ম্যাজিস্ট্রেট আদালত মামলাটির প্রাথমিক গ্রহণযোগ্যতা স্বীকার করলে ইডি আনুষ্ঠানিক তদন্ত শুরু করে।

আজকের শুনানিতে বিচারক গগনে ইডি-কে নির্দেশ দেন, মামলার মূল অভিযোগকারী সুব্রহ্মণ্যম স্বামীকে চার্জশিটের একটি কপি সরবরাহ করতে হবে।

অন্যদিকে, সোনিয়া ও রাহুল গান্ধীর আইনি প্রতিনিধিরা আদালতের কাছে অনুরোধ জানান, মামলাটি আগামী মাসে শুনানির জন্য তালিকাভুক্ত করা হোক, যাতে তাঁরা ইডি-র অভিযোগের জবাবে প্রস্তুতি নিতে পারেন।

ভারত ও জাতিসংঘের উদ্বেগ: সমুদ্র অঞ্চলে সন্ত্রাসবাদ ও জলদস্যুতার বাড়বাড়ন্ত নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ

নিউ ইয়র্ক, ২২ মে : সমুদ্র অঞ্চলে সন্ত্রাসবাদ, জলদস্যুতা এবং অবৈধ কর্মকাণ্ডের ক্রমবর্ধমান হুমকি নিয়ে ভারত ও জাতিসংঘ গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে ভারতীয় স্থায়ী প্রতিনিধি পি. হরিশ বলেন, “সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলা ও সামুদ্রিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক স্বার্থের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।”

সমুদ্র নিরাপত্তা বিষয়ক আলোচনায় অংশগ্রহণ করে তিনি ভারতের বিস্তৃত সামুদ্রিক কৌশলের কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, “সন্ত্রাসবাদ, জলদস্যুতা, চোরাচালান ও অবৈধ মাছ ধরাএসব চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় ভারত একটি সমন্বিত কৌশল গ্রহণ করেছে, যা প্রধানমন্ত্রীর ‘সমুদ্র উদ্যোগ’-এর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।”

তিনি নজরদারি, দ্রুত প্রতিক্রিয়া ব্যবস্থা, আঞ্চলিক কূটনীতি, বৈশ্বিক সহযোগিতা এবং অবকাঠামো উন্নয়নের বিষয়গুলিকে ভারতের সামুদ্রিক নীতি ও কৌশলের গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ হিসেবে তুলে ধরেন।

পি. হরিশ জানান, পশ্চিম আরব সাগরে ভারতীয় নৌবাহিনী সম্প্রতি ৩৫টিরও বেশি জাহাজ মোতায়েন করেছে এবং ৫২০ জনেরও বেশি নাবিককে উদ্ধার করেছে। সেই সঙ্গে ৩১২টি বাণিজ্যিক জাহাজকে সুরক্ষা প্রদান করেছে। তিনি আরও বলেন, ভারত হুতি বিদ্রোহীদের হামলার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, লাল সাগরে জলদস্যুতার মোকাবিলা করেছে এবং মিয়ানমার, লাওস ও ভিয়েতনামে ঘূর্ণিঝড় ত্রাণ তৎপরতায় অংশ নিয়েছে।

জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস এবং গ্রিসের প্রধানমন্ত্রী কিয়ারিকোস মিৎসোতাকিসও সমুদ্র অঞ্চলে সন্ত্রাসবাদ, জলদস্যুতা এবং সমুদ্র-সংলগ্ন গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামোর ওপর হাইব্রিড হামলা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তাঁরা বলেন, এইসব হুমকি আন্তর্জাতিক স্থিতিশীলতা ও সমুদ্রপথে নিরাপদ বাণিজ্যের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ।

’হিন্দু কোড বিল এল যখন...’ : ওয়াকফ আইন রক্ষায় কেন্দ্রের সাফাই, বলল ওয়াকফ ইসলাম ধর্মের মৌলিক অঙ্গ নয়

নয়া দিল্লি, ২১ মে: ওয়াকফ একটি ইসলামিক ধারণা হলেও তা ইসলাম ধর্মের মৌলিক বা অপরিহার্য অংশ নয়, এমনটাই মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্টে জানাল কেন্দ্র সরকার। বিতর্কিত ওয়াকফ সংশোধনী আইন রক্ষায় সওয়াল করে সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা বলেন, “ওয়াকফ ইসলামিক ধারণা, সন্দেহ নেই। কিন্তু এটি ইসলাম ধর্মের মৌলিক অধিকার নয়। এটি কোনও মৌলিক অধিকার নয়।”

তিনি বলেন, রাষ্ট্র ১৪০ কোটির বেশি মানুষের সম্পত্তির রক্ষক। সেই কারণে সরকার নিশ্চিত করতে বাধ্য, যেন কোনওভাবে সরকারী সম্পত্তি বেআইনিভাবে বেসরকারি হস্তগত না হয়।

সলিসিটর জেনারেল বলেন, “ওয়াকফ একটি ধর্মীয় ভিত্তিক দান, কিন্তু ওয়াকফ বোর্ড শুধুমাত্র সেক্যুলার কাজ করে। বোর্ডে দু’জন অ-মুসলিম সদস্য থাকলে কোনও ধর্মীয় কর্মকাণ্ডে হস্তক্ষেপ হবে না। এটি ধর্মীয় অধিকার লঙ্ঘন নয়।”

তিনি আরও বলেন, কিছু ব্যক্তি নিজেদের সমগ্র মুসলিম সমাজের প্রতিনিধিত্ব করছেন বলে দাবি করলেও বাস্তবে তা নয়। “৯৬ লক্ষ মতামত জমা পড়েছিল। সংসদের যৌথ কমিটির ৩৬টি বৈঠক হয়েছে। বহু মুসলিম সংস্থার পরামর্শ নেওয়া হয়েছে এবং দীর্ঘ আলোচনার পরেই আইনটি সংসদে পাস হয়েছে,” বলেন তিনি।

সরকার জানায়, ‘ওয়াকফ বাই ইউজার’ সংজ্ঞা অনুযায়ী, জমির মালিকানা অন্য কারও, কিন্তু নিয়মিত ব্যবহার করে কেউ ওয়াকফের দাবি করছে। সরকারের বক্তব্য “যদি কোনও ভবন সরকারী সম্পত্তি হয়, তাহলে সরকার কি তা খতিয়ে দেখতে পারে না?”

যদিও প্রধান বিচারপতি ড. বি আর গাভাই বলেন, “এমন একটা ছবি আঁকা হচ্ছে যেন কালেক্টর তদন্ত করলেই সম্পত্তি ওয়াকফ থাকবে না এবং সরকার নিয়ে নেবে।” এর উত্তরে মেহতা জানান, “সরকার যদি মালিকানা দাবি করে, তবে তা আদালতে টাইটেল স্যুটের মাধ্যমে করতে হবে।”

কাপিল সিব্বল দাবি করেন, “আমি যদি মৃত্যুশয্যায় থাকি এবং ওয়াকফ করতে চাই, তাহলে প্রমাণ দিতে হবে আমি অন্তত ৫ বছর ধরে মুসলমান। এটা অসাংবিধানিক।” এছাড়াও, নতুন আইনে কোনও ব্যক্তি বা পঞ্চায়েত অভিযোগ তুললেই কোনও সম্পত্তি ওয়াকফ থেকে বাদ পড়তে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেন তিনি। “সরকারী আধিকারিক নিজেই বিচারক হয়ে সিদ্ধান্ত নেবে,” অভিযোগ সিব্বলের।

তিনি বলেন, “ওয়াকফ সম্পত্তি কারও ব্যক্তিগত সম্পত্তি, এটি রাষ্ট্রের নয়। সেই সম্পত্তিই কেড়ে নেওয়া হচ্ছে।”

সিব্বল বলেন, “সরকার কোনও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকে আর্থিক সহায়তা দিতে পারে না। মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণ হয় ব্যক্তিগত উদ্যোগে, তেমন দান থাকে না। মন্দিরে যেমন চাঁদার বড় অঙ্ক জমে, মসজিদ বা কবরস্থানে তা হয় না।”

প্রধান বিচারপতি পাল্টা বলেন, দারগাহে তো সরকারী অনুদান দেওয়া হয়। সিব্বল বলেন, “আমি দারগাহ নয়, মসজিদের প্রসঙ্গে বলেছি।”সলিসিটর জেনারেল বলেন, “হিন্দু কোড বিল ১৯৫৬ সালে এলে তখন হিন্দু, শিখ, জৈন, বৌদ্ধদের ব্যক্তিগত আইনের উপর রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে। তখন কেউ প্রশ্ন করেনি কেন মুসলমানদের বাদ রাখা হয়েছে।”

তিনি আরও বলেন, “মহারাষ্ট্রে মন্দির পরিচালনা আইন অনুযায়ী বোর্ডের চেয়ারম্যান যে কোনও ধর্মের হতে পারেন। হিন্দু মঠের প্রধানকে আইন লঙ্ঘন করলে সরিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা বোর্ডের আছে। তাহলে ওয়াকফ বোর্ডে অ-মুসলিম সদস্য থাকলে এত আপত্তি কেন?”

চিফ জাস্টিস বলেন, “সংসদে পাশ হওয়া আইনের ক্ষেত্রে একধরনের সাংবিধানিক অনুমান থাকে। আদালত শুধুমাত্র চরম অসাংবিধানিকতা প্রমাণ হলে হস্তক্ষেপ করতে পারে।”

৪ লাখ টাকার ঘুষকাণ্ডে তোলপাড় আসাম কংগ্রেস, শ্রীভূমিতে দলীয় কার্যালয় বন্ধ

গুয়াহাটি /শ্রীভূমি, ২১ মে: আসাম প্রদেশ কংগ্রেসে ৪ লাখ টাকার ঘুষ লেনদেনের অভিযোগ ঘিরে ব্যাপক বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে। এর জেরে মঙ্গলবার শ্রীভূমির ইন্দিরা ভবনে অবস্থিত জেলা কংগ্রেস কার্য্যালয় পুরোপুরি বন্ধ ছিল। অভিযোগ কেন্দ্র করে একটি ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে, যেখানে এক কংগ্রেস নেতা ও এক প্রার্থী-আকাঙ্ক্ষীর মধ্যে আর্থিক লেনদেনের চিত্র দেখা যাচ্ছে বলে দাবি।

সূত্রের খবর, লক্ষীমপুর জেলা পরিষদের আসনের প্রার্থী না পাওয়া আছান চৌধুরী অভিযোগ করেছেন যে, তিনি আসাম প্রদেশ কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক আমিনুর রশিদ চৌধুরীকে ৪ লাখ টাকা ঘুষ দিয়েছিলেন মনোনয়নের বিনিময়ে। কিন্তু টাকা দেওয়ার পরও তিনি মনোনয়ন পাননি, এবং বহুবার চেষ্টা করেও আমিনুর রশিদের সঙ্গে আর যোগাযোগ স্থাপন করতে পারেননি।

ভাইরাল হওয়া ভিডিও ও ফোনালাপের অডিও ক্লিপে টাকা ফেরতের অনুরোধের কথাও উঠে এসেছে। পরিস্থিতি ক্রমেই উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে, এবং এই ঘটনার পর আছান চৌধুরী লিখিতভাবে অভিযোগ দায়ের করেছেন আমিনুর রশিদের বিরুদ্ধে।

এই কেলেঙ্কারির প্রভাবে আসাম কংগ্রেসের অন্দরে চরম অস্বস্তি তৈরি হয়েছে। মঙ্গলবার ইন্দিরা ভবনের কার্য্যালয় বন্ধ থাকাটা তারই ইঙ্গিত বলে মনে করছেন রাজনৈতিক মহল। শ্রীভূমি জেলা কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক সুব্রত দেব ঘটনার তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়ে বলেন, “এই ঘটনায় দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা না নেওয়া হলে দলের নিচুতলার কর্মীদের মনোবলে বড়সড় ধাক্কা লাগবে।”

তিনি প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্বকে দ্রুত ও কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানান। কেলেঙ্কারি কেবল দলের ভাবমূর্তি নয়, আসন্ন নির্বাচনের প্রার্থী নির্বাচনের প্রক্রিয়াকেও প্রশ্নের মুখে ফেলেছে।

গাজায় সংকটের প্রেক্ষিতে ইজরায়েলের সঙ্গে বাণিজ্য আলোচনা স্থগিত করল ব্রিটেন

লন্ডন/ব্রাসেলস, ২১ মে: গাজায় ক্রমবর্ধমান মানবিক সংকট এবং ইজরায়েলের সামরিক অভিযানের প্রেক্ষিতে ব্রিটেন ইজরায়েলের সঙ্গে চলমান বাণিজ্য আলোচনা স্থগিত করেছে। ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ থেকে এই সিদ্ধান্তের বিষয়ে ইজরায়েলি কূটনীতিকদের আনুষ্ঠানিকভাবে অবহিত করা হয়েছে।

ব্রিটেনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডেভিড ল্যামি গাজায় ইজরায়েলের সামরিক পদক্ষেপকে ’অযৌক্তিক’ বলে আখ্যায়িত করে বলেছেন, “গাজায় মানবিক সহায়তা পৌঁছাতে ইজরায়েলের বাধার কারণে এক ভয়াবহ মানবিক বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয়েছে।” পাশাপাশি, পশ্চিম তীর অঞ্চলে অবৈধভাবে বসবাসকারী এবং সহিংসতায় যুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

ব্রিটেন ইতিমধ্যে পশ্চিম তীরে জবরদখলকারী তিন ব্যক্তি এবং চারটি সংস্থার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। এই নিষেধাজ্ঞার আওতায় তাদের সম্পত্তি জব্দ করা হয়েছে এবং ভ্রমণে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে।

ডেভিড ল্যামি আরও বলেন, গাজা থেকে ফিলিস্তিনিদের জোরপূর্বক উৎখাত করে অন্য দেশে বসবাস করানোর বিষয়ে ইজরায়েলের এক মন্ত্রীর সাম্প্রতিক মন্তব্য “চরমভাবে বিপজ্জনক”।

অন্যদিকে, ইজরায়েল ব্রিটেনের এই পদক্ষেপ প্রত্যাখ্যান করেছে। ইজরায়েলি কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, তারা কোনও বিদেশি চাপের ফলে তাদের নিরাপত্তা নীতিতে পরিবর্তন আনবে না।

এদিকে, ব্রাসেলসে অনুষ্ঠিত ইউরোপীয় ইউনিয়নের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের বৈঠকে ইজরায়েলের সঙ্গে বাণিজ্যিক চুক্তি পুনঃমূল্যায়নের সিদ্ধান্ত হয়েছে।

অপারেশন সিন্দুর নিয়ে কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গের মন্তব্যের তীব্র সমালোচনা বিজেপির

নয়াদিল্লি, ২১ মে: অপারেশন সিন্দুর সংক্রান্ত কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গের মন্তব্যকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক বিতর্ক তীব্র হয়ে উঠেছে। ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) আজ তাঁর মন্তব্যকে ‘আপত্তিকর’ এবং ‘সশস্ত্র বাহিনীর প্রতি অবমাননাকর’ বলে কড়া ভাষায় নিন্দা করেছে।

বিজেপি মুখপাত্র সুধাংশু ত্রিবেদী আজ নয়াদিল্লিতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, “মল্লিকার্জুন খাড়গের মন্তব্য অত্যন্ত নিন্দনীয়। এটি শুধুমাত্র রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে ভুল নয়, বরং এটি আমাদের

TENDER NOTICE.

THE UNDERSIGNED ON BEHALF OF THE GOVERNOR OF TRIPURA IS INVITING TENDER IN SEALED COVER FROM THE BONAFIDE FIRM/SUPPLIERS FOR SUPPLY OF SPARE PARTS /FABRICATION ITEMS /JOB/ TYRE RE-TRADING AND BATTERY RECONDITIONING FOR THE YEAR OF 2025-2026. THE QUOTATIONS WILL BE RECEIVED ON 12-06-2025 FROM 1100 HOURS TO 1400 HOURS IN THE OFFICE OF THE UNDERSIGN AND THE QUOTATIONS WILL BE OPENED ON THE SAME DAY AT 1500 HOURS BY A BOARD OF OFFICERS IN PRESENCE OF REPRESENTATIVES OF FIRMS / SUPPLIERS WILLING TO REMAIN AT THAT TIME.

LIST OF SPARE PARTS, FABRICATION ITEMS, JOB, TYRE RE-TRADING AND BATTERY RECONDITIONING, INCLUDING TERMS & CONDITIONS MAY BE COLLECTED FROM THE MT SECTION OF WEST TRIPURA DISTRICT POLICE LOCATED AT A.D.NAGAR POLICE LINES, AGARTALA FROM 20-05-2024 TO 27-05-2024 DURING OFFICE HOURS.

ICA/C/645/25

SUPERINTENDENT OF POLICE
WEST TRIPURA DISTRICT

PNIT NO.: 11/EE/MNP/PWD(R&B)/2025-26 Date 17/05/2025

The Executive Engineer, Mohanpur Division, PWD (R&B), Mohanpur, West Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e-tender for the following work:

Sl. No.	PNIeT No & DNIeT No	Last Date and time for document downloading and Bidding	Time and date of Opening of Bid/Technical Bid
1. i) ii)	PNIT No. 11/EE/MNP/PWD(R&B)/2025-26 & DNIT No.59/DNIT/EE/MNP/PWD(R&B)/2025-26 DNIT No.60/DNIT/EE/MNP/PWD(R&B)/2025-26	Upto 3.00 pm On 05/06/2025	At 4.00 pm on 05/06/2025 (If possible)

Note: The bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal https://tripuratenders.gov.in

ICA/C/643/25

(For & on behalf of the Governor of Tripura)
(Er. Nihar Rn. Debbarma)
Executive Engineer
Mohanpur Division, PWD(R&B),
Mohanpu, west Tripura.

AGARTALA MUNICIPAL CORPORATION
AGARTALA

PNIT No.: 01/EE/PD/AMC/2025-26 dt- 16-05-2025

The Executive Engineer, Planning Division, Agartala Municipal Corporation, Tripura on behalf of the 'Hon'ble Mayor, invites online **percentage rate e-tender** for the following work:

1. Name of work: Estimating and costing for inside decorative, stair case railing etc. of 2nd floor office building of Tripura Civil Service Officers Association at Old Kalibari Road, Krishnanagar, Agartala, Tripura West.

2. Estimated Cost: Rs. 14,78,787.00

3. Earnest Money: Rs. 29,576.00

4. Last date & time for online Bidding: 22-05-2025 upto 3:00 PM

Note: The bid forms and other details including **online activities should be done** in the e-procurement portal **https://tripuratenders.gov.in**

Sd/- Illegible
Executive Engineer
Planning Division
Agartala Municipal Corporation

Agartala Municipal Corporation
Electrical DIVISION,
AGARTALA, WEST TRIPURA
PRESS NOTICE INVITING e-TENDER

The Executive Engineer, Electrical Division, Agartala Municipal Corporation on sehalf of the 'Hon'ble Mayor, AMC invites online **percentage rate e-tender** in single bid system from the eligible Central & State public sector undertaking/ enterprise and eligible Contractors/ Firms/ Private Ltd. Firm /Agencies of Appropriate Class for internai electrification works registered with PWD/ TTAADC/ MES/ CPWD/ Railway/ Gov't Organization of other State & Central having valid electrical contractor license issued by the Government of Tripura for the following work:-

SL NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING
01	DNIeT-EE (Elect)/AMC/08/2025-26	₹ 4,85,688.00	₹ 9,714.00	15(Fifteen) days	Date:-22-05-2025 Time:15:00 Hrs.
02	DNIeT-EE (Elect)/AMC/09/2025-26	₹ 14,02,159.00	₹ 28,043.00	15(Fifteen) days	

For more details kindly visit: https://tripuratenders.gov.in

The bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal https://tripuratenders.gov.in

For and on behalf of the Hon'ble Mayor, AMC
Sd/-
Executive Engineer,
Electrical Division,
Agartala Municipal Corporation

AGARTALA MUNICIPAL CORPORATION
AGARTALA

The following Pensioner/Family Pensioner have not yet submitted their Life Certificate as on 31/12/2004

TRIPURA GRAMIN BANK

SL. NO.	NAME OF THE PENSIONER	A/C/NO.	BRANCH
1	GOURI RANI DEY, W/O. LT. GANESH CH. DEY	8029012143390	M.G. BAZAR
2	MAYA RANI MODAK KURI, W/O. LT. BRAJENDRA MODAK KURI	8003012536027	DHALES
3	TAPAN KUMAR DEBNATH	8003012516854	DHALES
4	DILIP KR. DAS	8004013333574	ABHOYNAGAR
5	KINKAR PAUL	8004013407781	ABHOYNAGAR
6	MAYA RANI DHAM, W/O. LT. BIMAL KANTI DHAM	8004010005635	ABHOYNAGAR
7	ANIL DAS NO. 2	8016012220635	DURGA CHOW.
8	GANGA PRASAD DHANUK, H/O. LT. RAMA HARIJAN	8016010202041	DURGA CHOW.
9	SRI. GANESH CH. MAJUMDER	8016012171630	DURGA CHOW.
10	SMT. JHULAN DEB	8016010002437	DURGA CHOW.
11	SMT. MALINA KAR, W/O. LT. BALARAM KAR	8016010001243	DURGA CHOW.
12	SMT. MANUYARA BEGAM, W/O. LT. ABDUL	8016012229797	DURGA CHOW.
13	HAQUE SMT. MALINA DEBNATH, W/O. LT.NARESH CH.	8016012108962	DURGA CHOW.
14	DEBNATH	8016010002083	DURGA CHOW.
15	TARA MIAH	8001010050021	AGARTALA
16	DIPALI RANI SHIL, W/O. LT. NAKUL CH. SHIL	8001012545419	AGARTALA
17	MANI DEBBARMA, W/O. LT. DILIP DEBBARMA	8001010017903	AGARTALA
18	SMT. REKHA NATH, W/O. LT. JYOTIRMOY NATH	8020012355010	JOGENDRANAGAR
19	SMT. KAJAL DAS, W/O. LT. RUPCHAND DAS	8020012110546	JOGENDRANAGAR
20	SMT. NILIMA DAS, W/O. LT. JNANENDRA CH. DAS	8040012006929	MB TILLA
21	SMT. MINATI DAS SRI. SUKHA RANI SARKAR, W/O. LT. HARA KR.	8040011901932	MB TILLA
22	SARKAR SMT. PUSPA RANI CHAKRABORTY, W/O. LT. NEPAL	8007011960213	BIKRAM NAGAR
23	CHAKRABORTY	8104011535619	KUNJABAN
	STATE BANK OF INDIA		
24	AMINA KHATUN	10915267893	RMS Chowmuhani
25	SUBODH DEBBARMA	30131524738	TLA House
26	JHARNA KURI	20406404685	A.D. Nagar
27	JAYESREE PAUL	34683182365	Agartala
28	PUTUL SUTRADHAR	30452063100	Dukli
29	JHARNA DEB	42669098913	Kunjaban
30	SHILPI SARKAR	32672409942	Agartala Bazar
31	MINA RANI DAS	41444265468	Agartala Bazar

All the above Pensioner are requested to file Life Certificate by next 7 (seven) days to avoid discontinuation of payment of pension by AMC.

By order
Municipal Commissioner

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

শিক্ষা গ্রহণে শিশুর অক্ষমতা বোঝার উপায়

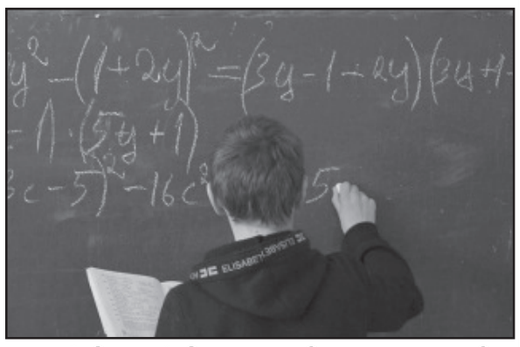

'ডিসকালকুলিয়া' সমস্যা থাকলে শিশুর কোনো কিছু শিখতে বা বুঝতে সমস্যা হয়।

চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ভাষায় 'ডিসকালকুলিয়া' এক ধরনের শেখার অক্ষমতা। এই সমস্যায় আক্রান্ত ব্যক্তি সাধারণ উপায়ে যে কোনো সংখ্যাযুক্ত তথ্য কিংবা পদ্ধতি শিখতে, বুঝতে ও রপ্ত করতে পারেনা।

ফলে যেকোনো হিসাব, সংখ্যার ক্রম ও গাণিতিক যুক্তি তাদের বুঝতে সমস্যা হয়। পাশাপাশি একটি সংখ্যার সঙ্গে আরেকটি সংখ্যার সম্পর্ক, সাংকেতিক চিহ্ন, দিক নির্দেশনা, সময় দেখা ইত্যাদি ক্ষেত্রেও সমস্যা দেখা দেয় অস্বাভাবিক মাত্রায়।

স্বাস্থ্যবিষয়ক একটি ওয়েবসাইটের প্রতিবেদন অবলম্বনে জানানো হলো বিস্তারিত।

লক্ষণ স্বাভাবিক যেকোনো হিসাব বুঝতে না পারার সমস্যার তীব্রতা নির্ভর করবে এর কারণ এবং যিনি পারছেন না তার বয়সের ওপর। বিভিন্ন বয়সে শিশুদের মাঝে 'ডিসকালকুলিয়া'র লক্ষণ বিভিন্ন হতে পারে। স্কুলের আগে: দুই থেকে পাঁচ বছর বয়সিদের অক্ষরজ্ঞানে হাতেখড়ি হয়। 'ডিসকালকুলিয়া'র সমস্যা থাকলে এসময় শিশুর ১ থেকে ১০ গুনতে অস্বাভাবিকমাত্রায় সমস্যা দেখা দেবে। এই সমস্যা ১০০ পর্যন্ত গুনতে না পারা পর্যন্তও গড়াতে পারে।

অনেকগুলো বস্তু একটি একটি করে গুনতে অসুবিধা হতে পারে। সেই সঙ্গে একই সংখ্যক বস্তুর একাধিক সমষ্টিকে একটি সংখ্যা দিয়ে চিহ্নিত করা যায় এই ধারণা তাদের বুঝতে অসুবিধা দেখা দেবে।

যেমন- পাঁচ সংখ্যাটি দিয়ে পাঁচটি আঙুল, পাঁচটি কলা, পাঁচটি কুকুর এই সবগুলোকেই চিহ্নিত করা যায় সেটা তারা ধরতে পারে না। এক থেকে ২০ পর্যন্ত সংখ্যাগুলো লিখতে বা চিনতে সমস্যা হয়। আবার সংখ্যার ক্রমানুসারে গোনার সময় কিছু সংখ্যা বাদ পড়ে যায়। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে থাকার অবস্থায়: ছয় থেকে ১৩ বছর বয়সে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এসে সমস্যার চেহারা পাল্টায়। দুই, পাঁচ ও ১০ এর ঘরের সংখ্যাগুলো গুনতে সমস্যা হয়। মনে মনে অঙ্ক কষতে পারে না। যোগ, বিয়োগ, গুন, ভাগ ইত্যাদির চিহ্নগুলো চিনতে পারে না। একটি সংখ্যা থেকে আরেকটি সংখ্যা ছোট কিংবা বড় এই বিষয়টা মাথায় আসে না। সাধারণ যোগ যেমন- ১০ এর সঙ্গে ১০ যোগ করলে ২০ হয়, এটা তাদের বুঝতে অসুবিধা হয় আবার পাঁচের সঙ্গে পাঁচ যোগ করলে যদি ১০ হয়, তবে ১০ থেকে পাঁচ বাদ দিয়ে পাঁচ হবে, এই সম্পর্ক তারা বুঝতে পারেনা। ডান, বাম চিনতেও অসুবিধা হতে পারে। সংখ্যাভিত্তিক যেকোনো খেলা তারা এড়িয়ে চলবে। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার পর্যায়: এই সময়ে দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ যোগ, বিয়োগ, গুন, ভাগ করতে তাদের অস্বাভাবিক ধরনের অসুবিধা দেখা যায়। মানচিত্র, তালিকা, গ্রাফ ইত্যাদি তারা বুঝতে পারেনা। দৌড়ানো, যানবাহন চালানো ইত্যাদি যেসব কাজে গতি ও দূরত্বের আন্দাজ থাকা জরুরি সেই কাজগুলোতে তারা প্রচণ্ড দ্বিধাগ্রস্ত হয়।

রোগ চেনার উপায়

সব লক্ষণ বাবা-মা কিংবা অভিভাবকদের চোখে নাও পড়তে পারে। তাই সন্দেহ হলে প্রথমেই সন্তানের শিক্ষক শিক্ষিকাদের সঙ্গে আলাপ করতে হবে। পেশার খাতিরে একটি নির্দিষ্ট বয়সসীমায় একজন শিশুর কতটুকু জ্ঞান থাকা স্বাভাবিক সেটা শিক্ষকরাই ভালো জানবেন। 'ডিসকালকুলিয়া'তে আক্রান্ত সব শিশুর লক্ষণ পুরোপুরি এক হবে না। তাই সঠিকভাবে চিহ্নিত করতে হলে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিতেই হবে। গুনতে না পারাই এই রোগ চিহ্নিত করার প্রধান উপায়। বিভিন্ন আকার-আকৃতি চেনা এবং আঁকতে পারা অঙ্কের সঙ্গে বিশেষভাবে সম্পর্কযুক্ত। তাই স্মৃতি থেকে কোনো নির্দিষ্ট আকৃতি আঁকতে পারছে কি-না সেটাও 'ডিসকালকুলিয়া' চেনার একটি পদ্ধতি। এমন আরও বিশেষ পরীক্ষার মাধ্যমেই বিশেষজ্ঞরা নিশ্চিতভাবে বলতে পারবেন শিশুর এই সমস্যা আছে কি-না, আর থাকলে তার তীব্রতা কতটুকু।

বায়ুদূষণের কারণে হু হু করে বাড়ছে মানসিক রোগ

কিন্তু বলছেন কেবল অফিস বা বাড়ির চাপ নয়, মানসিক উদ্বেগ, চাপের পিছনে রয়েছে অন্য কারণ। যা থেকে মুক্তি দিতে পারে, মাস্ক! মাস্কের সঙ্গে মানসিক চাপের কী সম্পর্ক?

২০২০ সালের মার্চ মাসের সেই দুর্বিষহ স্মৃতি আজও ভুলতে পারেনি গোটা বিশ্ব। কোভিডের সেই সাঙ্ঘাতিক সময় সক্লের কাছেই যেন দুঃস্বপ্নের মতো। মাস্ক, স্যানেটাইজার জড়িয়ে ছিল অনেক কিছুই। কিন্তু সেই আতঙ্ক কাটতেই আমরাও মাস্কের পাট চুকিয়ে দিয়েছি। কোভিড কাটলেও কাটেনি অনেকের মানসিক অবসাদ।

বিভিন্ন সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে ইদানিং বাড়ছে মানসিক চাপ, উদ্বেগ, চিন্তার মতো সমস্যা। অফিসের চাপ, বাড়ি-পরিবার সব মিলিয়েই বাড়ছে সেই সব সমস্যা। তবে শুধুই কি তাই? নাকি নেপথ্যে আছে আরও কোনও রহস্য?

বিশেষজ্ঞরা কিন্তু বলছেন কেবল অফিস বা বাড়ির চাপ নয়, মানসিক উদ্বেগ, চাপের পিছনে রয়েছে অন্য কারণ। যা থেকে মুক্তি দিতে পারে, মাস্ক! মাস্কের সঙ্গে মানসিক চাপের কী সম্পর্ক?

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, সম্প্রতি হয়ে যাওয়া বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গিয়েছে মানসিক স্বাস্থ্যের সঙ্গে বিশেষ যোগ রয়েছে বায়ুদূষণের। আজ্ঞে হ্যাঁ, ঠিকই দেখছেন। এতদিন আমরা জানতাম বায়ুদূষণের সঙ্গে নিবিড় যোগ রয়েছে ফুসফুস এবং শ্বাসযন্ত্রের। খানিকটা হার্ট, চুল এবং ত্বকেরও। তবে বায়ুদূষণ যে মানসিক স্বাস্থ্যের অবস্তি ঘটাতে পারে সেটা জানতেন?

বায়ু দূষণ থেকে কী ভাবে বাড়ছে মানসিক রোগ? কী ভাবে রক্ষা পাবেন এর হাত থেকে?

সম্প্রতি হৃদরোগ বিশেষজ্ঞদের ঝড়খন্ড এবং পশ্চিমবঙ্গে করা একটি সমীক্ষায় উঠে এসেছে ভয়ানক তথ্য। দেখা গিয়েছে দূষণের মারাত্মক প্রভাব মানসিক স্বাস্থ্যে। বয়স বাড়ার সঙ্গে বাড়ছে সেই প্রকোপ। মোট ২৭৮৪ জনের উপর চালানো হয় সমীক্ষাটি। এর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গবাসী ১৮৫৬জন, ঝড়খন্ডবাসী ১৩২৮ জন। গ্রামীণ এলাকার বাসিন্দা ৪১৭ জন।

সমীক্ষায় উঠে আসা তথ্য অনুসারে কলকাতায়, ১৫ বছরের নীচে থাকা কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে দূষণের কারণে মুড সুইং বেড়েছে ৩১ শতাংশ অবসাদের ঘটনা বেড়েছে ৩০ শতাংশ ।

১৬-৩০ বছরের মধ্যে ব্যক্তিদের মধ্যে মুড সুইংয়ের হার ৩৪ শতাংশ, অবসাদের হার ৩৬ শতাংশ ।

৩১-৫৫ বছরের মধ্যে ব্যক্তিদের মধ্যে দূষণের জন্য মুড সুইং বাড়ছে ৪১ শতাংশ এবং মানসিক অবসাদের হার ৩৭ শতাংশ ।

৪৬-৬০ বছর বয়সিদের মধ্যে সেই মুড সুইংয়ের হার ৪২ শতাংশ এবং অবসাদগ্রস্থ হয়ে পড়ছেন ৪৩ শতাংশ ।

৬১ বছরের উর্ধ্বে ব্যক্তিদের মধ্যে মুড সুইংয়ের হার ৫৪ শতাংশ , অবসাদের হার ৪৮ শতাংশ ।

এছাড়াও সেই সমীক্ষায় দেখা যায়, ৬৯ শতাংশ উচ্চ শ্বাসযন্ত্রের সমস্যায় ভুগছেন। ৫৬ শতাংশ নিম্ন শ্বাসযন্ত্রের সমস্যায় আক্রান্ত। ৪৫ শতাংশের মধ্যে রয়েছে মানসিক রোগ। হাইপারটেনশনে ভুগছেন ১৯ শতাংশ । ডায়াবেটিসে আক্রান্ত ৭ শতাংশ । বায়ুদূষণের সঙ্গে মানসিক সমস্যার সম্পর্ক কী?

বিশিষ্ট পালমোনোলজিস্ট অরূপ হালদার বলছেন, "এখন বিভিন্ন সমীক্ষায় উঠে আসছে, নিউরোলজিক্যাল রোগের একটা বড় কারণ দূষণ। দূষিত বায়ু কণা আমাদের মস্তিষ্কে পৌঁছে নিউরোলজিক্যাল গ্রোথ সহ নানা কাজে বাধা সৃষ্টি করে।"

এই দূষণ যে কেবল কলকারাখানা বা গাড়ির ধোঁয়া থেকে হচ্ছে তা নয়। রিপোর্ট বলছে অন্তত ১২ শতাংশ বাড়িতে এখনও জ্বালানি ব্যবহার করে রান্না করা হয়। উনুনের ধোঁয়া, মশা মারার কয়েল, ডিমের খোল পোড়ানো, ধূমপান সহ আরও অনেক দূষণের উৎস রয়েছে বাড়ির ভিতরে। সমীক্ষা বলছে কলকাতার শতকরা ৬৪ শতাংশ মানুষ বাড়ির অন্দরমহলে দূষণের শিকার। কী ভাবে বাঁচবেন এর হাত থেকে? বিশিষ্ট কার্ডিওলজিস্ট ধীমান কাহালি বলেন, "আমরা সকলকে মাস্ক পরার অনুরোধ করছি। যদিও এই ক্ষেত্রে বৃহত্তর ব্যবস্থা নিতে হবে সরকারকেই। মাস্ক পরলে ২.৫-১০ ডায়ামিটারের যে সব দূষণ কণা তা ফুসফুসে প্রবেশ করতে পারবে না।"

ইলেক্ট্রোলাইট পানীয়র উপকারিতা

শরীরের তাপমাত্রা ও রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ, মেজাজ ভালো করা, স্মৃতিশক্তি বাড়ানো ইত্যাদি নানাবিষয়ের মূলে আছে শরীরের আর্দ্রতা বজায় রাখা, অর্থাৎ পর্যাপ্ত পানি পান করা। তবে সেই পানিতে 'ইলেক্ট্রোলাইট' যোগ করলে উপকারিতা কী বাড়ে?

স্বাস্থ্যবিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন অবলম্বনে জানানো হল এই বিষয়ে বিস্তারিত।

ইলেক্ট্রোলাইট কী? এটি খনিজ উপাদানের সমষ্টি। যা পানিতে দ্রবীভূত হয়ে বৈদ্যুতিক শক্তি বহন করে। দৈনিক যে খাবার ও পানীয় আমরা গ্রহণ করি সেখানে থেকেই শরীর 'ইলেক্ট্রোলাইট'য়ের যোগান পায়। যে খনিজগুলো থেকে এই উপাদান পাওয়া যায় সেগুলো হলো পটাসিয়াম, ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম। শরীরের বিভিন্ন দৈনন্দিন কাজ সম্পন্ন করতে ব্যবহার হয় এই 'ইলেক্ট্রোলাইট'। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল শরীরে পানি ও অম্ল-ক্ষারের ভারসাম্য বজার রাখা, বিভিন্ন কোষের মধ্যে পুষ্টি উপাদান পৌঁছে দেওয়া এবং সেখান থেকে বর্জ্য অপসারণে সহায়তা করা, স্নায়ু, পেশি, হৃদযন্ত্র ও মস্তিষ্কের কার্যক্রম অক্ষুণ রাখা এবং ক্ষতিগ্রস্ত কোষের ক্ষয়পূরণ করা। শরীরচর্চার শক্তি যোগাতে 'ইলেক্ট্রোলাইট' যুক্ত পানীয় বেশ জনপ্রিয়। কারণ শারীরিক পরিশ্রম এবং ঘামের কারণে দেহ থেকে এই উপাদান বেরিয়ে যায়। আর শরীরকে কর্মক্ষম রাখতে হলে একটি নির্দিষ্ট মাত্রার 'ইলেক্ট্রোলাইট' থাকতেই হবে। হাঁটা, শ্বাস-প্রশ্বাস, হাসি এমনকি চিন্তা করার জন্যও 'ইলেক্ট্রোলাইট' প্রয়োজন। যেভাবে জলে মেশানো হয় জলে বিদ্যুতায়িত সোডিয়াম, পটাসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম ও ক্যালসিয়াম মিশিয়ে তৈরি হয় 'ইলেক্ট্রোলাইট ওয়াটার'। 'মিনারেল ওয়াটার' ও 'অ্যালকালাইন ওয়াটার' নামেও এটি পরিচিত। উপকারিতা শক্তি যোগায়: শরীরচর্চার সময় ঘামের সঙ্গে যে জলবেরিয়ে যায় তা পূরণ করতে বাড়তি তরল গ্রহণ করতে হয়। শরীরের স্বাভাবিক জলের মাত্রা থেকে এক বা দুই শতাংশ কমে গেলেই শক্তি কমতে থাকে। ঘামের সঙ্গে সোডিয়াম, পটাসিয়াম, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম এবং 'ইলেক্ট্রোলাইট'ও বেরিয়ে যায়। তাই শরীরচর্চার সময় 'ইলেক্ট্রোলাইট' মিশ্রিত জল পান করলে শরীর অবসাদগ্রস্ত হবে না। হৃদযন্ত্র, মস্তিষ্ক, পেশি ও শরীরের অন্যান্য কার্যক্রম সক্রিয় থাকবে। 'হিট স্ট্রোক'য়ের ঝুঁকি কমায়: গ্রীষ্মের প্রচণ্ড গরমে বাইরে চলাফেরার সময় রোদে ত্বক পুড়ে যাওয়া থেকে 'হিট স্ট্রোক' পর্যন্ত সব ঝুঁকিই থাকে। ত্বকের লোপকূপ আর ঘামের মাধ্যমে শরীর তাপমাত্রার ভারসাম্য বজায় রাখে। তবে অতিরিক্ত গরমের কাছে শরীরের এই জৈবিক প্রক্রিয়া হার মানতে পারে। আর তখনই নানান ঝুঁকির সৃষ্টি হয়। এ সময় প্রচুর জল পানের মাধ্যমে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়, সঙ্গে 'ইলেক্ট্রোলাইট' থাকলে আরও ভালো। তবে চা, কফি ইত্যাদি 'ক্যাফেইন' যুক্ত পানীয় এক্ষেত্রে সমস্যার ঝুঁকি বাড়ায়। রোগ নিরাময়ে সহায়ক: ডায়রিয়া, বমি ইত্যাদি সমস্যায় শরীর প্রচুর জল ও 'ইলেক্ট্রোলাইট' হারায়। তাই এসময় প্রচুর জল ও তরল খাবার গ্রহণের মাধ্যমে ক্ষয়পূরণ করার পরামর্শ দেন চিকিৎসকরা। অন্যান্য পানীয় ও তরল খাবারের পাশাপাশি এসময় 'ইলেক্ট্রোলাইট' সমৃদ্ধ জল পান করাও হবে বেশ উপকারী। তবে মনে রাখতে হবে শুধু 'ইলেক্ট্রোলাইট' মিশ্রিত জল কিংবা পানীয় এসময় যথেষ্ট নয়। স্নায়বিক কার্যক্রমে ভূমিকা: শরীরের আর্দ্রতা সামান্য কমলেই মস্তিষ্কের জ্ঞানীয় ক্ষমতা, মনযোগ, সতর্কতা ইত্যাদি দুর্বল হতে থাকে। সোডিয়াম স্নায়ুকোষে বৈদ্যুতিক শক্তি সৃষ্টি করে যা বিভিন্ন স্নায়ুর মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনের জন্য প্রথম ধাপ। পটাসিয়ামের কাজ হল স্নায়ুকোষকে 'নিউট্রালাইজ' করা বা আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনা যাতে সেখানে পুনরায় বৈদ্যুতিক শক্তি সৃষ্টি হতে পারে। ম্যাগনেসিয়ামের কাজ হল এই বৈদ্যুতিক শক্তির সঞ্চালন নিরবিচ্ছিন্ন রাখা। ঘরেই যেভাবে 'ইলেক্ট্রোলাইট' সমৃদ্ধ জল তৈরি করা যায় একটি বড় গ্লাসে এক চা-চামচের এক চতুর্থাংশ পরিমাণ লবণ, একই পরিমাণ লেবুর রস, দেড় কাপ নারিকেল জলপানি আর দুই কাপ সাধারণ জল একসঙ্গে মিশিয়ে নিলেই তৈরি হয়ে গেল 'ইলেক্ট্রোলাইট' সমৃদ্ধ পানীয়। স্বাদ বাড়াতে তাতে যোগ করতে পারেন মধু।

অবসাদ কীভাবে কাটাবেন ?

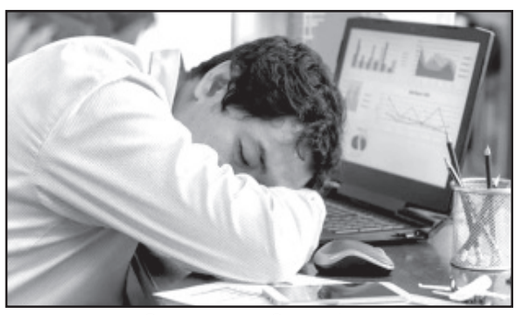

পাহাড়প্রমাণ মানসিক চাপের কারণে একসময় আপনি অবসাদে ভুগতে শুরু করছেন। কিন্তু সামান্য কটা জিনিস মেনে চললে, মানসিক অবসাদ কাটানো অনেক সহজ হয়ে উঠবে। চোখ বন্ধ করে বুকভরে শ্বাস নিন। মাথা থেকে সব চিন্তা হটানোর চেষ্টা করুন। দিনের শত ব্যস্ততার মাঝেও ৩০ মিনিট সময় বের করে নিন। ওই ৩০ মিনিট ধ্যান করুন।

শরীর সুস্থ থাকলেই মন ভালো থাকবে। তাই শরীর সুস্থ রাখুন। রোজ সকালে নিয়ম করে তাই যোগা বা জগিং করুন। ব্যায়ামও করতে পারেন। হাসি মন ভাল করে দেয়। প্রাণ খুলে হাসুন। পজিটিভ এনার্জি পাবেন। অবসর সময়ে বিশ্রাম করে কাটিয়ে দেওয়া নয়। নিজের পছন্দের কাজে নিজেকে ব্যস্ত রাখুন। সময় করে ছুটি নিয়ে মাঝে মাঝে দূরে ঘুরে আসুন। অপরিচিত জায়গা আপনাকে নতুন অক্সিজেন দেবে। একা বাড়ির মধ্যে বসে না থেকে বন্ধুদের সঙ্গে সময় কাটান। কোনও ভালো সালান বা স্পা পার্লালে গিয়ে বডি মেসেজ বা বডি স্পা করান। এতেও যদি কাজ না হয়, নিজেকে বারবার বলুন, 'আমার থেকেও অনেকে খারাপ আছে। আমার যা আছে, অনেকের সেটুকুও নেই।

ড্রাই আইয়ের সমস্যা থেকে মুক্তি পাবেন কী করে ?

ডায়াবেটিস, সিজোগ্রেন সিনড্রোম ও অ্যালার্জিক কনজাংটিভাইটিসের মতো পরিস্থিতিও চোখের শুস্কতার জন্য দায়ী। কিছু ওষুধ যেমন অ্যান্টিডিপ্রেসেন্ট, অ্যান্টিহিস্টামিন ইত্যাদি চোখের শুষ্কতা ঘটাতে পারে। আজকাল ড্রাই আই বা চোখের শুষ্কতার সমস্যা বাড়ছে। বিশেষ করে নব প্রজন্মের মধ্যে যাঁরা দীর্ঘক্ষণ কম্পিউটারের সামনে বসে কাজ করেন তাঁদের মধ্যে সেই প্রবণতা আরও বেশি। দীর্ঘ সময় ধরে টিভি দেখা, খুব কাছ থেকে মোবাইল দেখলে এই সমস্যা বাড়ে। এসি বা ফ্যানের হাওয়া সরাসরি বারবার চোখে লাগলে, ঘরে কম আর্দতা বায়ুদূষণের কারণেও ড্রাই আই হতে পারে। ডায়াবেটিস, সিজোগ্রেন সিনড্রোম ও অ্যালার্জিক কনজাংটিভাইটিসের মতো পরিস্থিতিও চোখের শুস্কতার জন্য দায়ী। কিছু ওষুধ যেমন অ্যান্টিডিপ্রেসেন্ট, অ্যান্টিহিস্টামিন ইত্যাদি চোখের শুষ্কতা ঘটাতে পারে। গর্ভাবস্থায় ও মেনোপজের পর মহিলাদের চোখ শুষ্ক হওয়ার আশঙ্কা থাকে। আমাদের চোখের প্রায় ৭৫ শতাংশ জল। এই জল শুকিয়ে যাওয়া অনেক রোগের লক্ষণ। বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে এ জলের উৎপাদন কিছুটা কমে আসে। ৫০ বছর বয়সের পর পুরুষ ও নারী উভয়ের মধ্যেই এই ধরনের প্রবণতা দেখা যায়। এই রকম কিছু ঘটলে প্রচুর জল পান করতে হবে। নিয়মিত চোখের ব্যায়াম প্রয়োজনীয়। খাদ্যতালিকায় ওমেগা—৩ ফ্যাটি অ্যাসিডযুক্ত খাবার রাখুন। একনাগাড়ে না কোনও দিকে না তাকিয়ে থেকে চোখের পাতা ফেলা ভালো। সাধারণত মিনিটে ১৫-৩০ বার চোখের পাতা পিটপিট করা উচিত। ২০ সেকেন্ডের বেশি চোখ খোলা রাখা উচিত নয়। ২০ মিনিট পরপর মনিটর থেকে কয়েক সেকেন্ডের জন্য চোখ সরাতে হবে। স্পেকটিক্যাল ব্যবহার করতে পারেন। রোদে বেরোলে ভালো মানের রোদচশমা পরার অভ্যাস করুন। হালকা গরম জলে পরিষ্কার কাপড়ের টুকরো ডুবিয়ে সেই কাপড় নিংড়ে নিয়ে চোখের ওপর পাঁচ মিনিট রাখুন। তারপর হালকা চাপে চোখের ওপরের ও নিচের পাতায় কাপড়টা মালিশ করলে চোখের ময়লা পরিষ্কার হয়ে যাবে। এতে চোখের আর্দতাও বাড়বে। পরিষ্কার তুলোয় নারকেল তেল দিয়ে চোখের ওপর ১৫ মিনিট রাখতে পারেন। দিনে বেশ কয়েকবার এটা করা যায়। পরিষ্কার টিস্যুতে অ্যালোভেরা জেল নিয়ে চোখের নিচের পাতায় আলতো হাতে মালিশ করুন। ১০ মিনিট পর হালকা গরম জল দিয়ে ধুয়ে নিতে পারেন।

পাঁচ খাবারে শিশুর মেধা বাড়ে

শিশুদের বয়সটা হচ্ছে শারীরিক বৃদ্ধি ও মানসিক বিকাশসাধনের সময় । এ সময় সুস্থভাবে বেড়ে শিশুদের শিশুর খাবার তালিকায় বিশেষ গুরুত্বারোপ করতে হয়। অনেক পিতামাতা শিশুদের নিয়মিত ফল ও শাকসব্জি খাওয়াতে ত্রুটি করেন না। কিন্তু এর পাশাপাশি এমন কিছু খাবার খাওয়ানোর প্রয়োজন যা তাদের মস্তিষ্কের বিকাশসাধন করবে তথা মেধা ও মনোযোগ বাড়াবে। এখানে শিশুর মেধা ও মনোযোগ বৃদ্ধি করতে পাঁচ খাবার দেওয়া হল--- যা ১২ মাস ও তদোর্ধ্ব বয়সের বাচ্চাকে খাওয়াতে পারবেন।

ডিম ঃ শিশুদের মস্তিষ্কের বিকাশসাধন হয় উল্লেখ্যযোগ হারে। এ সময় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনকারী একটি পুষ্টি হচ্ছে কোলাইন। মস্তিষ্কের গভীরে স্মৃতিকোষ তৈরি করতে কোলাইনের প্রয়োজন রয়েছে। ডিমের কুসুমে পর্যাপ্ত কোলাইন পাওয়া যায়। আট বছর পর্যন্ত প্রতিদিন যতটুকু কোলাইন লাগে তার প্রায় সমপরিমাণ পুষ্টি একটি ডিমের কুসুম সরবরাহ করতে পারে। ডিমে প্রচুর প্রোটিন, আয়রন, ভিটামিন এ এবং ফোলেটও রয়েছে- এদের প্রত্যেকটি কোষের বৃদ্ধি, বিকাশসাধন ও মেরামতের দরকার। তাই শিশু ডিমের প্রতি অ্যালার্জিক না হলে তাদের প্রতিদিন ডিম খেতে উৎসাহিত করুন।

তৈলাক্ত মাছ ঃ তৈলাক্ত মাছ অনেক উপকার করতে পারে। মস্তিষ্কের বিকাশসাধন ও স্বাস্থ্যের জন্য ওমেগা ৩ সমৃদ্ধ মাছ খাওয়া গুরুত্বপূর্ণ। কোষের বিকাশসাধনের জন্য অন্যতম হচ্ছে ওমেগা ফ্যাটি অ্যাসিড। এ পুষ্টি নিউরোট্রান্সমিটার ফাংশনে ভূমিকা রেখে আচরণগত সমস্যা নিয়ন্ত্রণ করতে সহায়তা করে। কিছু গবেষণায় নিম্নমাত্রায় ওমেগা-৩ এর সঙ্গে কম মেধার যোগসূত্র দেখা গেছে এবং অন্যদিকে ওমেগা ৩ সাপ্লিমেন্টেশনে মেমোরি ফাংশন বৃদ্ধি পেয়েছিল।

হোল গ্রেন ঃ শিশুদের সকালের নাস্তায় হোল গ্রেন (গোটা শস্য) রাখা উচিত। কার্বোহাইড্রেটে সমৃদ্ধ এই খাবার মস্তিষ্কের জ্বালানি হিসেবে গ্লুকোজ ও এনার্জির জোগান দেয়। এতে প্রচুর বি ভিটামিনও থাকে— যা নাভার্স সিস্টেমকে সুস্থ ও পুষ্ট রাখে। অনেক গবেষণায় পাওয়া গেছে, হোল গ্রেনের ব্রেকফাস্ট শর্ট-টার্ম মেমোরি ও মনোযোগ বৃদ্ধি করতে পারে। অন্যদিকে সকালের নাশতা হিসেবে পরিশোধিত কার্বোহাইড্রেট গ্রহণে এমন লক্ষণীয় পরিবর্তন দেখা যায়নি। হোলগ্রেনে উচ্চ পরিমাণে ফাইবারও রয়েছে— যা শরীরে গ্লুকোজ সাপ্লাই নিয়ন্ত্রণ করে।

শিম ঃ শিমের বিচির মতো প্রকৃতির খাবারে উচ্চ মাত্রায় প্রোটিন, ভিটামিন ও মিনারেল পাওয়া যায়। পিন্টো ও কিডনি বিনসে ওমেগা-৩ ফ্যাটি বেশি থাকে— যা মস্তিষ্কেরক বৃদ্ধি ও কার্যক্রমের জন্য দরকারি। শিশুদের শিম খাইয়ে স্কুলে পাঠালে ক্লাশরুমে মন বসবে। এছাড়া এসব খাবার তাদের দীর্ঘসময় সতেজ রাখবে। বিচি হচ্ছে প্রোটিন, আয়রন, ফলিক অ্যাসিড, পটাশিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম ও এসোশিয়ায় ফ্যাটি অ্যাসিডের চমৎকার উৎস। এসকল পুষ্টি গর্ভাবস্তায় প্রয়োজন রয়েছে। এসব খাবারে ফাইবারও রয়েছে, যা দুটি কমন প্রেগন্যান্সি ডিসকমফোর্ট -কোষ্টকাঠিন্য ও পাইলস প্রতিরোধ ও প্রতিকার করতে পারে।

দুধ ঃ দুধ, দই ও পনির এতটা পুষ্টি সমৃদ্ধ খাবার যে, শিশুর ডায়েট চোখ বন্ধ করে অন্তর্ভুক্ত করা যায়। দুধ জাতীয় খাবারে প্রোটিন, বি ভিটামিন ও অন্যান্য পুষ্টি মস্তিস্কের টিস্যু, নিউরোট্রান্সমিটার ও এইজাইনের গ্রোথের জন্য প্রয়োজনীয়। এসব কিছুর মস্তিষ্কের কার্যক্র গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। আরেকটি উপকারিতা হচ্ছে, এসব খাবার ক্যালসিয়াম সমৃদ্ধ বলে এগুলো খেলে দাঁত ও হাড় মজবুত হবে তথা সুস্থ থাকবে। শিশুদের বয়স অনুসারে বিভিন্ন মাত্রায় ক্যালসিয়াম প্রয়োজন হতে পারে। আপনার শিশুকে দুই থেকে তিন ধরনের ক্যালসিয়াম সমৃদ্ধ খাবার খাওয়াতে চেষ্টা করুন।

প্রতিদিন ৭ থেকে ৮ ঘন্টা ঘুম শরীরের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ

পুষ্টির অভাব, শরীরে জলশূন্যতা হওয়া, দুর্বল হজমশক্তি এবং মানসিক চাপের কারণে এটি ঘটতে পারে। কী ভাবে এই অলসতার হাত থেকে মুক্তি পাবেন? রইল তেমন ৪ খাবারের হদিস।

স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা বলেন, প্রতিদিন ৭ থেকে ৮ ঘন্টা ঘুম শরীরের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ঘুমের অভাব মানসিক চাপ, চুল পড়া এবং উচ্চ রক্তচাপের মতো সমস্যা তৈরি করতে পারে। কিন্তু পর্যাপ্ত ঘুমের পরেও অলস বোধ করেন কেউ কেউ। কিছুতেউই যেন বিছানা থেকে উঠতে আর ভালো লাগে না। এই রকম বলে আপনার দৈনন্দিন কাজকর্ম ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। পুষ্টিবিদরা বলেন, পর্যাপ্ত ঘুমের পরেও অলসতা, শক্তির অভাব বোধ করার অনেক কারণ থাকতে পারে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন কখনও কখনও পুষ্টির অভাব, শরীরতে জলশূন্যতা হওয়া, দুর্বল হজমশক্তি এবং মানসিক চাপের কারণে এটি ঘটতে পারে। কী ভাবে এই অলসতার হাত থেকে মুক্তি পাবেন? রইল তেমন ৪ খাবারের হদিস।

নারকেল জল — সারাদিন অলস বোধ করলে, নারকেল জল পান করতে পারেন। নারকেল জল শরীরে তাৎক্ষণিক শক্তি সরবরাহ করতে সাহায্য করে। শরীরকে হাইড্রেট করার পাশাপাশি এটি ইলেক্ট্রোলাইটের ঘাটতিও দূর করে। নারকেল জল ছাড়াও, আপনি দই দিয়ে তৈরি বাটারমিল্কও পান করতে পারেন। এতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে প্রোবায়োটিক।

আমলকির রস — আমলকিতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি। শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানোর পাশাপাশি এটি বিপাক ক্রিয়াও ঠিক রাখে। শক্তির অভাব বোধ করলে, প্রতিদিন আমলকির রস পান করতে পারেন। এর ফলে শরীর দ্রুত ক্লান্ত হয় না।

বাদাম এবং কিশমিশ — বাদাম এবং কিশমিশকে সবচেয়ে শক্তিশালী শুকনো ফল হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এগুলো ভিটামিন এবং খনিজ পদার্থে সমৃদ্ধ। রাতে ভিজিয়ে রেখে খেলে, সকালে খেলে উপস্থিত পুষ্টি উপাদান শরীর আরও ভালোভাবে শোষিত করতে পারে। এর ফলে শরীরে পুষ্টির কোনও ঘাটতি হয় না এবং শক্তির মাত্রাও বৃদ্ধি পায়।

দুধের সঙ্গে খেজুর — শক্তি বৃদ্ধির জন্য খেজুরের বেশ দুনাম রয়েছে। দুধের সঙ্গে খেলে অলসতা কাটে। দুধে থাকে ক্যালসিয়াম এবং প্রোটিন যা শরীরের সঙ্গে সঙ্গে হাড়কে শক্তিশালী করে তোলে। রাতে ঘুমানোর এক ঘন্টা আগে দুধের সঙ্গে খেজুর খাওয়া উচিত। এতে ঘুমা ভালো হয়।

বুধবার আগরতলায় আয়োজিত রক্তদান শিবির পরিদর্শন করেন মেয়র, মন্ত্রী সুশান্ত ও মুখ্যমন্ত্রী।

বুধবার আগরতলায় কর্পোরেটরদের উদ্যোগে সমস্যা জনিত এলাকা পরিদর্শন করা হয়।

মেঘালয় শিক্ষক নিয়োগ কেলেঙ্কারি: আমপারিন লিংডো-সহ একাধিক অভিযুক্তের বিরুদ্ধে শুনানি জারি রেখেছে হাইকোর্ট

শিলং, ২১ মে: ২০০৮-০৯ শিক্ষাবর্ষে নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক নিয়োগে অনিয়ম সংক্রান্ত বহুচর্চিত মামলায় মেঘালয় হাইকোর্ট আজও শুনানি চালিয়ে গেছে। মামলায় অভিযুক্তদের মধ্যে রয়েছেন মেঘালয়ের বর্তমান মন্ত্রিসভায় দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী আমপারিন লিংডো এবং তৎকালীন শিক্ষা দপ্তরের একাধিক উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা।

এই মামলায় প্রধান বিচারপতি আইপি মুখার্জি অভিযুক্তদের আইনজীবীদের অতিরিক্ত সময় প্রদান করেছেন, যাতে তারা তাদের মক্কেলদের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগসংক্রান্ত নথিপত্র আদালতে পেশ করতে পারেন। মামলাটি কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থা (ঙ্খক্কজ্জ) তদন্ত করছে।

আদালতের নথি অনুযায়ী, অভিযোগ হলনিয়োগ প্রক্রিয়াকে ভঙ্গ করে, ফলাফলপত্রে হেরফের, জালিয়াতি ও নকল নথিপত্রের মাধ্যমে নির্দিষ্ট প্রার্থীদের অবৈধ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।

প্রধান অভিযুক্ত আমপারিন লিংডোকে প্রতিনিধিত্ব করছেন বিশিষ্ট আইনজীবী সালমান খুরশিদ, যিনি ইতিমধ্যেই তাঁর যুক্তি শেষ করেছেন। দ্বিতীয় অভিযুক্ত জেফ্রি ডি. সাংমা, যিনি অভিযোগের সময়কালে স্কুল শিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা ছিলেন, তাঁকে প্রতিনিধিত্ব করছেন সিনিয়র অ্যাডভোকেট পল। তিনি আজকের শুনানিতে যুক্তি উপস্থাপন শুরু করেন।

আদালতের আদেশে বলা হয়েছে, 'আজ, অভিযুক্তের আইনজীবী তাঁর মক্কেলের বিরুদ্ধে চার্জশিটে উল্লিখিত অসংখ্য অভিযোগের মধ্যে নির্দিষ্ট কয়েকটি অভিযোগের সংকলন আদালতে জমা দেওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করেন।' আদালত এই আবেদন মঞ্জুর করেছে এবং নির্দেশ দিয়েছে, "এই সংকলন আগামী ৪ জুন, ২০২৫-এর মধ্যে জমা দিতে হবে।"মামলার অন্তর্গত মোট পাঁচটি পৃথক ক্রিমিনাল পিটিশনের শুনানি চলছে, যার মধ্যে একটি দায়ের করেছে সিবিআইক্রিমিনাল কোর্টের আদেশের বিরুদ্ধে। বাকি চারটি পিটিশন অভিযুক্তদের পক্ষ থেকে দায়ের করা হয়েছে, যা ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৮২ ধারা (বর্তমানে "ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা" বা ঙ্কঙ্গুছছ নামে পরিচিত) অনুযায়ী মামলার বাতিল চেয়ে করা হয়েছে। মামলার পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য হয়েছে আগামী ১৩ জুন, ২০২৫। প্রধান বিচারপতি আইপি মুখার্জি আদেশে উল্লেখ করেছেন, "বর্তমান সমস্ত অন্তর্বর্তী আদেশ মামলার নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত অথবা পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত বহাল থাকবে।"

ভারত-পাকিস্তান উত্তেজনা : বেলুচিস্তানের স্কুলবাসে হামলার অভিযোগে ভারতের তীব্র প্রতিবাদ

নয়াদিল্লি/ইসলামাবাদ, ২১ মে : বেলুচিস্তানের খুজদার শহরে একটি স্কুলবাসে সন্দেহভাজন আত্মঘাতী হামলার ঘটনায় ভারতকে দোষারোপ করল পাকিস্তান। তবে ভারত এই অভিযোগকে "ভিত্তিহীন ও বিভ্রান্তিকর" বলে প্রত্যাখ্যান করেছে।

গত বুধবার সকালে খুজদারে একটি আর্মি-চালিত স্কুলের পথে থাকা স্কুলবাসে বিস্ফোরণ ঘটে। বাসটিতে প্রায় ৪০ জন শিক্ষার্থী ছিল, যার মধ্যে ৪ জন শিশু নিহত এবং বেশ কয়েকজন আহত হয়। পাকিস্তানের সেনাবাহিনী ও প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরিফ এই হামলার তীব্র নিন্দা জানান এবং একে "ভারতীয় সন্ত্রাসী প্রোক্সিদের পরিকল্পিত হামলা" বলে দাবি করেন।

যদিও এ বিষয়ে কোনো নির্দিষ্ট প্রমাণ উপস্থাপন করা হয়নি।

পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর মিডিয়া শাখা জানায়, "এই কাপুরুষোচিত ভারত-প্রভাবিত হামলার পরিকল্পনাকারী, সহায়তাকারী ও বাস্তবায়নকারীদের খুঁজে বের করে শাস্তির আওতায় আনা হবে।"

ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র রন্ধীর জয়সওয়াল এক বিবৃতিতে বলেন,

"খুজদারে হামলার ঘটনায় ভারতের জড়িত থাকার যে অভিযোগ পাকিস্তান করেছে তা সম্পূর্ণ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। পাকিস্তান তার নিজস্ব ব্যর্থতা ও বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাসের কেন্দ্র হিসেবে নিজেদের পরিচয় আড়াল করতেই এ ধরনের অভিযোগ করে থাকে। এই ধরনের প্রচেষ্টা বিশ্ববাসীর চোখে ধুলো দিতে পারবে না। ভারত সব ধরনের প্রাণহানির ঘটনার নিন্দা জানায় এবং নিহতদের পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা প্রকাশ করে।"

ভারতীয় পক্ষের দাবি, পাকিস্তান নিজের অভ্যন্তরীণ সমস্যাগুলি থেকে দৃষ্টি সরাতে এবং আন্তর্জাতিক মহলের মনোযোগ ঘোরাতে নিয়মিতভাবে ভারতের বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন অভিযোগ তোলে।

ফ্রেঞ্চ ওপেন ২০২৫: ইগা শিয়োনতেকের "ক্লে রাজত্ব" কি এবার শেষ ? এক ঝলকে সম্ভাব্য চ্যাম্পিয়নদের তালিকা

প্যারিস, ২১ মে: এই সপ্তাহান্তে শুরু হতে চলেছে ফ্রেঞ্চ ওপেন নারী এককের মূল পর্ব, তবে সাম্প্রতিক বছরগুলোর মতো এবার আর কোনো একক ফেভারিট নেই। একদিকে টানা তিনবার চ্যাম্পিয়ন হওয়া ইগা শিয়োনতেক ছন্দে নেই, অন্যদিকে র‍্যাঙ্কিং তালিকায় শীর্ষে থাকা আরিনা সাবালেঙ্কা, তরুণ বিস্ময় মির্রা আন্দ্রেভা, এবং নতুন চমক জেসমিন পোলিনিসহ আরও অনেকেই শক্ত অবস্থানে রয়েছেন।

গত পাঁচ বছরে চারবার ফ্রেঞ্চ ওপেন জিতে ইগা শিয়োনতেক প্যারিসে 'অপরাজেয় রানী' হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু গত ১২ মাসে তিনি একটি ট্যুর ফাইনালেও পৌঁছাতে পারেননি। মায়ামি ও মাদ্রিদ ওপেন-এও তেমন কোনও উল্লেখযোগ্য পারফরম্যান্স দেখাতে পারেননি।

তবে ফরাসি ক্লে কোর্টে তাঁর অতীত রেকর্ড উপেক্ষা করা যাচ্ছে না। কোয়ার্টার ফাইনালে যদি শিয়োনতেকের মুখোমুখি হন সাবালেঙ্কা, তাহলে সেটি হবে হাই-ভোল্টেজ ম্যাচ।

বিশ্বের বর্তমান নম্বর ১ আরিনা সাবালেঙ্কা অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের ফাইনালে মাদিসন কিজের কাছে হেরে কিছুটা ছন্দ হারালেও, পরে মায়ামি ও মাদ্রিদে চ্যাম্পিয়ন হয়ে ফের জ্বলে উঠেছেন।

তিনি বলেন, "অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের হার আমাকে ক্ষিপ্ত করে তোলে, কিন্তু সেটা ইতিবাচক ক্ষিপ্ততা, যা আমাকে আরও বেশি পরিশ্রমী করে তোলে।"

তবে রোমে কোয়ার্টার ফাইনালে চীনের ঝেং কিনওয়েন-এর কাছে পরাজয় তাঁর দুর্বলতার দিকও স্পষ্ট করে।

২১ বছর বয়সী কোকো গফ চলতি বছর মাদ্রিদ ও রোম ওপেনের ফাইনালে উঠেছেন, এবং এখন র‍্যাঙ্কিংয়ে বিশ্বে দ্বিতীয়। যদিও ফ্রেঞ্চ ওপেনে এখনো শিরোপা অধরা। গফ বলেন, "আশা করি এবার ফাইনালে যেতে পারব, আর হয়তো 'থার্ড টাইম লাকি' সত্যি হবে।"

মির্রা আন্দ্রেভা (১৮): বছরের শুরুতে দুবাই এবং ইন্ডিয়ান ওয়েলস-এ চ্যাম্পিয়ন হয়ে ইতিহাস গড়েছেন। গত বছর ফ্রেঞ্চ ওপেনে সেমিফাইনালে পৌঁছেছিলেন। এবার অনেকেই মনে করছেন, তিনি হতে পারেন মারিয়া শারাপোভার ২০০৪ সালের পর সবচেয়ে কম বয়সী গ্র্যান্ড স্লাম জয়ী।

ডায়ানা শ্নাইডার (২১): র‍্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষ ১০-এর দোরগোড়ায়, এবং যেকোনো বড় নামকে হারানোর ক্ষমতা রাখেন।

আলেক্সান্দ্রা এয়ালা (১৯): ফিলিপিনো তারকা যিনি এ বছর মিয়ামি ওপেন সেমিফাইনালে উঠেছেন এবং স্বিয়োনতেক ও মাদিসন কিজকে হারিয়েছেন। তিনিই প্রথম ফিলিপিনো, যিনি ডব্লিউটিএ র‍্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষ ১০০-তে প্রবেশ করেছেন।

জেসমিন পোলিনি: রোমে নিজের কেরিয়ারের সবচেয়ে বড় শিরোপা জিতে আত্মবিশ্বাসে টইটম্বুর। ফ্রেঞ্চ ওপেনের চতুর্থ বাছাই হিসেবে এসেছেন।

জেসিকা পেগুলা: র‍্যাঙ্কিংয়ে তৃতীয় হলেও ফ্রেঞ্চ ওপেনের তৃতীয় রাউন্ড পেরোনো তাঁর কাছে এখনো বড় চ্যালেঞ্জ।

ঝেং কিনওয়েন (২২): অলিম্পিকে স্বর্ণজয়ী এই চীনা তারকা রোমে সাবালেঙ্কাকে হারিয়ে জানান দিয়েছেন, তিনিও প্রতিযোগিতায় আছেন।

ফ্রেঞ্চ ওপেনে যদি শিয়োনতেক তাঁর হারানো ফর্ম ফিরে না পান, তবে ২০২১ সালের বারবোরা ক্রেইচিকোভার পর এবার আবার নতুন কারো হাতে উঠতে পারে এই ঐতিহ্যবাহী ট্রফি।

অমৃত ভারত স্টেশন যোজনা: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ১০৩টি রেলস্টেশনের পুনর্নির্মাণ কাজের উদ্বোধন করবেন

নয়াদিল্লি, ২১ মে: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বৃহস্পতিবার 'অমৃত ভারত স্টেশন যোজনা'-র আওতায় ১৮টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের ১০৩টি রেলস্টেশনের পুনর্নির্মাণ কাজের উদ্বোধন করবেন। এই তালিকায় কেন্দ্রশাসিত পুদুচেরির অন্তর্গত মাহে রেলস্টেশনও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

উন্নয়ন প্রকল্পের অংশ হিসেবে মাহে স্টেশনে যাত্রীসেবার পরিকাঠামো উন্নয়ন করা হয়েছে। এখানে নতুন ওয়েটিং রুম তৈরি করা হয়েছে এবং প্ল্যাটফর্ম ও শৌচাগার ব্লকগুলিকে আরও উন্নত ও আধুনিক করে তোলা হচ্ছে। যাত্রীদের যাতায়াত আরও স্বাচ্ছন্দ্যময় করতে স্টেশনে বাড়তি সুবিধা যুক্ত করা হয়েছে।

গাড়ি পার্কিংয়ের জন্য পর্যাপ্ত জায়গা রাখা হয়েছে যাতে যাত্রী ও দর্শনার্থীদের কোনও অসুবিধা না হয়। 'অমৃত ভারত স্টেশন যোজনা'-র লক্ষ্য হল রেলস্টেশনগুলিকে আধুনিক ও বিশ্বমানের করে তোলা, যাতে যাত্রীদের অভিজ্ঞতা আরও উন্নত হয়।

রোহিত শর্মার ধোনি-স্টাইল টেস্ট বিদায় চেয়েছিলেন, কিন্তু বিসিসিআই রাজি হয়নি: রিপোর্ট

নয়াদিল্লি, ২১ মে: টেস্ট ক্রিকেট থেকে আচমকা অবসরের সিদ্ধান্তে সকলকে চমকে দেওয়া রোহিত শর্মা আসলে মহেন্দ্র সিং ধোনির মতো একটি মধ্যবর্তী সিরিজে বিদায় নিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড সেই অনুরোধ খারিজ করে দেয়। স্কাই স্পোর্টস-এর একটি প্রতিবেদনে এমনটাই দাবি করা হয়েছে।

রিপোর্ট অনুযায়ী, রোহিত ইংল্যান্ড সফরে গিয়ে পাঁচ ম্যাচের টেস্ট সিরিজের মাঝপথে অবসরের পরিকল্পনা করেছিলেন, ঠিক যেমন ধোনি ২০১৪ সালের অস্ট্রেলিয়া সফরে করেছিলেন। কিন্তু বিসিসিআই সেলেক্টররা সিরিজ চলাকালীন নেতৃত্বে ধারাবাহিকতা চেয়েছিলেন এবং রোহিতকে সফরে যাওয়ার সুযোগ দিলেও, অধিনায়ক হিসেবে নয়। সেই প্রস্তাবে সম্মত না হয়ে রোহিত অবসরের সিদ্ধান্ত নেন।

রোহিতের অবসরের কিছু দিনের মধ্যেই বিরাট কোহলিও টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসর ঘোষণা করেন। দুই ক্রিকেট কিংবদন্তির হঠাৎ বিদায় বিসিসিআই -র জন্য বড় চ্যালেঞ্জ তৈরি করেছে, কারণ দলের অভিজ্ঞ নেতৃত্ব এক ধাক্কায় হারিয়ে গেছে।

রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে, বিসিসিআই নির্বাচকমণ্ডলী ইতিমধ্যেই শুভমান গিল ও ঋষভ পন্তের সঙ্গে 'অনানুষ্ঠানিক আলোচনা' করেছে পরবর্তী টেস্ট অধিনায়ক নির্বাচনের বিষয়ে।

আগামী ২৩ মে ইংল্যান্ড সফরের জন্য ভারতীয় দল ঘোষণা করা হবে বলে জানা গেছে। যদিও গিল ও বুমরাহকে সম্ভাব্য অধিনায়ক হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে, এখনও কিছুই আনুষ্ঠানিকভাবে নিশ্চিত হয়নি।একজন নির্বাচক গিলের অধিনায়ক হওয়া নিয়ে কিছুটা দ্বিধা প্রকাশ করেছেন, কারণ গিলের জায়গা এখনো টেস্ট দলে স্থায়ী নয় বলে মনে করা হচ্ছে। তার জন্য আপাতত সহ-অধিনায়ক পদটাই বেশি উপযুক্ত বলে মত দিয়েছেন তিনি।

প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক সুনীল গাভাসকার মনে করেন, আইপিএলের চাপই তরুণদের জন্য সবচেয়ে কার্যকর 'ক্যাপ্টেন্সি ট্রেনিং গ্রাউন্ড'। গুজরাট টাইটান্সের অধিনায়ক হিসেবে গিল যে নেতৃত্ব দিয়েছেন, তা জাতীয় দলের দায়িত্ব নিতে তাকে প্রস্তুত করেছে।

তিনি বলেন, "ধোনি, রোহিত ও বিরাটের মতো সুপার ক্যাপ্টেনদের স্তরে পৌঁছতে গিল, পন্ত বা শ্রেয়াসের মতোদের দুই বছর সময় লাগবে। তবে ইতিমধ্যে তারা ভালো নেতৃত্ব দেখাচ্ছে।"

বর্তমানে পন্ত লখনউ সুপারজায়ান্টসের, শ্রেয়াস আইয়ার পাঞ্জাব কিংসের অধিনায়ক হিসেবে আইপিএল-এ নেতৃত্ব দিচ্ছেন।

গাভাসকার আরও বলেন, "গিল বেশি ইনভলভড থাকে মাঠে, সিদ্ধান্তের সময় তৎক্ষণাৎ অ্যাকশন নেয়। পন্ত উইকেটের পেছন থেকে দারুণভাবে দলকে চালিত করে, আর আইয়ারও ইতিবাচক ক্যাপ্টেন।'

ইউক্রেন-রাশিয়া শান্তি আলোচনা আয়োজনে প্রস্তুত ভ্যাটিকান: ইতালির প্রধানমন্ত্রী মেলোনি

রোম, ২১ মে: ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনি জানিয়েছেন, পোপ লিও চতুর্দশ তাকে নিশ্চিত করেছেন যে, ভ্যাটিকান ইউক্রেন ও রাশিয়ার মধ্যে শান্তি আলোচনা আয়োজন করতে প্রস্তুত। মঙ্গলবার পোপের সঙ্গে এক আলোচনায় এই বিষয়টি চূড়ান্ত হয়েছে বলে জানায় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়।

মেলোনি এই সিদ্ধান্ত নেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের মধ্যে সোমবারের ফোনালাপের পর। ট্রাম্প এরপর ইউরোপীয় নেতাদের সঙ্গে কথা বলেন, যার মধ্যে মেলোনিও ছিলেন। সেই আলোচনায় পোপের অবস্থান সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার অনুরোধ করা হয় মেলোনিকে।

ইতালির প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের এক বিবৃতিতে বলা হয়, মেলোনি মঙ্গলবার পোপ লিও চতুর্দশের সঙ্গে কথা বলেন এবং তিনি "ভ্যাটিকানে আসন্ন আলোচনা আয়োজনে পবিত্র পিতার প্রস্তুতির" কথা তুলে ধরেন।

মেলোনি বলেন, "শান্তির জন্য পোপের নিরলস অঙ্গীকারের জন্য আমি কৃতজ্ঞ।"

তিনি আরও জানান, মঙ্গলবার তিনি ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি এবং আরও কয়েকজন বৈশ্বিক নেতার সঙ্গে শান্তি আলোচনার প্রেক্ষিতে ঘনিষ্ঠ সমন্বয় বজায় রাখতে আলোচনা করেছেন।

২০২২ সালে ইউক্রেনে রাশিয়ার পূর্ণমাত্রার আগ্রাসনের পর থেকে এখন পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য কোনো শান্তি উদ্যোগ সফল হয়নি। রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিন এখনও কিয়েভের যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে চলেছেন।

গত সপ্তাহে পোপ লিও চতুর্দশ পূর্ব খ্রিস্টান চার্চগুলোর প্রতিনিধিদের সঙ্গে এক বৈঠকে ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধের মধ্যস্থতায় ভ্যাটিকানের আগ্রহ প্রকাশ করেন।

বিশ্লেষকদের মতে, ভ্যাটিকানের এই উদ্যোগ যদি বাস্তবায়িত হয়, তবে তা হতে পারে যুদ্ধ বন্ধের পথে একটি উল্লেখযোগ্য কূটনৈতিক পদক্ষেপ।

নকশালবাদের বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক সাফল্য, ২০২৬-এর আগে সম্পূর্ণ নির্মূলের লক্ষ্যে মোদী সরকারঅমিত শাহ

নয়া দিল্লি/নারায়ণপুর, ২১ মে: কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ আজ এক ঐতিহাসিক জয়ের কথা ঘোষণা করলেন, যেখানে ছত্তীসগঢ়ের নারায়ণপুর জেলায় মাওবাদীদের বিরুদ্ধে পরিচালিত অভিযানে নিরাপত্তা বাহিনী ২৭ জন কুখ্যাত নকশালকে হত্যা করেছে। নিহতদের মধ্যে সিপিআই-মাওবাদীর মহাসচিব ও শীর্ষ নেতা নম্বালা কেশবরাও ওরফে বস্বরাজু অন্যতম।

অমিত শাহ বলেন, "নকশালবাদের বিরুদ্ধে ভারতের তিন দশকের লড়াইয়ে এই প্রথমবার কোনও মহাসচিব স্তরের শীর্ষ মাওবাদী নেতাকে নিরাপত্তা বাহিনী নির্মূল করলো। বস্বরাজু এই আন্দোলনের মেরুদণ্ড ছিল।" তিনি এই সাফল্যের জন্য নিরাপত্তা বাহিনী ও গোয়েন্দা সংস্থাগুলিকে ধন্যবাদ ও প্রশংসা জানান।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানান, 'অপারেশন ব্ল্যাক ফরেস্ট'-এর সফল সমাপ্তির পরে ছত্তীসগঢ়, তেলেঙ্গানা ও মহারাষ্ট্র রাজ্যে মোট ৫৪ জন নকশাল গ্রেফতার হয়েছে এবং ৮৪ জন আত্মসমর্পণ করেছে।

তিনি বলেন, "মোদী সরকার ২০২৬ সালের মার্চ মাসের আগেই দেশে থেকে নকশালবাদের সম্পূর্ণ অবসান ঘটাতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আজকের সাফল্য সেই লক্ষ্যে এক বড় পদক্ষেপ।"

WALK IN INTERVIEW

A WALK IN INTERVIEW will be held for filling up vacant post of Anganwadi Worker's & Anganwadi Helper's in various Anganwadi Centre as per list specified bellow on "No Work- No Honorarium" basis under the office of the Child Development Project Officer Matabari ICDS Project Udaipur, Gomati Dist. The interested candidates who fulfill the eligibility criteria may apply along with filled up bio-data in prescribed format (available in the office of the undersigned) and alongwith all necessary document to the office of the CDPO Matabari ICDS Project as per schedule mentioned below:-

List of Vacant AWCs:-

Sl. NO.	Name of Project	Name of Block	Name of GP/VDC Village	Name of AWC	Vacant post of AWW	Vacant post of AWH
1	2	3	4	5	6	7
1	Matabari	Matabari	Fulkumari	Fulkumari Bebile	0	1
2	Matabari	Matabari	Fulkumari	Fulkumari I.C Colony	0	1
3	Matabari	Matabari	Gamaria	Gangfire	1	0
4	Matabari	Matabari	Gamaria	East Naobari	0	1
5	Matabari	Matabari	Purba Chandrapur R.F.	Purba Jolaibari	1	1
6	Matabari	Matabari	Uttar Chandrapur	Pagal Tilla	0	1
7	Matabari	Matabari	Paschim Khilpara	Naoua Dighir Par	0	1
8	Matabari	Matabari	Purba Mogpukuria	Dataram Muslim Para	0	1
9	Matabari	Tepania	Barabiya	Barabiya Dighir Para	0	1
10	Matabari	Tepania	Paschim Khupilong	West Kupilong W.Para	1	0

Eligibility Criteria :-

1. Education Qualification:- For Anganwadi Worker minimum Qualification shall be Madhyamik Passed and for
Anganwadi Helper minimum Qualification shall be Class-Vill Passed.
2. Age limit 18-45 years as on 31st May 2025 and upper age relaxation upto 5 years is applicable for SC/ST/Divyangan (Differently able) candidates.
4.
The applicant must be the normal resident of the village/habitation/ward where the Anganwadi Centre is located and belong to the feeder village of the Anganwadi Centre area. If no application is received from the feeder village area then application may be invited from the desirous candidates residing within the concern GP/Village council/ward where the Anganwadi Centre is located.
Marital Status:- Candidate must be Married or Widow(Same or both post) in case of widow the death certificate of husband should be attached with the filled application.
5. Procedure of selection:- WALK IN INTERVIEW.
Honorarium:- Rs.8000/-(Rupees. Eight thousand) only for Anganwadi Worker per month and Anganwadi Helper Rs. 5000/-(Rupees. Five thousand) only along with ADA as declared time to time by the state Govt.
7. Application will be received from 23-05-2025 to 05-06-2025 except holidays from 11.00am to 4.00pm.
Cont. Page.2
8. The applicant have to submit the testimonials/certificate of the following with self attested along with prescribed form:-
i) Age proof certificate(DOB certificate/Madhyamik admit card).
ii) Certificate of educational qualification (Madhyamik Marksheet for AWW and VIII passed certificate for AWH which is counter signed by the Inspector of School/Headmaster). PRTC/iii) Citizenship certificate.
iv) Proof of marriage.
v) Proof of ordinary residence (ROR)/Ration card.
vi) Two copies of recent passport size colour photograph of the candidate.
9. Incomplete application or application without required document shal be immediately rejected.
10. Last date of submission of application is 05-06-2025 up to 4.00pm.
11. Date of interview, Vanue & time :- i) AWW & AWH for Matabari Block & Tepania Block on 11-06-2025.
ii) Venue:- office of the CDPO Matabari ICDS Project, Time at 10.30am.
12. No TA/DA is admissible for appearing the interview.
N.B.:- If any unavoidable circumstances the interview process may be postponed/ cancelled without showing any reason. The authority reserves the right to make any changes in the advertisement if required for further details please visit the office of the CDPO Matabari ICDS Project on all working days.
ICAL D253/25

Child Development Project Officer Matabari ICDS Project
Udgipur, Gomdti Dist.

SHORT NOTICE INVITING e-TENDER NO. 03 /EE(AGRI)/S/2025-26.

SL. NO.	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING OF BID TECHNICAL BID
1	04/EE/AGRI/(SOUTH)/2025-26	Rs.2,47,315.00	Rs. 4946.00	25 days	Up to 04.00. P.M. on 27/05/2025	At 11.00 AM on 28/05/2025
2	05/EE/AGRI/(SOUTH)/2025-26					
3	06/EE/AGRI/(SOUTH)/2025-26					
4	07/EE/AGRI/(SOUTH)/2025-26					
5	08/EE/AGRI/(SOUTH)/2025-26					
6	09/EE/AGRI/(SOUTH)/2025-26					
7	10/EE/AGRI/(SOUTH)/2025-26	Rs.2,44,641.00	Rs.4,893.00			

ICA/C-651/25

(Er. D. Jamatia)
Executive Engineer (South)
Department of Agriculture &
Farmers Welfare
South, Udaipur.

আগাম বর্ষার কারণে পঞ্চায়েত উপনির্বাচনের বিজ্ঞপ্তি বাতিল করল রাজ্য নির্বাচন কমিশন

ভুবনেশ্বর, ২১ মে: এক অপ্রত্যাশিত পদক্ষেপে, ওড়িশা রাজ্য নির্বাচন কমিশন পঞ্চায়েত স্তরের একাধিক শূন্য পদে উপনির্বাচনের বিজ্ঞপ্তি বাতিল করেছে। এই সিদ্ধান্ত বিজ্ঞপ্তি জারির একদিন পরই নেওয়া হয়েছে। কমিশনের তরফে জানানো হয়েছে যে, রাজ্যে আগাম বর্ষা শুরু হওয়ার সম্ভাবনার কারণে নির্বাচন প্রক্রিয়া ব্যাহত হতে পারে এবং ভোটারদের ভোগান্তির সম্মুখীন হতে হতে পারে। সেই কারণেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

গত ২০শে জুন উপনির্বাচনের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছিল। এই উপনির্বাচনে মোট ১০৪৩টি ওয়ার্ড সদস্য পদ, ৪৩টি সরপঞ্চ পদ, ৪০টি পঞ্চায়েত সমিতি সদস্য পদ, এবং ৫টি জেলা পরিষদ সদস্য পদের নির্বাচন হওয়ার কথা ছিল। নির্বাচন ২২শে মে ২০২৫ থেকে শুরু হয়ে ২৫শে জুন ২০২৫ পর্যন্ত চলার কথা ছিল।

তবে, জেলা প্রশাসন, সাধারণ মানুষ এবং প্রার্থী হতে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের কাছ থেকে প্রতিক্রিয়া পাওয়ার পরে, নির্বাচন কমিশন ভুবনেশ্বরের আঞ্চলিক ভারতীয় আবহাওয়া দফতর থেকে রিপোর্ট চায়। আবহাওয়া দফতর-র পূর্বাভাস অনুযায়ী রাজ্যে আগেভাগেই বর্ষা ঢুকে পড়বে বলে আশঙ্কা করা হয়েছে।

ওড়িশায় বৃষ্টির পূর্বাভাস, বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়ের আশঙ্কা; আইএমডির হলুদ সতর্কতা জারি

ভুবনেশ্বর: আগামী কয়েকদিন ওড়িশার বিভিন্ন জেলায় বৃষ্টি, বজ্রপাত এবং দমকা হাওয়ার সম্ভাবনা থাকায় ভারতীয় আবহাওয়া দফতর হলুদ সতর্কতা জারি করেছে। এই সতর্কতা ২২ মে থেকে ২৬ মে পর্যন্ত কার্যকর থাকবে।

আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, দুপুর এবং সন্ধ্যা বেলায় ঝড়-বৃষ্টির প্রকোপ বেশি হতে পারে। দমকা হাওয়ার গতিবেগ ঘণ্টায় ৩০ থেকে ৫০ কিমি পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে।

২২ মে (বৃহস্পতিবার) ঝাড়সুগুড়া, কেন্দুজড়, সুন্দরগড়, বারগড়, গজপতি, রায়গড়া, কোরাপুট, মালকানগিরি ও নবরংপুর জেলায় ৪০-৫০ কিমি/ঘন্টা বেগে ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে।

২৩ মে (শুক্রবার) দক্ষিণ ওড়িশার গঞ্জাম, গজপতি, রায়গড়া, কোরাপুট, কালাহাণ্ডি এবং কন্ধমাল জেলায় ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকছে। এছাড়া, কেন্দুজড় ও সুন্দরগড় জেলাও ঝুঁকিপূর্ণ তালিকায় রয়েছে।

২৪ ও ২৫ মে (শনিবার ও রবিবার) বালেশ্বর, ভদ্রক, জজপুর, ঢেনকানাল, কেন্দ্রাপাড়া, জগৎসিংহপুর, কটক, নুয়াপাড়া ও অনুগুল জেলার ওপর দিয়ে ঝোড়ো হাওয়া ও বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি বয়ে যেতে পারে।

২৬ ও ২৭ মে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি অথবা বজ্রসহ বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে এবং এই ধরনের আবহাওয়া ৩১ মে পর্যন্ত চলতে পারে।

এছাড়া, উপকূলবর্তী জেলাগুলিতে যেমন বালেশ্বর, ভদ্রক, জজপুর, কটক, খুর্দা, পুরী, নয়াগড়, গঞ্জাম ও গজপতি, সেখানে উষ্ণ ও আর্দ্র আবহাওয়ার কারণে অস্বস্তি হতে পারে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

মৎস্য মন্ত্রকের সচিব এবং যুগ্ম সচিবের মৎস্য হ্যাচারী পরিদর্শন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ মে: সম্প্রতি ভারত সরকারের মৎস্য মন্ত্রকের সচিব ড. অভিলাক্ষ লিখি ও ভারত সরকারের মৎস্য মন্ত্রকের যুগ্ম সচিব সাগর মেহরা নলছড় ব্লক এলাকার মাধবী ভৌমিক দাসের প্রতিষ্ঠিত "বসুন্ধরা মৎস্য হ্যাচারী" পরিদর্শন করেন। তাদের সঙ্গে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সরকারের মৎস্য দপ্তরের পদস্থ আধিকারিকগণ। আধিকারিক দলটি পরিদর্শনকালে মৎস্য হ্যাচারীর মালিকের সাথে মতবিনিময় করেন।

পিএমএমএসওয়াই প্রকল্পের আওতায় ২৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করে স্থাপিত এটি একটি ফিনফিস হ্যাচারী ইউনিট। এখানে রুই, কাতলা, মৃগেল, বাটা, পুটিয়াস, গ্রাসকার্প, সিলভার কার্প এবং বিগহেড কার্প সহ বিভিন্ন প্রজাতির উন্নতমানের মাছের পোনা কৃত্রিম উপায়ে উৎপাদিত হচ্ছে।

প্রাকৃতিক দুর্যোগকে উপেক্ষা করে রক্তদান শিবির কৈলাসহর যুব ও ক্রীড়া দপ্তরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ২১ মে: ঊনকোটি জেলা যুব ও ক্রীড়া দপ্তরের উদ্যোগে একুশ মে বুধবার দুপুরে স্বেচ্ছায় এক রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়েছে। কৈলাসহরের গোবিন্দপুর এলাকায় অবস্থিত দপ্তরের অফিসগৃহে প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে রক্তদান শিবিরের উদ্ধোধন করেন দপ্তরের মন্ত্রী টিংকু রায়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মন্ত্রী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কৈলাসহর পুর পরিসদের চেয়াপারসন চপলা রানী দেবরায়, ঊনকোটি জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক অর্ঘ সাহা, কৈলাসহরের মহকুমাশাসক প্রদীপ সরকার, ঊনকোটি জেলার মূখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক শরদিন্দু চাকমা সহ আরও অন্যান্য আধিকারিকরা।

স্বাগত বক্তব্য রাখেন দপ্তরের ঊনকোটি জেলার উপ অধিকর্তা বিভা বসু গোস্বামী। বুধবার সকাল থেকে কৈলাসহরে দিনভর বৃষ্টি পড়লেও এই দুর্য্যোগপূর্ণ আবহাওয়াকে উপেক্ষা করেও রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই রক্তদান শিবিরে ত্রিশজন রক্তদাতা স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। অনুস্টানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মন্ত্রী টিংকু রায় বলেন যে, এই পৃথিবীতে রক্ত দানের উপর কোনো দান হতে পারে না। তাই রক্ত দান একটি মহৎ দান। রক্তদান শিবির করা বড় ব্যাপার নয়। রক্ত যেন কম লাগে তার জন্য বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করতে হবে। বিশেষ করে বালিকা বিবাহ বন্ধ করতে হবে। বালিকা বিবাহ বন্ধ করতে পারলে তাহলে অসুস্থ শিশুর জন্ম কম হবে। তবেই রক্ত কম প্রয়োজন হবে বলে জানান মন্ত্রী টিংকু রায়

উত্তর ও উনকোটি জেলায় ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা, কমলা সতর্কতা জারি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ মে: আগামী ২৪ ঘন্টায় ত্রিপুরার দুটি জেলায় ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। ঊনকোটি জেলা এবং উত্তর ত্রিপুরা জেলাতে কমলা সর্তকতা জারি করা হয়েছে। বাকি জেলাগুলিতেও হলুদ সর্তকতা জারি করেছে আবহাওয়া দপ্তর।

২৩ মে ২০২৫ তারিখেও উত্তর জেলা এবং ঊনকোটি জেলায় ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। ঐদিনও দুটি জেলাতে কমলা সর্তকতা জারি করা হয়েছে। রাজ্যের বাকি জেলাগুলিতে থাকবে হলুদ সতর্কতা। ভারী বৃষ্টিপাত সহ দমকা বাতাস এবং বজ্রপাতেরও সম্ভাবনা রয়েছে বলে আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে খবর।

বিপুল পরিমাণে মাদকদ্রব্য এবং গবাদি পশু উদ্ধার বিএসএফের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১মে:ত্রিপুরা রাজ্যে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে আন্তঃসীমান্ত চোরাচালান কার্য্যকলাপ রোধে সীমান্ত নিরাপত্তা বাহিনী (বিএসএফ) নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

মঙ্গলবার বিএসএফের সুনির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার হৃষ্যমুখ থানার অধীনস্থ অভয়নগর গ্রামে বিওপি নলুয়ার সেনারা হৃষ্যমুখ থানার সাথে একটি যৌথ অভিযান পরিচালনা করে এবং ৭৮ লক্ষ টাকার পোশাক জব্দ করে।

একইদিনে বিএসএফের সুনির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে, বিওপি শ্রীনগর এবং থানা দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার শ্রীনগর গ্রামে একটি যৌথ অভিযান পরিচালনা করে এবং প্রায় আনুমানিক ১৯ লক্ষ টাকা মূল্যের বিভিন্ন জিনিসপত্র জব্দ করে। দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার সাব্রুম থানা-পুলিশের অধীনে ভাঙ্গামুড়া এলাকায় বিএসএফ সৈন্যরা ৭,৭০,০০০ টাকা মূল্যের ৩১টি গরু উদ্ধার করে।

মহাকাশে প্রথম মার্কিন অস্ত্র — ট্রাম্প প্রশাসনের মহাকাশ ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা প্রকল্পের বিস্তারিত

ওয়াশিংটন, ২১ মে: মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প মহাকাশে যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা 'গোল্ডেন ডোম'-এর পরিকল্পনা আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করেছেন। ট্রাম্প জানিয়েছেন, এই উচ্চপ্রযুক্তি প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা আগামী তিন বছরের মধ্যে চালু হবে এবং এটি তার বর্তমান শাসনকালেই সম্পূর্ণরূপে কার্যকর হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

ট্রাম্প বলেন, "নির্বাচনী প্রচারে আমি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম অত্যাধুনিক মিসাইল ডিফেন্স সিস্টেম গড়ে তুলব। আজ আমি ঘোষণা করতে পেরে আনন্দিত যে, আমরা এই অত্যাধুনিক সিস্টেমের স্থাপত্য চূড়ান্ত করেছি।" 'গোল্ডেন ডোম' একটি যুগান্তকারী মিসাইল শিল্ড যা স্থল, সমুদ্র এবং মহাকাশ থেকে পরিচালিত হবে। এটি একাধিক ধাপে ক্ষেপণাস্ত্র শনাক্ত, অনুসরণ এবং ধ্বংস করতে সক্ষম হবে এমনকি উৎক্ষেপণের আগেও। এটি ব্যালিস্টিক, ক্রুজ, হাইপারসনিক ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন প্রতিরোধে সক্ষম, হোক তা পারমাণবিক কিংবা প্রচলিত অস্ত্রে সজ্জিত।

ট্রাম্প জানান, গোল্ডেন ডোম-এর পরিকাঠামো মহাকাশ-ভিত্তিক সেন্সর ও ইন্টারসেপ্টর দিয়ে তৈরি হবে এবং এটি এমনভাবে ডিজাইন করা হচ্ছে যাতে পৃথিবীর যেকোনো প্রান্ত থেকে ছোঁড়া ক্ষেপণাস্ত্র ধ্বংস করা যায়।

প্রাথমিকভাবে এই প্রকল্পে ২৫ বিলিয়ন বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে, তবে কংগ্রেসনাল বাজেট অফিসের মতে প্রকল্পের সম্ভাব্য ব্যয় ৫০০ বিলিয়ন ছাড়িয়ে যেতে পারে। ট্রাম্প প্রশাসন বলছে, প্রকল্পটির পূর্ণ বাস্তবায়ন করতে প্রায় ১৭৫ বিলিয়ন ব্যয় হতে পারে এবং এর ব্যয় ২০ বছরের মধ্যে ধাপে ধাপে গ্রহণ করা হবে।

মার্কিন স্পেস ফোর্স-এর চার-তারকা জেনারেল মাইকেল গেটলাইন এই প্রকল্পের নেতৃত্ব দেবেন। তিনি এর আগে ৩০ বছরেরও বেশি সময় মার্কিন বিমান বাহিনীতে কাজ করেছেন এবং মহাকাশ ও মিসাইল প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় বিশেষজ্ঞ।

সরকারি জায়গায়

● প্রথম পাতার পর

লোন নিতেও সক্ষম হবেন কৃষকরা। উল্লেখ্য হর্টিকালচারের এই সরকারি জায়গায় প্রায় ৩৩৮ জন কৃষক বর্তমানে চাষবাস করছেন। যার মধ্যে রাবার চাষের সংখ্যা সব থেকে বেশি।

খোয়াই যুব কংগ্রেসের রক্তদান শিবির ঘিরে ব্যাপক সাড়া

খোয়াই, ২১ মে: প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী ও ভারতরত্ন শ্রী রাজীব গান্ধীজীর শহীদ দিবস উপলক্ষে খোয়াই জেলা কংগ্রেসের উদ্যোগে আজ কংগ্রেস ভবনে এক রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের সূচনায় জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও রাজীব গান্ধীজীর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়।

এই রক্তদান শিবিরে মোট ২০ জন রক্তদাতা স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। রক্তদান শিবিরে উপস্থিত ছিলেন খোয়াই যুব কংগ্রেসের নেতা টিংকু মোদক, খোয়াই জেলা কংগ্রেস সভাপতি প্রদ্যুৎ ভট্টাচার্য্য সহ জেলা কংগ্রেসের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

আয়োজকরা জানান, রাজীব গান্ধীজীর আদর্শকে সামনে রেখে সমাজসেবামূলক কর্মসূচি ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।

বিরোধী দলে ভাঙ্গন ধরালো বিজেপি টাকারজলা মন্ডল

আগরতলা, ২১ মে: পাহাড়ে এডিসি নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা না হলেও বিভিন্ন দল ত্যাগ করে ভারতীয় জনতা পার্টি দলে যোগদান জোড় কদমে চলছে। প্রতিনিয়ত পাহাড়ে সিপিআইএম, কংগ্রেস, মথা দল ত্যাগ করেন সবকা সাথ সবকা বিকাশ মূল মন্ত্রকে পাথেয় করে ভারতীয় জনতা পার্টি দলে যোগদান করছেন।

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা ও প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা লোকসভার সংসদ বিপ্লব কুমার দেবের ত্রিপুরার শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা করার যে স্বপ্ন তাকে সার্থক করার লক্ষ্যে বুধবার দুপুরে টাকারজলা মন্ডল সভাপতি নির্মল দেববর্মার বাসভবনে এক যোগদান সভার আয়োজন করা হয়।ওই দিনের যোগদান সভায় ভিন্ন দল ত্যাগ করে দশ ভোটার বিজেপি দলে যোগদান করেন। কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকার কর্তৃক জনজাতিদের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচি চিন্তাধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে মন্ডল সভাপতির হাত ধরে দলত্যাগীরা বিজেপি দলে যোগদান করেন। মন্ডল সভাপতি বিজেপির দলীয় পতাকা দিয়ে দলের থেকে দের দলে বরণ করে নেন। এই দিনে যোগদান কারীরা ভারতীয় জনতা পার্টির আদর্শে আগামী দিনে কাজ করে যাবে বলে আশা ব্যক্ত করেন।

ছত্তিশগড়ে নিরাপত্তা

● প্রথম পাতার পর

সম্পাদক পদমর্যাদার একজন নেতাকে নিষ্ক্রিয় করেছে। এই বড় সাফল্যের জন্য আমি আমাদের সাহসী নিরাপত্তা বাহিনী এবং সংস্থাগুলিকে সাধুবাদ জানাই।

তিনি আরো বলেন, এছাড়াও জানাতে পেরে আনন্দিত যে অপারেশন ব্ল্যাক ফরেস্ট সম্পন্ন হওয়ার পর, ছত্তিশগড়, তেলেঙ্গানা এবং মহারাষ্ট্রে ৫৪ জন নকশালকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং ৮৪ জন নকশাল আত্মসমর্পণ করেছে। মোদী সরকার ৩১শে মার্চ ২০২৬ সালের আগে নকশালবাদ নির্মূল করার জন্য বদ্ধপরিকর।

সারা দেশের সাথে রাজ্যেও রাজীব

● প্রথম পাতার পর

কুমার সাহা বলেন, আজ প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ভারতরত্ন রাজীব গান্ধীর প্রয়াণ দিবস। এরই উপলক্ষে আজ প্রদেশ কংগ্রেসের উদ্যোগে রাজ্যের প্রত্যকটি জেলায়, ব্লকে এবং প্রদেশ কংগ্রেস ভবনে বিভিন্ন কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে।

এদিন তিনি বলেন, আজকের দিনটিকে জাতীয় সংহতির রূপে পালন করা হবে। রাজীব গান্ধী ছিলেন দেশের নবীনতম প্রধানমন্ত্রী। দেশে প্রযুক্তি এবং বিজ্ঞানের প্রবেশ তাঁর হাত ধরে হয়েছিল। গ্রামীণ অর্থনীতিকে শক্তিশালী করার জন্য পঞ্চায়েতী রাজ ব্যবসা চালু করে দেশকে যে দিশায় চালিয়েছিলেন তা অতুলনীয়। কিন্তু দেশ উন্নয়নের দিকে চললেও বর্তমানে বিজেপি সরকার গনতন্ত্রকে ধ্বংসের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

আতঙ্কিত না হওয়ার

● প্রথম পাতার পর

অনুষ্ঠিত হয় এক সাংবাদিক সম্মেলন।

আয়োজিত এই সাংবাদিক সম্মেলনে জেলা শাসক জানান, গত দুই দিন ধরে রাজ্যের অন্যান্য জেলার চাইতে দক্ষিণ জেলাতে সবচেয়ে বেশি বৃষ্টি পাত হয়েছে। যার ফলে জলমগ্ন হয়ে পড়ে কাঁটাতার সংলগ্ন সীমান্তবর্তী বল্লামুখা এলাকা এই পরিস্থিতি খতিয়ে দেখার পর এলাকা থেকে জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থার উদ্যোগ গ্রহন করার ফলে এলাকা থেকে জলস্তর ক্রমশঃ কমিয়ে আনা হচ্ছে। জল মগ্ন যাতে না হয় সেই ব্যবস্থা নিয়ে কাজ চলছে বলেন জেলা শাসক। এই দিনের আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে জেলা শাসক ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা শাসক ও জলসম্পদ দপ্তরের আধিকারিক।

মা-বাবাকে ঘর থেকে

● প্রথম পাতার পর

অভিযোগ, গত রাত্রিবেলা অভিষেক ও তার স্ত্রী মিলে অঞ্জন চক্রবর্তী এবং উনার স্ত্রীকে ঘর থেকে তাড়িয়ে দেয়। পাশাপাশি অঞ্জন চক্রবর্তীকে তার ছেলে অভিষেক চক্রবর্তী বেধড়কভাবে মারপিট চালায়, যার ফলে উনি আহত হন। পরবর্তী সময় এলাকাবাসীরা অভিষেক চক্রবর্তীকে কৈলাসহর থানার পুলিশের হাতে তুলে দেয়। বর্তমানে থানার হেফাজতে রয়েছে অভিষেক চক্রবর্তী। এই ঘটনা শোনার পর ঘটনাস্থলে এসে শত শত জনসাধারণ জড়ো হয়। গোটা ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে উক্ত এলাকায়।

নিখোঁজ শিশু কন্যার মৃতদেহ উদ্ধার

● প্রথম পাতার পর

ওই ঘটনায় তদন্তে নেমেছে পুলিশ।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, গতকাল সাব্রুম মহকুমার মনুবাজার থানার অধীন কালাভেপা নলসিং সর্দার পাড়ার রহিম ত্রিপুরা মেয়ে উজ্জশিখা ত্রিপুরা (৯) আনুমানিক বিকাল ৪টা থেকে রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ হয়ে গিয়েছে। অনেক খোঁজাখুঁজির পর তার কোনো হদিস পাওয়া যায়নি। আজ সকালে বাড়ির পাশে রাবার বাগানে মৃত দেহ পাওয়া যায়। ওই ঘটনা এলাকায় চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। এদিকে, মৃতের বাবা মায়ের দাবি, তাঁদের মেয়েকে খুন করা হয়েছে। এদিকে, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে পুলিশ। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠিয়েছে। ওই ঘটনায় পুলিশ তদন্তে নেমেছে।

অর্থ ও স্বর্ণালঙ্কার

● প্রথম পাতার পর

সংবাদমাধ্যমে অভিযোগ করেছেন রাজু মিয়া। সে আরো জানায়, তার স্ত্রী মাম্পি বেগম তার বাড়ি থেকে স্বর্ণালংকার এবং টাকা পয়সা সব নিয়ে ব্যাপার বাড়িতে চলে এসেছে। সে তার স্ত্রীকে খুঁজে পাচ্ছে না। সে শ্বশুরবাড়িতে বলে দিয়েছে যেভাবেই হোক তার স্ত্রীকে খুঁজে বের করে দেওয়ার জন্য। তার দুটি সন্তানকে সে শ্বশুরবাড়িতে রাখবে না। প্রয়োজন হলে সরকারি হোমে পাঠিয়ে দেবে বলেও জানিয়েছে। স্ত্রীর খুঁজে হন্যে হয়ে ঘুরছেন অসহায় স্বামী রাজু মিয়া।

সে বিশালগড় মহিলা থানা এবং বিশালগড় থানার দারস্থ হয়ে সমস্ত ঘটনা লিখিতভাবে জানিয়ে পুলিশ প্রশাসনের সাহায্য চেয়েছেন তার স্ত্রীকে খুঁজে বের করে দেওয়ার জন্য।

পরিচারিকার কাজ করতে

● প্রথম পাতার পর

সকাল পেরিয়ে দুপুর গড়ালেও ঘরে ফিরেনি ঝুমা।

এদিকে স্বামী সুমন দাস সহ পরিবারের লোকজন চারিদিকে খোঁজাখুঁজি করেও কোথাও খুঁজে পায়নি তাকে। খবর নেওয়া হয়েছে আগরতলার বণিক্য চৌমুহনী সহ অন্যান্য এলাকায়। স্বামী সুমন দাস বেশ কয়েকবার তাদের আত্মীয় স্বজনের বাড়িতেও খুঁজেছেন। ঝুমা বর্মনের কোথাও হদিস না পেয়ে অবশেষে বিশালগড় মহিলা থানার আশ্রয় নিয়েছে স্বামী সুমন। খবর সম্প্রচার করা পর্যন্ত কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি গৃহপরিচারিকা ঝুমা বর্মনের। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে বিশালগড় রতন নগরের বর্মন টিলা এলাকায়।

লরির ধাক্কায় মৃত্যু মহিলার

● প্রথম পাতার পর

দিক থেকে আসা লরির ধাক্কায় মাটিতে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যক্ষদর্শীরা খবর দেয় দমকল কর্মীদের। দমকল কর্মীরা ঘটনাস্থলে এসে উদ্ধার করে নিয়ে যায় জিবি হাসপাতালে। কিন্তু কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করেন। এদিকে ঘটনায় ঘাতক গাড়ির চালক পলাতক বলে জানিয়েছেন পুলিশ। সুনির্দিষ্ট মামলা হাতে নিয়ে তদন্ত অব্যাহত রেখেছে পুলিশ।

গাড়ির ধাক্কায় গুরুতর আহত

● প্রথম পাতার পর

নগরী উদয়পুরে নিয়ন্ত্রণে আনা যাচ্ছে না। প্রায় প্রতিদিন উদয়পুর মহকুমায় কোন না কোন জায়গায় দুর্ঘটনা ঘটেই চলছে। পুলিশ কিছুতেই নিয়ন্ত্রণে আনতে পারছে না দুর্ঘটনা রোধ করার জন্য।

বুধবার উদয়পুর মহারানী আউটপোস্ট এলাকার হিরাপুর তিন গড়িয়া থেকে আনার হোসেন বাইক নিয়ে নিজ বাড়ি থেকে বেরিয়ে মহারানী বাজারে যাচ্ছিলেন। ওই সময় একটি অটো গাড়ি তাকে ধাক্কা দেয়। তাতে রাস্তায় লুটিয়ে পড়েন তিনি। সাথে সাথে ঘাতক গাড়ি ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে এলাকার লোকজন ছুটে গিয়ে দেখতে পান রাস্তায় পড়ে রয়েছে আনার হোসেন। সাথে সাথে তাঁরা গোমতী জেলা হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছে। কর্তব্যরত চিকিৎসক প্রাথমিক চিকিৎসার পর তার আঘাত গুরুতর হওয়ায় জিবি হাসপাতালে স্থানান্তর করেন। পুলিশ অটো গাড়িটিকে খুঁজে বার করার জন্য তল্লাশি চালাচ্ছে।

বাংলাদেশের বাঁধ নির্মাণ

● প্রথম পাতার পর

আন্তর্জাতিক নিয়ম না মেনেই বাংলাদেশ সরকার এই বাঁধ নির্মাণ করে ফেলেছে। অথচ আমাদের দেশের সরকারের তরফ থেকে এব্যাপারে তাদেরকে বাধা দেওয়া হয়নি। এজন্য রাজ্য সরকার এবং স্থানীয় প্রশাসনকে পুরো ভাগে দায়ী করেছেন বিরোধী দলনেতা।

তিনি বলেন, সরকার ও প্রশাসনের তরফে বিষয়টি কেন্দ্রীয় সরকারের নজরে এনে বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে কথা বললে এ ধরনের ঘটনা ঘটতে পারত না। আন্তর্জাতিক সীমান্ত থেকে দেড়শ মিটার দূরে নির্মাণ কাজ করার নিয়ম রয়েছে। ভারত সরকার যখন ত্রিপুরার আন্তর্জাতিক সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া দিয়েছিল তখনও এই নিয়ম মেনেই কাজ করতে হয়েছে। অথচ বাংলাদেশে যখন অবৈধভাবে বাঁধ নির্মাণ কাজ শুরু হয় তখন সীমান্তরক্ষী বাহিনী কিংবা স্থানীয় প্রশাসন ও সরকারের তরফ থেকে তাদেরকে কোন ধরনের বাধা দেওয়া হয়নি। সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়েই বাংলাদেশে বাঁধ নির্মাণ করা হয়েছে।

এই বাঁধ নির্মাণের ফলে সামান্য বৃষ্টিতেই ভারতীয় সীমান্ত এলাকায় জল জমে বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে। জল জমে থাকার ফলে কৃষকরা তাদের কৃষি জমিতে ফসল করতে পারবেন না। এর ফলে দীর্ঘমেয়াদী সমস্যার সৃষ্টি হবে। এটি কোনভাবেই কাম্য হতে পারে না। বিরোধী দলনেতা এলাকা সফরকালে স্থানীয় জনগণের সঙ্গে কথা বলার পাশাপাশি স্থানীয় বিএসএফের আউটপোস্টে গিয়ে কোম্পানি কমান্ডারের সঙ্গে কথা বলেছেন। তিনি এ বিষয়ে জেলাশাসকের সঙ্গে এবং রাজ্য সরকারের সঙ্গেও কথা বলবেন বলে জানিয়েছেন।

আগে পার্টি অফিস

● প্রথম পাতার পর

দেওয়া হয়েছে। আমাদের সরকার আসার পর থেকে স্বচ্ছতার মাধ্যমে যোগ্য প্রার্থীদের মধ্যে নিয়োগ পত্র দেওয়া হচ্ছে। স্বচ্ছতার মাধ্যমে এই অফার দিতে পেরে আমরা আনন্দিত। কিন্তু এই অফার দিতে গিয়ে বিরোধী দলের পক্ষ থেকে অনেক সময় অনেক কথা বলা হয়। কিন্তু দীর্ঘ ৩৫ বছরের জমানায় আমরা দেখেছি পার্টি অফিস থেকে অফার দেওয়া হতো। এমনকি অনেকের বাড়িতেও অফার পৌঁছে দেওয়া হতো। আর আমাদের সৎ সাহস আছে বলেই আমরা এভাবে অফার বন্টন করছি। তথ্য দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী জানান, গত ১৯ এপ্রিল টিপিএসসি"র মাধ্যমে নির্বাচিত ১১ জন স্মল সেভিংস ইন্সপেক্টরকে অফার দেওয়া হয়েছে। গত ২৬ এপ্রিল সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তর, পূর্ত দপ্তর এবং ত্রিপুরা সমবায় ব্যাংকে ৪৭৯ জনকে অফার দেওয়া হয়েছে। এছাড়া ৩০ এপ্রিল ২২৮ জন শিক্ষক, ১৩ মে রাজ্য পুলিশের কনস্টেবল পদে ৯৭৫ জন এবং আজ খাদ্য দপ্তরে ১৫ জনের হাতে অফার বন্টন করা হয়েছে। আমরা বিভিন্ন দপ্তরে একের পর এক অফার দিয়ে যাচ্ছি। এরমধ্যে কেউ বলতে পারবেন না যে কাউকে ধরে, কোন নেতাকে ধরে কিংবা কোন প্রভাবশালীকে ধরে চাকরি পেয়েছেন। নিজেদের পরিশ্রম ও মেধার কারণে এটা সম্ভব হয়েছে। আমরা চাইছি স্বচ্ছতার ভিত্তিতে উপযুক্ত পদ্ধতি মেনে ছেলেমেয়েদের মেধা ও দক্ষতার অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সরকারি চাকরি হোক। এতে কাজের ক্ষেত্রেও গুণগতমান বজায় থাকবে এবং মানুষের কল্যাণে কাজে আসবে।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী আরো বলেন, আজকের দিন পর্যন্ত ডাই ইন হারনেস সহ মোট ১৯,২৬২ জনকে বিভিন্ন দপ্তরে চাকরি প্রদান করা হয়েছে। অন্যান্য দপ্তরগুলিতেও যতগুলি শূন্যপদ আছে সেগুলি পূরণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এর পাশাপাশি চাকরি ছাড়াও স্বনির্ভরতা অর্জনের লক্ষ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করা হচ্ছে। কন্ট্রাক্টচুয়াল ও আউটসোর্সিংয়ের মাধ্যমেও কর্মী নিয়োগ করা হচ্ছে। সরকারি নীতি নির্দেশিকা মেনে ডাই ইন হারনেসেও বিভিন্ন দপ্তরে চাকরি দেওয়া হচ্ছে। ডাঃ সাহা বলেন, খাদ্য দপ্তর সরকারের অন্যতম প্রধান দপ্তর। গণবন্টন ব্যবস্থাকে সচল রাখতে দপ্তরের সমস্ত কর্মী ও অফিসারগণ মিলে নিরলস প্রয়াস অব্যাহত রেখেছেন। রাজ্যের মানুষের খাদ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করতে ৬.০৬ লক্ষ প্রায়োরিটি হাউজহোল্ড, অন্তোদয় অন্ন যোজনা পরিবারের জন্য বিনামূল্যে চাল দেওয়া হচ্ছে। ৩.৮৩ লক্ষ এপিএল ভুক্ত পরিবারকে ভর্তুকিতে চাল দেওয়া হচ্ছে। এছাড়াও ৯.৮১ লক্ষ রেশন কার্ড ধারীদের বিভিন্ন নিত্যপণ্য সামগ্রী বিতরণ করা হচ্ছে। বাজারে স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে খাদ্য দপ্তর কাজ করে যাচ্ছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, গত এক বছরে খাদ্য দপ্তরে ৩৬ জন লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক ও ১৯ জন মাল্টি টাস্কিং স্টাফ নিয়োগ করা হয়েছে। কৃষকদের আয় বৃদ্ধি করার উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। তাদের কাছ থেকে ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে ধান কেনা হচ্ছে। ২০১৮ সাল থেকে এখন পর্যন্ত প্রায় ২.২৫ লক্ষ মেট্রিক টন ধান কেনা হয়েছে। এতে ব্যয় হয়েছে প্রায় ৪৪৬ কোটি টাকা। এই টাকা সরাসরি বেনিফিশিয়ারি কৃষকদের ব্যাংক একাউন্টে দেওয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনায় ২০১৮ থেকে এখন পর্যন্ত ৩ লক্ষ ৬৮ হাজার ৮০০ জনকে এলপিজি সংযোগ দেওয়া হয়েছে। এদিন অনুষ্ঠানে রক্তদানের প্রাসঙ্গিকতা নিয়েও গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী। রক্তের জন্য কারোর যাতে প্রাণ না যায় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে বলেন তিনি।

অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার, খাদ্য দপ্তরের বিশেষ সচিব দেবপ্রিয় বর্ধন, পর্যটন দপ্তরের সচিব উত্তম কুমার চাকমা, পরিবহণ দপ্তরের সচিব সি কে জমাতিয়া, অতিরিক্ত সচিব সুমিত লোধ, অতিরিক্ত সচিব সুব্রত চৌধুরী, পর্যটন দপ্তরের অধিকর্তা প্রশান্ত বাদল নেগি সহ অন্যান্য পদস্থ আধিকারিকগণ। অনুষ্ঠানে নতুন ১৫ জন ফুড ইন্সপেক্টরের হাতে নিয়োগ পত্র তুলে দেন মুখ্যমন্ত্রী, খাদ্যমন্ত্রী সহ অন্যান্য অতিথিগণ।

খেলাঙ্গন

প্রেসক্লাবের সাংবাদিকদের মধ্যে প্রীতি ফুটবল ম্যাচ ২৫শে

আগরতলা, ২১ মে।। আগরতলা প্রেসক্লাবের উদ্যোগে এবং স্পোর্টস কমিটির ব্যবস্থাপনায় প্রেসক্লাবের সদস্য খেলোয়ারদের মধ্যে এক প্রীতি ফুটবল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হচ্ছে। আগামী ২৫ মে, রবিবার সকালে উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে এই প্রীতি ফুটবল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে। আজ, বুধবার দুপুরে আগরতলা প্রেসক্লাবের কনফারেন্স হল-এ আয়োজিত স্পোর্টস সাব কমিটির বিশেষ বৈঠকে দু দলের খেলোয়াড়দের নাম ঘোষণা করেন এবং ম্যাচের বিস্তারিত প্রেক্ষাপট স্থির করা হয়। সকাল ৮ টায় ম্যাচ শুরুর সময় আগরতলা প্রেসক্লাবের সভাপতি প্রনব সরকার, ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের সচিব অমিত চৌধুরী, আগরতলা প্রেসক্লাব স্পোর্টস সাব কমিটির চেয়ারম্যান অলক ঘোষ, আগরতলা প্রেসক্লাবের ম্যানেজিং কমিটির সকল সদস্য-সদস্যা প্রমুখ উপস্থিত থাকবেন। দু-দলের খেলোয়াররা হলেন: টিম-এ প্রণব সরকার (অধিনায়ক), সন্তোষ গোপ, মেঘধন দেব, প্রসেনজিৎ সাহা, সুব্রত দেবনাথ, সুমন ঘোষ, অর্পণ দে, অনির্বাণ দেব, পার্থসারথি দেব, রাজেশ কর, ভাস্কর দাস, দিব্যেন্দু দে, সুমন সাহা, প্রশান্ত দে, সমীর সাহা, বিষ্ণুপদ বণিক, পার্থজিৎ দত্ত। প্রবীর দেববর্মা, বিপ্লব চন্দ, চিত্রা রায় কোচ, শেষাদ্রি দাসগুপ্ত ম্যানেজার। টিম বি: অলক ঘোষ (অধিনায়ক), অভিষেক দে, প্রণব শীল, শান্তনু বণিক, সুমিত সিংহ, সুব্রত দেবনাথ, মিল্টন ধর, জাকির হোসেন, সুপ্রভাত দেবনাথ, রাজেশ রায়, অভিষেক দেববর্মা, অরিন্দম চক্রবর্তী, অভিজিৎ মজুমদার, অনিমেষ শর্মা, রবিন কলৈই, কিংকর শীল, অমিত দেববর্মা, প্রশান্ত দেব রায়, দেবাশীষ বোস, চন্দ্রিমা শিকার (কোচ), স্বরংপা নাহা (ম্যানেজার)। যথাসময়ে দুদলের খেলোয়াররা মাঠে উপস্থিত থেকে ম্যাচটি সাফল্যমন্ডিত করে তোলার জন্য চেয়ারম্যান ও কনভেনার সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে আহ্বান জানান।

রং বাউলার হ্যাটট্রিক সত্বেও পরাজিত সিমনা:জয়ী পেলো পান্থুই স্পোর্টিং

পান্থুই স্পোর্টিং সোসাইটি-৬	সিমনা তামাকরি এফ সি- ৪
(আশিয়ান-২,আকাশ-২,সওদাগর-২)	(বি রং বাউলা-হ্যাটট্রিক,আকাশ)

ক্রীড়া প্রতিনিধি উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে গোলের বন্যা। দুজনের ফুটবলেররা মোট ১০ বার জাল নাড়ালেন। তবে বিফলে গেলো বি রং বাউলা ডার্লং-এর হ্যাটট্রিক। শেষ পর্যন্ত জয় পেলো পান্থুই স্পোর্টিং ক্লাব। ৬-৪ গোলে পরাজিত করলো সিমনা তামাকরি এফ সি দলকে। রাজ্য ফুটবল সংস্থা আয়োজিত তৃতীয় ডিভিশন লিগ ফুটবলে। বুধবার সকাল থেকে বৃষ্টি হওয়ায় উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামের মাঠ অনেকটা পিচ্ছিল হয়ে পড়েছিল। দু-দলের ফুটবলাররাই শুরু থেকেই আক্রমাত্মক ফুটবল খেলার চেষ্টা করতে থাকে। প্রথম গোল পেতে পান্থুই দলকে অপেক্ষা করতে হয়েছে মাত্র ৭ মিনিট। আশিয়ান দেববর্মার গোলে এগিয়ে গিয়েছিল পান্থুই স্পোর্টিং। তবে ব্যবধান বেশিক্ষণ ধরে রাখতে পারেনি পান্থুই দল। গোল হজম করতেই সমতা ফেরানোর লক্ষ্যে মরিয়া হয়ে আক্রমণ করতে থাকেন সিমনার ফুটবলাররা। ২৩ মিনিটে সমতা ফেরান বি রং বাউলা ডার্লং। ৪৫ মিনিটে আকাশ দেববর্মা গোল করে এগিয়ে দেন সিমনাকে। দ্বিতীয়ার্ধে ম্যাচে ফিরতে তোরজোড় শুরু করে পান্থুই দলের ফুটবলাররা। ৫১ মিনিটে আকাশ দেববর্মা গোল করে সমতা ফেরান। ৫৫ মিনিটে আবার সিমনা দলকে এগিয়ে দেন বি রং বাউলা ডার্লং। ৬৩ মিনিটে সওদাগর দেববর্মা, ৬৫ মিনিটে আকাশ দেববর্মা গোল করে পান্থুই দলকে এগিয়ে দেন। ৭৪ মিনিটে নিজের হ্যাটট্রিক পূরণ করে বি রং বাউলা ডার্লং আবার সমতা ফেরান। ৭৯ মিনিটে সওদাগর দেববর্মা এবং ৮৫ মিনিটে আশিয়ান দেববর্মা গোল করে পান্থুই স্পোর্টিং সোসাইটির জয় নিশ্চিত করে দেন। ম্যাচটি পরিচালনা করেন সুকান্ত দত্ত।

সিমনা তমাকারী জয় পান্থুই এর

ক্রীড়া প্রতিনিধি আগরতলা। ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশন আয়োজিত চলতি ঘরোয়া তৃতীয় ডিভিশন লীগ ফুটবল টুর্নামেন্টে আরো এক ম্যাচে জয় পেল সিমনা তমাকারি। বুধবার টুর্নামেন্টের পূর্ব নির্ধারিত দিনের প্রথম ম্যাচে মুখোমুখি হয় সিমনা ও পান্থুই সোসাইটি। নির্ধারিত সময়ের লড়াইয়ে এদিন পান্থুই ৬-৪ গোলের ব্যবধানে পরাজিত করে সিমনাকে। যদিও প্রথমার্ধের খেলায় চমৎকারভাবেই এগিয়ে ছিল পরাজিত দল।২-১ গোলের ব্যবধানে সিমনা এগিয়ে থাকলেও দ্বিতীয়ার্ধে তা ধরে রাখতে পারেনি অনেকটা প্রতি আক্রমণ এনে শেষ পর্যন্ত জয় ছিনিয়ে নেয় পান্থুই। তবে গোলের দিক দিয়ে সূচনাটা কিন্তু এদিন করে জয়ী দল। উভয় দলের লড়াই শুরু হওয়ার মাত্র ৭ মিনিটের মাথায় পান্থুই এর আশিউন দেববর্মা প্রথম গোল করে দলকে এগিয়ে দেয়। আশিউনের দেওয়া গোলটি পরিশোধ করতে ১৬ মিনিট লড়াই করতে হয় প্রতিপক্ষ সিমনাকে।২৩ মিনিটে সিমনার রং বাউলা ডার্লিং দলের পক্ষে প্রথম গোল করে সমতায় আনে ম্যাচ।এর পরই শুরু হয় দুইদলের এগিয়ে যাওয়ার লড়াই। তাতেও বাজিমাত দেখায় সিমনা। আকাশ দেববর্মা সিমনার পক্ষে ৪৩ মিনিটে দ্বিতীয় গোল করে দলকে এগিয়ে দেয়। যা প্রথমার্ধের নির্ধারিত সময় পর্যন্ত বহাল থাকে।

বিরতির পর তৃতীয়ারদের খেলা শুরু হলে পান্থুই এর আকাশ দেববর্মা ৫১ মিনিটের মাথায় ম্যাচের চতুর্থ গোলটি করে আরো একবার ক্ষমতায় আনে ম্যাচ। এই অবস্থায় সিমনার রং বাউলা ৫৫ মিনিটে আরো একটি গোল করে দলকে এগিয়ে দেয়। তা পরিশোধ করতে মাত্র দশ মিনিট সময় নেয় পান্থুই।

আকাশ দেববর্মা পানতই এর পক্ষে আরো একটি গোল করে। ৬৩ মিনিটে জয়ী দলের পক্ষে সদাগর দেববর্মা নিজের প্রথম গোলটি করে। সিমনার রং বাউলা ৭৪ মিনিটে একটি গোল করে ব্যবধান আবার কমিয়ে আনলেও দল শেষ পর্যন্ত ধরে রাখতে পারেনি তা। পান্থুইয়ের পক্ষে সদাগর দেববর্মা ৬৯ মিনিটে ও আশিউন দেববর্মা ৮৫ মিনিটে পরপর দুটি গোল করে আবারও ব্যবধান বাড়িয়ে দেয়। যা শেষ পর্যন্ত বহাল থাকায় সিমনার রং বাউলার ব্যর্থতার হ্যাট্রিকে জয়ের তকমা নিয়ে মাঠ ছাড়ে পান্থুই। দুই দলের ম্যাচটি এদিন পরিচালনা করেন রেফারি সুকান্ত দত্ত।

সাবজুনিয়র পাওয়ার লিফটিংয়ে ত্রিপুরার দখলে ৫ পদক

ক্রীড়া প্রতিনিধি প্রথম দিনেই চমক দিলো ত্রিপুরার পাওয়ার লিফটাররা।

প্রথম দিনেই ত্রিপুরার দখলে ২ টি রৌপ্য সহ ৫ টি পদক। মহারাষ্ট্রে কোলাপুরে অনুষ্ঠিত জাতীয় সাব জুনিয়র পাওয়ার লিফটিং প্রতিযোগিতায়। বুধবার থেকে শুরু হয় আসর। প্রথম দিন ত্রিপুরার দখলে পাঁচটি পদক। রাজ্যকে পদক এনে দেয় সঙ্গিতা চৌধুরি এবং সীমরন আক্তার। ৪৩ কে জি বিভাগে সঙ্গিতা চৌধুরি ডেড লিফ এবং ওভার অল বিভাগে রৌপ্য পদক জয় করে। এছাড়া ওই বিভাগেই সীমরন আক্তার ব্যাক স্কোয়াট, বেঞ্চ প্রেস এবং ওভার অলে বোঞ্জ পদক জয় করে। খেলোয়ারদের দুরন্ত পারফরম্যান্সে খুশি কোচ শম্ভুনাথ সাহা এবং ম্যানেজার রানা দেব। কোলাপুর থেকে টেলিফোনে এ খবর জানান ত্রিপুরা দলের ম্যানেজার। তিনি বলেন, আরও বেশ কয়েকটি পদক পাবো আমরা তা নিশ্চিন্ত। ২৫ মে পর্যন্ত চলবে আসর। সাব জুনিয়ার এবং জুনিয়র বিভাগের ত্রিপুরা আসরে অংশ নিয়েছে।

ক্রিকেটে ভারত-পাক সংঘাত চলছেই, জয়পুরের স্টেডিয়াম থেকে সরিয়ে দেওয়া হল পাক ক্রিকেটারের ছবি

ভারত-পাকিস্তান সংঘাতের আবহে দু'বার বোমাতঙ্কের হুমকি ইমেল পেয়েছিল জয়পুরের সওয়াই মানসিংহ স্টেডিয়াম। সেই মাঠ থেকে সরিয়ে দেওয়া হল দানিশ কানেরিয়ার ছবি। 'ইন্ডিয়া টুডে' ওয়েব সাইট এই খবর প্রকাশ করেছে। পাকিস্তানের ক্রিকেটারের ছবি কেন সরানো হয়েছে তার অবশ্য কোনও ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি। পাকিস্তানের ক্রিকেটার কানেরিয়া ভারতের মাটিতে ছ'টি টেস্ট এবং দু'টি এক দিনের ম্যাচ খেলেছেন। তবে জয়পুরে কোনও দিন খেলেননি তিনি। কেন সেখানে তাঁর ছবি ছিল, কেনই বা সরানো হল তা নিয়ে জল্পনা তৈরি হয়েছে।পহেলগাঁও কাণ্ডের পর একাধিক বার ভারতের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন কানেরিয়া। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফকে আক্রমণ করেছিলেন। কেন শরিফ পহেলগাঁও কাণ্ডের নিন্দা করেননি তা জানতে চেয়েছিলেন।সমাজমাধ্যমে একটি পোস্টে তিনি লিখেছিলেন, "যদি পহেলগাঁও জঙ্গি হামলায় পাকিস্তানের কোনও ভূমিকা না-ই থাকে, তা হলে কেন প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ এখনও নিন্দা করলেন না? কেন আপনাদের সেনাবাহিনী হঠাৎই জেগে উঠেছে? আসলে ভিতরে ভিতরে আপনারা সত্যিটা জানেন আপনারাই জঙ্গিদের আশ্রয় দিচ্ছেন এবং লালনপালন করছেন। লজ্জা হওয়া উচিত।"পহেলগাঁওয়ে পর্যটক হত্যাকারী জঙ্গিদের 'স্বাধীনতা সংগ্রামী' বলেছিলেন পাক উপপ্রধানমন্ত্রী তথা বিদেশমন্ত্রী মহম্মদ ইশাক দার। সেই মন্তব্যও মেনে নিতে পারেননি কানেরিয়া। তিনি সমাজমাধ্যমে পোস্ট করে লিখেছিলেন, "যখন পাকিস্তানের উপপ্রধানমন্ত্রী জঙ্গিদের 'স্বাধীনতা সংগ্রামী' বলেন, তখন সেটা শুধু অসম্মানের নয়, এটা বুঝিয়ে দেয় রাষ্ট্র সন্ত্রাসবাদকে মদত দিচ্ছে।"এতেই শেষ নয়। পর্যটকদের উপর জঙ্গি হামলার দায় ভারতীয় সেনাবাহিনীর উপর চাপিয়েছিলেন পাকিস্তানের প্রাক্তন ক্রিকেটার শাহিদ আফ্রিদি। তাঁর সেই মন্তব্যের তীব্র সমালোচনা করেছিলেন কানেরিয়া। পাকিস্তানের প্রাক্তন স্পিনার বলেছিলেন, "আফ্রিদি সব সময় চরমপন্থী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে চলে। আমার মতে আফ্রিদিকে ভারতীয় টেলিভিশন বা কোনও মঞ্চেই সুযোগ দেওয়া উচিত নয়। এই আফ্রিদিই আমায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণের জন্য চাপ দেয়। আমার সঙ্গে খাবার ভাগ করে খেতেও রাজি হয়নি। ওর আচরণ আমার অত্যন্ত অপমানজনক মনে হয়েছিল।"

জে সি ট্রফির খেতাব নির্ধারনে খেলবে জে সি সি- স্ফুলিঙ্গ

শতদল সংঘ- ২৯৬/৯

ক্রীড়া প্রতিনিধি , আগরতলা।। জে সি লিগ ট্রফি কার ঘুরে যাবে তা নির্ধারণ হবে আসরের শেষ ম্যাচে। ২৩-২৫ মে আসরের শেষ ম্যাচে জে সি সি খেলবে স্ফুলিঙ্গ ক্লাবের বিরুদ্ধে। এম বি বি স্টেডিয়ামে হবে তিন দিনের ওই ম্যাচটি। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত জে সি লিগ ক্রিকেটে। আপাতত দুই ম্যাচ খেলে দুই দলেরই পয়েন্ট ৫। ফলে যে দল শেষ ম্যাচে লিড নিতে পারবে সেই দলেরই খেতাব জয়ের সম্ভাবনা প্রবল। এদিকে পুলিশ ট্রেনিং একাডেমির মাঠে আসরের দ্বিতীয় ম্যাচের তৃতীয় দিনে মাত্র ৪৬ বল খেলা হয়েছে। বৃষ্টির জন্য বেশিরভাগ সময়ই মাঠে বল গড়ায়নি। ৪৬ বল খেলে ৫ উইকেট হারিয়ে শতদল সংঘ যোগ করে আরও পঞ্চাশ রান। শেষ পর্যন্ত ৭৬.৫ ওভার ব্যাট করে শতদল সঙ্ঘ ২৯৬ রান করে নয় উইকেট হারিয়ে। দ্বিতীয় দিনের চার উইকেটে ২৪৬ রান নিয়ে খেলতে নেমে এদিন দ্রুত রান তোলার দিকে নজর দেন শতদল সঙ্ঘের ব্যাটসম্যানরা। ফলে উইকেট হারাতে থাকে দ্রুত। দলের পক্ষে ভিকি সাহা ১৮ বল খেলে একটি বাউন্ডারি ও চারটি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৩৩ রান করেন। স্ফুলিঙ্গ ক্লাবের পক্ষে বিজয় রায় ৪৭ রানে পাঁচটি এবং অপূর্ব বিশ্বাস ৬৭ রানের দুটি উইকেট দখল করেন।

ফ্রেন্ডস- জে সি সি পেলো ২ পয়েন্ট ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস - ১৬৯

জেসিসি -১৬/১

ক্রীড়া প্রতিনিধি তৃতীয় তথা শেষ দিনে বল গড়ালো না মাঠে। মুষলধারে বৃষ্টিতে আউটফিল্ড ভিজে থাকায়। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত জে সি লীগ ক্রিকেটে। এম বি বি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস এবং জে সি সির ম্যাচটি প্রত্যাশিত হবে অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়েছে। প্রথম ইনিংসের খেলা শেষ না হওয়ায় দু'দলই পেলো দুই পয়েন্ট করে। ফলে দুই ম্যাচ থেকে পাঁচ পয়েন্ট পেয়ে শীর্ষে জে সি সি। বুধবার মধ্যাহ্নভোজের পর খেলা শুরু হওয়ার প্রাথমিক পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু দুপুর বারোটার পর পুনরায় মুষলধারে বৃষ্টি হওয়ায় মাঠের আউট ফিল্ড ভিজে যায়। ফলে আর খেলা শুরু করা সম্ভব হয়নি। ম্যাচে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডসের গড়া ১৬৯ রানের জবাবে জে সি সি ১ উইকেট হারিয়ে ১৬ রান করেছিল। তিনদিনের ম্যাচে বেশিরভাগ সময়ই খেলা হয়নি বৃষ্টির ফলে মাঠে জল জমে যাওয়ায়। এতে হতাশ জে সি সি-র ক্রিকেটাররা। কারণ ইউনাইটেড ফ্রেন্ডসকে অল্প রানে গুটিয়ে দিয়ে জে সি সি-র ক্রিকেটাররা স্বপ্ন দেখেছিলেন অন্তত প্রথম ইনিংসে লিড নিয়ে ৩ পয়েন্ট পাওয়ার। তা হলো না। এই ম্যাচে ভিলেন হয়ে থাকলো প্রকৃতি।

আগামী আইপিএলে কি ধোনি খেলবেন? তিন শব্দে উত্তর চেন্নাই কোচ ফ্লেমিংয়ের

আগামী বছর আইপিএলে কি খেলবেন মহেন্দ্র সিংহ ধোনি? চেন্নাই সুপার কিংসের কোচ স্টিফেন ফ্লেমিংকে সামনে পেয়ে সোমবার প্রশ্ন করেন সাংবাদিকেরা। তিন শব্দে জবাব দিয়েছেন চেন্নাই কোচ।রাজস্থান রয়্যালসের বিরুদ্ধে মঙ্গলবার মাঠে নামবে ধোনির চেন্নাই। দু'দলই আইপিএলের প্লে-অফের দৌড় থেকে ছিটকে গিয়েছে। পয়েন্ট তালিকায় শেষ দু'টি স্থানে রয়েছে দু'দল। সেই অর্থে এই ম্যাচ নিয়মরক্ষার। তবু আকর্ষণের কেন্দ্রে সেই ৪৩ বছরের ধোনি।

ইয়থের কাছেও হারল উমাকান্ত

ক্রীড়া প্রতিনিধি আগরতলা। আগরতলা উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশন আয়োজিত এবারের তৃতীয় ডিভিশন লিগ ফুটবল টুর্নামেন্টে পরাজয় অব্যাহত রাখল উমাকান্ত কোচিং সেন্টার। চলতি এই টুর্নামেন্টের পূর্বনির্ধারিত সূচি অনুযায়ী বুধবার নৈশকালীন ম্যাচে মুখোমুখি হয় উমাকান্ত কোচিং সেন্টার ও ইয়থ ক্লাব। দুইদলের এই ম্যাচে উমাকান্তকে সহজেই হারিয়ে জয়ের তকমা নিয়ে মাঠ ছাড়ে ইয়থ ক্লাবের ফুটবলাররা। খেলার প্রথমার্ধে ২-০ গোলের ব্যবধানে এগিয়ে থাকার পর দ্বিতীয়ার্ধে বিশ্বজিৎ ধানুকের জোড়া গোলের সাহায্যে জয় পরাজয়ের ব্যবধান বাড়িয়ে নেয় ইয়থ। দুই অর্ধেই এদিন কোন প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারেনি উমাকান্তের ফুটবলাররা। ম্যাচের ১২ মিনিটের মাথায় জয়ী দলের রাহুল জমাতিয়া প্রথম গোল করে। রাহুলের দেওয়া গোলটি উমাকান্তের ফুটবলাররা পরিশোধ করার জন্য প্রতি আক্রমণ গড়ে তোলার আগেই ২২ মিনিটে ইয়থের খাচাং জমাতিয়া দ্বিতীয় গোল করে ব্যবধান বাড়িয়ে দেয় ২-০ তে। যা প্রথমার্ধের শেষ সময় পর্যন্ত বহাল থাকে। বিরতির পর দ্বিতীয়ার্ধের খেলা শুরু হলে উমাকান্ত যেমন ব্যবধান কমানোর চেষ্টা করে ঠিক তেমনি প্রতিপক্ষ ইয়থ দলের ফুটবলাররা জয় নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নতুন গোলের জন্য মরিয়া হয়ে উঠে। অবশেষে ৭০ মিনিটে বিরু জমাতিয়া একটি গোল করে ব্যবধান বাড়িয়ে দেয়। ৮০ মিনিট ও ৮৫ মিনিটে পরপর দুটি গোল করে বিশ্বজিৎ ধানুক কার্যত ইহতের জয় নিশ্চিত করে দেয়। দুই দলের ম্যাচটি এদিন পরিচালনা করেন রেফারি পল্লব চক্রবর্তী।

শারজাহতে ইতিহাস, ২০৬ রান তাড়া করে বাংলাদেশকে হারিয়ে দিল আমিরশাহি

টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে ইতিহাস গড়ল সংযুক্ত আরব আমিরশাহি। বাংলাদেশকে হারিয়ে দিল তারা। এই প্রথম কোনও টেস্ট খেলিয়ে দেশের বিরুদ্ধে টি-টোয়েন্টি ম্যাচ জিতল আমিরশাহি। ২০৬ রান তাড়া করে জিতল তারা। এর আগে কখনও এত বেশি রান তাড়া করে ম্যাচ জেতেনি আমিরশাহি। এক বল বাকি থাকতে ম্যাচ জিতে নেয় তারা। সিরিজ এখন ১-১।২০১৬ সাল থেকে এখনও পর্যন্ত পাঁচ বার মুখোমুখি হয়েছে বাংলাদেশ এবং সংযুক্ত আরব আমিরশাহি। এর মধ্যে চার বারই জিতেছিল বাংলাদেশ। কিন্তু সোমবার হেরে গেল তারা। আমিরশাহির অধিনায়ক মুহাম্মদ ওয়াসিম ৪২ বলে ৮২ রান করেন। তাঁর ব্যাটিংয়ে ভর করেই ২০৬ রান তাড়া করে আমিরশাহি। শারজাহ ক্রিকেট স্টেডিয়ামে তৈরি হয় ইতিহাস। এর আগে কখনও ২০০ রানের বেশি লক্ষ্য তাড়া করে ম্যাচ জিততে পারেনি তারা।

ওয়াসিম বলেন, "কী বলব বুঝতে পারছি না। বাংলাদেশকে হারিয়ে দারুণ লাগছে। সকলের খেলায় খুশি। আমি সকলকে বলছিলাম যে, এই রান আমরা তাড়া করতে পারব।

কারণ এই পরিবেশের সঙ্গে আমরা পরিচিত।"বাংলাদেশকে হতাশ করল তাদের বোলিং। ম্যাচ হারের দায় অবশ্যই নিতে হবে নাহিদ রানা এবং তানজিম হাসান শাকিবকে। তাঁরা দু'জনে বল হাতে এত রান দিয়েছেন যে, ম্যাচ জেতা কঠিন হয়ে যায়। রানা ৪ ওভারে দু'টি উইকেট নিলেও দিয়েছেন ৫০ রান। রানা ৩.৫ ওভারে ৫৫ রান দিয়েছেন। নিয়েছেন একটি মাত্র উইকেট। রান তাড়া করতে নেমে শুরু থেকেই দ্রুত রান তুলছিল আমিরশাহি। দুই ওপেনার মুহাম্মদ জোহাইব (৩৮) এবং ওয়াসিম (৮২) ১০৭ রানের জুটি গড়েন। ১০ ওভারেই এই রান তুলে নেন তাঁরা।বাংলাদেশের ওপেনারেরাও ভাল শুরু করেছিলেন। অধিনায়ক লিটন দাস (৪০) এবং তানজিদ হাসান (৫৯) ৯ ওভারে ৯০ রান তুলে নিয়েছিলেন। নাজমুল হোসেন শান্ত (২৭) এবং তোহিদ হৃদয়ও (৪৫) ভাল ব্যাট করেন। কিন্তু বাংলাদেশকে ডুবিয়ে দেয় তাঁদের বোলারেরা।

বাবাকে নকল! দেশের জার্সিতে প্রথম গোল করে 'সিউ' উচ্ছ্বাস রোনাল্ডো জুনিয়রের

দেশের জার্সিতে প্রথম গোল করে ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোকে নকল করল তাঁরই ছেলে রোনাল্ডো জুনিয়র। পর্তুগালের অনূর্ধ-১৫ দলের হয়ে 'ভ্লাটকো মার্কোভিচ' আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় খেলছে রোনাল্ডো জুনিয়র। প্রথম তিনটি ম্যাচে গোল করতে পারেনি।

চতুর্থ ম্যাচে আয়োজক ক্রোয়েশিয়ার বিরুদ্ধে গোল করে বাবার মতো 'সিউ' উৎসব করছে রোনাল্ডো জুনিয়র।রবিবার প্রতিযোগিতার ফাইনালে ক্রোয়েশিয়ার মুখোমুখি হয়েছিল পর্তুগাল। হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ে ৩-২ ব্যবধানে জিতে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে পর্তুগাল। দলের জয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয় রোনাল্ডো জুনিয়র। প্রথমার্ধে দু'টি গোল করে দু'বার দলকে এগিয়ে দেয় সে। ম্যাচের ১৩ মিনিটে দেশের জার্সি পরে প্রথম গোল করে রোনাল্ডো জুনিয়র।

দুরন্ত গতিতে বাঁ দিক দিয়ে ক্রোয়েশিয়ার বক্সে ঢুকে যায় সে। এক সতীর্থের কাছ থেকে বল পায়। বল না থামিয়েই বাঁ পায়ে শট মারে। ক্রোয়েশিয়ার এক ফুটবলার তাকে ট্যাকল করার চেষ্টা করেও লাভ হয়নি। ক্রশ বল বারে লেগে গোলে ঢুকে যায়। গোল করার আনন্দে খানিকটা দৌড়ে লাফিয়ে উঠে ঠিক বাবার মতো 'সিউ' উৎসব করতে দেখা যায় তাকে। তার এই উচ্ছ্বাস প্রকাশের ভিডিয়ো সমাজমাধ্যমে ভাগ করে নিয়েছে পর্তুগালের ফুটবল সংস্থা।রোনাল্ডো জুনিয়রের গোলে এগিয়ে গিয়েও লাভ হয়নি পর্তুগালের। ২৫ মিনিটে সমতা ফেরায় আয়োজকেরা। এর পর ৪৩ মিনিটে আবার গোল করে সিআর সেভেন-পুত্র। তার দ্বিতীয় গোলটি নিখুঁত হেড থেকে। এই গোলে ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে থেকে ফাইনালের প্রথমার্ধ শেষ করে পর্তুগাল। ম্যাচের ৫৯ মিনিটে আবার সমতা ফেরায় ক্রোয়েশিয়া। শেষ পর্যন্ত ৭৮ মিনিটে কাব্রালের গোলে ট্রফি নিশ্চিত করে পর্তুগাল। খেতাব জিতলেও পর্তুগালের ফুটবল মহলে বেশি আলোচনা হচ্ছে রোনাল্ডো জুনিয়রের জোড়া গোল এবং খ্যাতনামী বাবার মতো উচ্ছ্বাস প্রকাশ নিয়ে।

আইপিএলে অভিষেক ম্যাচে আউট হয়ে কেঁদেছিল বৈভব? এক মাস পর মুখ খুলল রাজস্থানের ব্যাটার

আইপিএলের অভিষেক ম্যাচে দ্রুত আউট হয়ে গিয়েছিল বৈভব সূর্যবংশী। তারপর নাকি ১৪ বছরের এই ব্যাটার কেঁদে ফেলেছিল! সত্যিই কি তা? বৈভব নিজেই জানালেন সে দিনের ঘটনা।লখনউ সুপার জায়ান্টসের বিরুদ্ধে গত ১৯ এপ্রিল বৈভব সূর্যবংশীকে খেলিয়েছিল রাজস্থান রয়্যালস। জয়পুরের সেই ম্যাচে ৩৪ রান করে আউট হয়ে যায় ১৪ বছরের ব্যাটার। তার পর কী হয়েছিল? রবিবার পঞ্জাব কিংসের বিরুদ্ধে ম্যাচের পর নিজেই সে দিনের ঘটনার কথা বলেছে বৈভব। এক মাস পর জানা গিয়েছে আসল কারণ।খেলা শেষ হওয়ার পর পঞ্জাবের ব্যাটার মুশির খান কথা বলছিলেন বৈভবের সঙ্গে। সে সময় প্রতিপক্ষ দলের কিশোর ব্যাটারের কাছে মুশির জানতে চান, লখনউয়ের বিরুদ্ধে আউট হয়ে সত্যিই সে কেঁদেছিল কিনা। উত্তরে বৈভব বলেছে, "আমি আবার কখন কাঁদলাম! এ রকম কিছুই হয়নি। বলছি কী হয়েছিল। আমার চোখে খুব ব্যথা করছিল সে দিন।" একটু থেমে বৈভব আরও বলেছে, "আউট হওয়ার পর স্টেডিয়ামের বড় স্ক্রিনের দিকে তাকিয়েছিলাম। স্ক্রিনের আলোয় চোখটা একটু ধাঁধিয়ে গিয়েছিল। তার পর অস্বস্তি শুরু হয়। সে জন্যই জল পড়ছিল চোখ দিয়ে। পরে যখন বাইরে আসি, তখনও আমার চোখ ভিজে ছিল। সেটা দেখে অনেকে জানতে চেয়েছিল, আমি কেন কাঁদছি।" বৈভব বলছে, তার চোখে জল দেখে অনেকের মনে হয়েছিল, সে কাঁদছে। তা থেকেই জল্পনা তৈরি হয়।রাজস্থান রয়্যালসের অধিনায়ক সঞ্জু স্যামসন চোটের জন্য কয়েকটি ম্যাচ খেলতে পারেননি। তাঁর পরিবর্ত হিসাবে বৈভবকে খেলানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন রাজস্থান রয়্যালস কোচ রাহুল দ্রাবিড়। চোট সারিয়ে সঞ্জু রবিবার খেললেও বৈভবই দলের ইনিংস শুরু করে। এখনও পর্যন্ত আইপিএলে ছ'টি ম্যাচ খেলেছে বৈভব। ৩২.৫০ গড়ে ১৯৫ রান করেছে। গুজরাত টাইটান্সের বিরুদ্ধে ৩৮ বলে ১০১ রানের ইনিংস খেলে ক্রিকেট মহলে হইচই ফেলে দিয়েছে বিহারের কিশোর।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়

রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রত্নবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

নিউ ইয়র্কের মার্কিন গবেষণা ইনস্টিটিউটের নামকরণ ভারতীয় ডঃ অচ্যুত সামন্তের নামে

নিউ ইয়র্ক, ২১ মে: সিটি ইউনিভার্সিটি অফ নিউ ইয়র্ক এর সুপরিচিত শিক্ষাবিদ ডঃ অচ্যুত সামন্তের নামে একটি নতুন প্রতিষ্ঠিত গবেষণা প্রতিষ্ঠানের নামকরণ করেছে। 'অচ্যুত সামন্ত ইন্ডিয়া ইনিশিয়েটিভ সিইউএনআই ক্রেস্ট ইনস্টিটিউট' নামে এই প্রতিষ্ঠানটি মঙ্গলবার নিউইয়র্কে উদ্বোধন করা হয়েছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষাবিদ এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে এই উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়। এই প্রথমবারের মতো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কোনও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের নামকরণ করা হয়েছে কোনও ভারতীয়ের নামে। এই প্রতিষ্ঠানটি গবেষণাকে সমর্থন করবে ওড়িশার শিল্প ও ঐতিহ্য সম্পর্কে আমেরিকান শিক্ষার্থীরা। এটি শিক্ষা ও উপজাতি উন্নয়নে ডঃ সামন্তের কাজের উপরও আলোকপাত করবে।ভুবনেশ্বরে কেআইআইটি এবং কেআইসিসি পরিদর্শনের পর সিইউএনওয়াই -এর অধীনে ব্রঙ্কস কমিউনিটি কলেজের সভাপতি ডঃ মিল্টন সান্তিয়াগো এই উদ্যোগের প্রস্তাব করেন। ডঃ সামন্তের কাজ দেখে মুগ্ধ হয়ে ডঃ সান্তিয়াগো তার নামে ইনস্টিটিউটের নামকরণের পরামর্শ দেন। বিশ্ববিদ্যালয় বোর্ড এই প্রস্তাব অনুমোদন করে। ডঃ সান্তিয়াগোর আমন্ত্রণে ডঃ সামন্ত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগ দেন।উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ডঃ সান্তিয়াগো মন্তব্য করেন, 'অচ্যুত সামন্ত ভারত উদ্যোগ বিভিন্ন পটভূমির আমেরিকান শিক্ষার্থীদের ভারতের উপজাতি সম্প্রদায়, সাংস্কৃতিক শিকড় এবং বিশ্বের অন্যতম প্রভাবশালী শিক্ষাগত মডেল বুঝতে এবং তাদের সাথে যুক্ত হতে সাহায্য করবে।'

অনুষ্ঠানে ডঃ সামন্ত বলেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তার নামে একটি ইনস্টিটিউট থাকা সম্মানের। তিনি বলেন, এই স্বীকৃতি ওড়িশা, কেআইআইটি এবং কেআইসিসি -এর জন্য গর্বের বিষয়। তিনি এই সম্মান ওড়িশার জনগণ এবং কেআইআইটি - কেআইসিসি সম্প্রদায়ের প্রতি উৎসর্গ করেছেন।

সিইউএনআই, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি ১৭৫ বছরের পুরনো পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়, যেখানে ৩০০,০০০ এরও বেশি শিক্ষার্থী রয়েছে এবং এর মধ্যে ২৫টি কলেজ রয়েছে। এখানে ১২২টি দেশের শিক্ষার্থী রয়েছে। অনুষ্ঠানে ডঃ সামন্তকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ সম্মান, রাষ্ট্রপতি পদকও প্রদান করা হয়।

দশমীঘাট এলাকা পরিদর্শনে পুর কমিশনার ডঃ শৈলেশ কুমার যাদব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ মে: আগরতলা পুর নিগমের কমিশনার ডঃ শৈলেশ কুমার যাদব এলাকার বিধায়িকা এবং কর্পোরেটরসহ অন্যান্য জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে নিয়ে বুধবার দশমিঘাট এলাকা পরিদর্শন করেছেন। গত বছর দুর্গাপূজার আগে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডঃ মানিক সাহা দশমিঘাট এলাকায় প্রতিমা বিসর্জনের জন্য একটি প্রকল্পের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। এর ফলে প্রতিমা বিসর্জনের ক্ষেত্রে দারুন সুযোগ সুবিধা হয়েছে।

কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় হলো দশমীঘাটের উল্টোদিকে যেসব জনবসতি রয়েছে সেই জনবসতি এলাকার জনগণ যেভাবে শৌচাগার তৈরি করেছেন তা অবৈজ্ঞানিক। শৌচালয়ের জল দশমিঘাটে নদীতে এসে পড়ছে। দশমিঘাটে যেখানে দেবদেবীর পবিত্র মূর্তি বিসর্জন করা হয় সেখানে অবাধে শৌচালয়ের জল প্রবেশ করা কোনভাবেই যুক্তিযুক্ত নয়। এই খবর পাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতেই পুর নিগমের কমিশনার জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে নিয়ে এলাকা পরিদর্শন করেন এবং দশমীঘাটের উল্টো দিকের জনবসতি এলাকা থেকে যাতে শৌচালয়ের বর্জ্য পদার্থ নদীতে এসে পড়তে না পারে সেজন্য দেওয়াল তৈরি করে দেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। শীঘ্রই এই নির্মাণ কাজ শুরু হবে এবং আগস্ট মাসের মধ্যেই নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হবে বলে পরিদর্শনকালে জানান আগরতলা পুর নিগমের কমিশনার ডঃ শৈলেশ কুমার যাদব।

বৃষ্টি হলেই বানভাসি অবস্থা কল্যাণপুর বাজার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ২১ মে: প্রশাসনিক দূরদৃষ্টিতার অভাবে এবং একাংশ ব্যবসায়ীদের অপরিনাম দর্শিতার কারণে অল্প বৃষ্টি হলেই কল্যাণপুর বাজারের একটা অংশে জল জমে গিয়ে জনজীবনের উপর ব্যাপক প্রভাব তৈরি হয়। এটা ঘটনা এই সমস্যা নতুন কিছু না। একটা অংশ থেকে অভিযোগ করা হচ্ছে পূর্বতন সরকারের আমলে সঠিকভাবে পরিকল্পনা না করে ড্রেন তৈরি করার পরিপ্রেক্ষিতে এবং আক্ষরিক অর্থে জল নিকাশি ব্যবস্থাটাকে সঠিক পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া হয়নি বলে এই সমস্যা তৈরি হচ্ছে।

আজ দুপুরেও ঘন্টাখানেকের অবিরাম বর্ষণে হাঁটুর সমান জল জমে যায়। জল জমে এমন একটা অবস্থা তৈরি হয় বিভিন্ন দোকানে সাধারণ মানুষদের পৌঁছানো তো দূরের কথা ব্যবসায়ীরা নিজেদের দোকানগুলোর মধ্যে দীর্ঘক্ষণ প্রায় বন্দী হয়েছিলেন। একাধিক ব্যবসায়ীর সাথে কথা বললে তাদের বক্তব্য হচ্ছে ড্রেনগুলোর পরিসর যেরকম হওয়া উচিত ছিল বা গভীরতা যতটুকু হওয়া উচিত ছিল সেই রকম ভাবে নির্মাণ না করার ফলেই এই ভোগান্তি তৈরি হচ্ছে। পাশাপাশি একটা অংশ স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছেন বিভিন্ন জায়গায় ড্রেইনগুলো একাংশ ব্যবসায়ীরা সঠিকভাবে ব্যবহার করছে না অর্থাৎ অপরিকল্পনা মাফিক বিভিন্ন বর্জ্য পদার্থ ফেলার ফলে ড্রেইন গুলোর জল নিকাশি ব্যবস্থা ভেঙে পড়ছে।সব মিলিয়ে বলা যায় কিছুটা প্রশাসনিক গাফিলতি আর কিছুটা ব্যবসায়ীদের কৃতকর্মের পরিপ্রেক্ষিতে বৃষ্টি হলেই বানভাসি অবস্থা তৈরি হয় কল্যাণপুর বাজারের একটা অংশ জুড়ে। ব্যবসায়ী সহ সাধারণ মানুষের বক্তব্য হচ্ছে পরিকল্পনামাফিক উদ্যোগ গ্রহণের মধ্য দিয়ে এই সমস্যার সমাধান হোক।

কৈলাসহরে তিন দপ্তরের আধিকারিকদের নিয়ে পর্যালোচনা বৈঠকে মন্ত্রী সুধাংশু দাস

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ২১ মে: ঊনকোটি জেলার কৈলাসহরে পর্যালোচনা বৈঠকে শামিল হলেন মন্ত্রী সুধাংশু দাস। আজ কৈলাশহরের সার্কিট হাউজের কনফারেন্স হলে জেলাভিত্তিক এ.আর.ডি, ফিসারিস এবং এস. সি. ওয়েলফেয়ার দপ্তরের বিভিন্ন আধিকারিক ও জেলা শাসক, মহকুমা শাসক, ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসার, ঊনকোটি জিলা পরিষদ এর জনপ্রতিনিধি, জেলার বিভিন্ন পঞ্চায়েত সমিতির জনপ্রতিনিধি , পৌর পরিষদের জনপ্রতিনিধি গণকে নিয়ে মন্ত্রী সুধাংশু দাস এক পর্যালোচনা বৈঠক করেন।

ঐ তিনটি দপ্তরের বিভিন্ন কাজের অগ্রগতি ও আগামী দিনের কাজের পরিকল্পনা নিয়ে বিস্তারিত পর্যালোচনা করেন।

পর্যালোচনা বৈঠকে বিগত দিনের নির্ধারিত কাজকর্মের অগ্রগতি এবং আগামী দিনের কাজ কর্মের উপর দিক রেখা তৈরি করা হয়। যেসব কাজ সময়ের মধ্যে শেষ করা যায়নি সেগুলি শীঘ্রই শেষ করার জন্য মন্ত্রী দপ্তরের আধিকারিক সহ সকলকে নির্দেশ দিয়েছেন।

সিপিআইএম পরিচালিত পঞ্চায়েত দখল করেও পরিচালনা করতে পারছে না ঃ বিজেপি

আগরতলা, ২১ মে : উত্তর ত্রিপুরা জেলার কদমতলা ব্লকের অধীনস্থ কলাগাঙ্গেরপার গ্রাম পঞ্চায়েতে এক অদ্ভুত পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। সিপিআইএম পরিচালিত এই পঞ্চায়েতটি বিজেপি দখল করলেও, তারা তা পরিচালনা করতে পারছে না।

জানা গেছে, গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে কলাগাঙ্গেরপার গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৩টি আসনের মধ্যে সিপিআইএম ৭টি আসনে জয়লাভ করে এবং বিজেপি ৬টি আসনে। সিপিআইএম সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে পঞ্চায়েত গঠন করে। তবে, ৭ নং ওয়ার্ডের ১৩ নং আসনের সিপিআইএম মেম্বার আনসার আলী সম্প্রতি বিজেপিতে যোগ দেন। এর ফলে পঞ্চায়েতে রাজনৈতিক সমীকরণ বদলে যায় এবং বিজেপি সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে।

এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সিপিআইএম দলের রাজনগর অঞ্চল ও উত্তর জেলা কমিটি ডিস্ট্রিক্ট পঞ্চায়েত অফিসারের নিকট লিখিত আবেদন জানায়। তারা আনসার আলীর বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ এবং তার মেম্বারশিপ বাতিলের দাবি জানায়। একই সাথে, ওই আসনে উপ-নির্বাচনের জন্যেও আর্জি জানানো হয়।

কুর্তি মধ্য রাজনগর অঞ্চল সম্পাদক জহরুল হক এক সাক্ষাৎকারে অভিযোগ করেন যে, বিজেপি মোটা অঙ্কের অর্থের লোভ দেখিয়ে আনসার আলীকে সিপিআইএম থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে, যাতে তারা পঞ্চায়েত গঠন করতে পারে। তিনি আরও জানান যে, আইনি প্রক্রিয়া জটিল হলেও, সিপিআইএম একটি সুশৃঙ্খল দল হওয়ায় দল-বিরোধী কাজের জন্য আনসার আলীকে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে।

বর্তমানে, কলাগাঙ্গেরপার গ্রাম পঞ্চায়েতের ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। বিজেপি সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করলেও, আইনি জটিলতার কারণে তারা পঞ্চায়েত পরিচালনা করতে পারছে না। এখন দেখার বিষয়, এই পরিস্থিতিতে পঞ্চায়েতটি কিভাবে পরিচালিত হয়। এই ঘটনা স্থানীয় রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক আলোচনার জন্ম দিয়েছে।

ধর্মনগর শহরে ফের বাইক চুরি, তদন্তে পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২১ মে: চুরির ঘটনা বৃদ্ধিতে ধর্মনগরের জনগণের মধ্যে তীব্র আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে। রাত্রিকালীন নিরাপত্তা নিয়ে সংশয় বাড়ছে। উত্তর জেলার ধর্মনগর মহকুমার দক্ষিণ নয়াপাড়া মনসা বাড়ি এলাকার ১৪ নম্বর ওয়ার্ডে সম্প্রতি চুরির একটি ঘটনা ঘটেছে। স্থানীয় বাসিন্দা শুক্লা চন্দ্র ঘোষের বাড়িতে ভাড়াটিয়া হিসেবে বসবাস করছিলেন মিহিরলাল দেব ও তার পরিবার। গত ১৯মে গভীর রাতে আনুমানিক ২:৪৯ মিনিটে ওই ভাড়া ঘরে চুরির ঘটনা ঘটে।

অভিযোগ অনুযায়ী, চোরের দল গ্রিলের দরজা ভেঙে ঘরের ভেতরে প্রবেশ করে এবং ইয়ামাহা কোম্পানির একটি আর ওয়ান ফাইভ মডেলের বাইক চুরি করে নিয়ে যায়। ঘটনার পরদিন ধর্মনগর থানার পুলিশ সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে চুরির প্রাথমিক চিত্র হাতে পায়। সেই ভিত্তিতে তদন্ত শুরু হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে। এলাকাবাসীর দাবি, সম্প্রতি এ ধরনের চুরির ঘটনা বেড়ে যাওয়ায় স্থানীয়দের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। ধর্মনগর থানার এক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জানান, সিসিটিভি ফুটেজ থেকে অভিযুক্তদের শনাক্ত করার কাজ চলছে। খুব শীঘ্রই বাইকটি উদ্ধার হবে ও দোষীদের গ্রেপ্তার করা সম্ভব হবে বলে আশাবাদী পুলিশ। এই ঘটনার পর এলাকাবাসীরা ধর্মনগর এলাকায় নিয়মিত পুলিশি টহল ও নিরাপত্তা ব্যবস্থার জোরদার দাবি জানিয়েছেন।

শান্তির বাজার রামঠাকুর মন্দিরে চুরি

বিলোনিয়া, ২১ মে : শান্তিরবাজার শহরের প্রান কেন্দ্রে অবস্থিত রামঠাকুর মন্দিরে চুরি সংগঠিত করলো নিশিকুটম্বের দল।প্রনামী বাক্স থেকে অর্থ নিয়ে যায় চোরের দল। এছাড়াও মন্দিরে থাকা ঠাকুরের শয়নকক্ষে খাটের সঙ্গে অগ্নি সংযোগ ঘটায় বলে অভিযোগ।

প্রসঙ্গত, শান্তির বাজার থানার অধীনে বিভিন্ন জায়গায় চোরের দল হানা দিয়েছে। শান্তির বাজার মহকুমাসী নিরপত্তাহিনতায় ভুগছে। শান্তির বাজার পুর পরিষদ থেকে অর্থ ব্যায় করে সমগ্র বাজার এলাকায় সি সি ক্যামেরা লাগানো হয়েছে।

সি সি ক্যামেরা লাগানোর দায়িত্ব দেওয়া হয়েজে সজল কে। তিনি নিজ ইচ্ছা মতো নিম্নমানের সি সি ক্যামেরা লাগিয়ে অর্থ নয়ছয় করার অভিযোগ উঠে আসছে। অধিকাংশ সময়ে এই ক্যামেরাগুলি বিকল হয়ে থাকে। এতে করে লোকজদেখানোর জন্য ক্যামেরা থাকলেও সেই ক্যামেরাগুলো সঠিকভাবে কাজকরেনা।

গতকাল রাতে শান্তির বাজার রামঠাকুর মন্দিরে চুরি সংগঠীত হবার পর শান্তির বাজার থানার পুলিশ ও সজলের সি সি ক্যামেরার ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন করছে সাধারন লোকজনেরা। শান্তির বাজার রামঠাকুর মন্দিরে টিন কেটে প্রবেশ করে প্রনামী বাক্স থেকে অর্থ নিয়ে যায় চোরের দল। এছারাও মন্দিরে থাকা ঠাকুরের শয়নকক্ষে খাটের সঙ্গে অগ্নি সংযোগ ঘটায় বলে অভিযোগ। বুধবার বিষয়টি মন্দির কমিটির নজরে আসার পর শান্তির বাজার থানার খবর দেওয়া হয়। পুলিশ ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে চলে আসে। বর্তমান সময়ে শান্তির বাজার পুলিশের মূল লক্ষ অর্থ আদায় করা এমনটাই অভিযোগ সাধারণ লোকজনের।

গভীর রাতে বাইক চুরি, গোবিন্দ ঠাকুরপাড়ায় চাঞ্চল্য

আগরতলা, ২১ মে :জম্পুইজলা ব্লকের অন্তর্গত গোবিন্দ ঠাকুরপাড়া এলাকায় গভীর রাতে এক কলেজ ছাত্রের বাইক চুরি যাওয়ার ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। স্থানীয় বিধি দেববর্মার পুত্র রোহন দেববর্মার বাড়ি থেকে মঙ্গলবার গভীর রাতে বাইক চুরি করে নিয়ে যায় দুষ্কৃতীরা।

সূত্রে জানা গেছে, রোহন দেববর্মা খুমলুং ডিগ্রি কলেজের ছাত্র এবং বর্তমানে খুমলুং হোস্টেলে থেকে পড়াশোনা করছে। এক-দু'দিনের জন্য সে বাড়িতে বেড়াতে এসেছিল। তার বাইকটি বাড়ির বারান্দায় রাখা ছিল।

মঙ্গলবার রাতে পরিবারের সঙ্গে রাতের খাবার খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ে রোহন। তবে বুধবার সকালে ঘুম থেকে উঠে সে দেখে বাইকটি নির্ধারিত জায়গায় নেই। বাইক না পেয়ে চিৎকার করে উঠলে, পরিবারের অন্যান্য সদস্য ও স্থানীয় গ্রামবাসীরাও ঘটনাস্থলে ছুটে আসে।

স্থানীয়ভাবে ব্যাপক খোঁজাখুঁজি করেও বাইকটির কোনও হদিস মেলেনি। অবশেষে জম্পুইজলা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করে রোহনের পরিবার।

রোহনের বাবা বিধি দেববর্মা সংবাদমাধ্যমকে জানান, "এলাকায় এর আগে কখনও বাইক চুরির ঘটনা ঘটেনি। আমাদের পরিবার খুবই গরিব।

স্বামীর প্রান বাঁচাতে চিকিৎসার জন্য মুখ্যমন্ত্রীর কাছে সাহায্যের আর্জি স্ত্রীর

আগরতলা, ২১ মে : স্বামীর প্রান বাঁচাতে চিকিৎসার জন্য মুখ্যমন্ত্রীর কাছে সাহায্যের আর্জি জানালেন এক অসহায় স্ত্রী।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, গত এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহে গোলাঘাটি বিধানসভার অন্তর্গত কাঞ্চনমালা ১ নং ওয়ার্ডের মুসলিম পাড়ার বাসিন্দা জামাল মিয়াকে রোজভেলি পার্ক সংলগ্ন এলাকা থেকে অজ্ঞান অবস্থায় দমকলকর্মীরা উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠিয়েছিল। খবর পেয়ে হাসপাতালে ছুটে গিয়েছিল জামাল মিয়ার স্ত্রী সহ অন্যান্যরা। বেশ কিছুদিন চিকিৎসা করিয়ে জিবি হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয় জামাল মিয়াকে কিন্তু অসুস্থ জামাল মিয়ার শারীরিক অবস্থার কোন উন্নত হয়নি। জামাল মিয়ার পরিবারে যা সঞ্চয় করা অর্থ ছিল সবকিছু খরচ করেও জামাল মিয়াকে সম্পূর্ণভাবে সুস্থ করে তুলতে পারেনি। জামাল মিয়া ছিলেন একজন দিনমজুর, উনার পরিবারের রয়েছে তাঁর স্ত্রী সহ এক বিকলাঙ্গ পুত্র সন্তান এবং এক কন্যা সন্তান।

জামাল মিয়াকে চিকিৎসা করিয়ে সমস্ত অর্থ খরচ করে এখন তাদের পরিবারে না খেয়ে মরার মত অবস্থা হয়ে পড়েছে। বুধবার দুপুরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জামাল মিয়ার স্ত্রী নিজের স্বামীর এই অসুস্থতার কথা বলতে বলতে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। তিনি জানিয়েছেন জামাল মিয়ার মাথায় প্রচন্ড আঘাত পেয়েছে যার ফলে তিনি এখন বাড়িতে বিছানায় শয্যাশায়ী, কথাও বলতে পারছেন না এমনকি কাউকে চিনতেও পারছেন না।

তিনি আরো জানিয়েছেন স্বামীকে উন্নত চিকিৎসা করানোর মতো অর্থ এবং সামর্থ্য ওনার কোনটাই নেই।

স্বামীর ঔষধ কেনা এবং পরিবারের সদস্যদের অন্য জোগাড় করার ক্ষমতা তিনি হারিয়ে ফেলেছেন কেননা পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী ছিলেন জামাল মিয়া আজ তিনি অসুস্থ হয়ে বিছানায় শয্যাশায়ী। এই অবস্থায় জামাল মিয়ার স্ত্রী দিশেহারা হয়ে পড়েছেন।

তাই তিনি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বুধবার দুপুরে অসুস্থ স্বামীর প্রাণ বাঁচাতে চিকিৎসার জন্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে সাহায্যের আর্জি জানিয়েছেন, মুখ্যমন্ত্রী যেন ওনার স্বামীর দিকে একটু মুখ তুলে তাকান এবং তাকে সুস্থ করে তোলার ব্যবস্থা করেন।

সামার স্পোর্টস ক্যাম্প নবীন ক্রীড়া প্রতিভা খুঁজে বের করতে সাহায্য করবে: সমবায় মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ২১ মে: আজ এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বিলোনীয়া পুরাতন টাউনহলে দক্ষিণ ত্রিপুরা সামার স্পোর্টস ক্যাম্প ও রাজ্যভিত্তিক খো খো কোচিং ক্যাম্প-২০২৫ শুরু হয়েছে। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে সমবায়মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া বলেন, খেলাধুলার মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের নেশাআসক্তি, বাল্যবিবাহ ও বিপথগামীতা থেকে রক্ষা করা যায়। এই ক্যাম্পগুলি ছাত্রছাত্রীদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশে দারুণভাবে সহায়তা করবে। তিনি বলেন, সামার স্পোর্টস ক্যাম্প নবীন ক্রীড়া প্রতিভা খুঁজে বের করতে সাহায্য করবে।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি দীপক দত্ত, দক্ষিণ জেলার জেলাশাসক মহ: সাজ্জাদ পি, পদ্মশ্রী জিমন্যাস্ট দীপা কর্মকার, সমাজসেবী দীপায়ন চৌধুরী, জেলা ক্রীড়া আধিকারিক মিহির শীল, জেলা শিক্ষা আধিকারিক সুবীর মজুমদার প্রমুখ। সভাপতিত্ব করেন বিলোনীয়া পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন নিখিল চন্দ্র গোপ। উল্লেখ্য, জেলার ৫৫টি স্থানে মোট ১৭টি বিষয়ে সামার কোচিং ক্যাম্প চলবে ৭ জুন পর্যন্ত। রাজ্যভিত্তিক অনুর্ধ ১৪ খো খো ক্যাম্প চলবে ৭ জুন পর্যন্ত বি কে আই মাঠে। এতে মোট ৭০ জন অংশগ্রহণ করবে। আজকের অনুষ্ঠানে জাতীয় কুংফু প্রতিযোগিতায় স্বর্ণ, রৌপ্য, ব্রোঞ্জ পদক প্রাপক ১৬ জনকে সম্বর্ধিত করেন অতিথিগণ।

ধর্মনগরের মঙ্গলখালীতে নতুন নির্মিত বাঁধ ভেঙে বিপর্যয়, কৃষিজমিতে জল ঢুকে ব্যাপক ক্ষতির আশঙ্কা

ধর্মনগর, ২১ মে : ধর্মনগর মহকুমার মঙ্গলখালী ১ নম্বর ওয়ার্ডে কিছুদিন আগে নির্মিত একটি বাঁধ এবং সংলগ্ন রাস্তা প্রবল বৃষ্টিপাতের ফলে ভেঙে পড়েছে। এতে চূড়ান্ত ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।

গত কয়েকদিন ধরেই ধর্মনগর মহকুমায় প্রবল বৃষ্টি হচ্ছে। সেই প্রেক্ষিতে জুড়ি নদীর তীরবর্তী এলাকাগুলিকে সুরক্ষিত রাখতে মঙ্গলখালী ১ নম্বর ওয়ার্ডে একটি বাঁধ নির্মাণ করা হয়েছিল। তবে স্থানীয়দের অভিযোগ, বাঁধ নির্মাণের মান অত্যন্ত খারাপ ছিল। ফলে গতকাল গভীর রাতে সেটি ভেঙে পড়ে এবং নদীর জল ঢুকে পড়ে আশেপাশের কৃষিজমিতে।

এক কৃষকের বক্তব্য অনুযায়ী, ইতোমধ্যেই বিস্তীর্ণ জমি জলের নিচে চলে যাচ্ছে এবং এতে ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। উদ্বেগের বিষয় হলো, এখনো পর্যন্ত কোনো সরকারি দপ্তরের কর্মকর্তাকে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হতে দেখা যায়নি।

উল্লেখ্য, এই বাঁধটির উপর দিয়েই একটি গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা ছিল, যা মঙ্গলখালী থেকে কৃষ্ণপুর পর্যন্ত সংযোগ রক্ষা করত। প্রতিদিন শতাধিক মানুষ এই পথ ব্যবহার করেন। বর্তমানে রাস্তা ভেঙে যাওয়ায় জনসাধারণের যাতায়াতেও চরম অসুবিধা সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয়রা দ্রুত প্রশাসনিক হস্তক্ষেপ ও ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তার দাবি জানাচ্ছেন।

পদ্মবিল ব্লক এলাকায় ১৪৮ জন কৃষককে আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি প্রদান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ মে: পদ্মবিল কৃষি মহকুমা তত্ত্বাবধায়ক কার্যালয়ের উদ্যোগে পদ্মবিল ব্লক এলাকায় বিগত ২০২৪-২৫ অর্থবছরে কেন্দ্রীয় সরকারের সাবমিশন অন এগ্রিকালচার মেকানাইজেশন (এসএমএএম) প্রকল্পের আওতায় মোট ১৪৮ জন জনজাতি সুবিধাভোগী কৃষককে বিভিন্ন আধুনিক কৃষি যন্ত্র ভর্তুকীমূল্যে প্রদান করা হয়েছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে কৃষকদের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকার কৃষি যন্ত্রপাতি কেনার জন্য ভর্তুকী দিয়েছে।

উক্ত প্রকল্পের আওতায় ৮০ জন কৃষক পেয়েছেন ব্যাটারি চালিত স্প্রেয়ার মেশিন, প্রতি জনের জন্য ৩৮০০ টাকা ভর্তুকীতে মোট ব্যয় হয় ৩ লক্ষ ৪ হাজার টাকা। ২৬ জন কৃষক পেয়েছেন পাওয়ার টিলার, প্রতি জনের জন্য ১ লক্ষ টাকা ভর্তুকীতে মোট ব্যয় হয় ২৬ লক্ষ টাকা। ২২ জন কৃষক পেয়েছেন পাওয়ার উইডার, প্রতি জনের জন্য ৬৩ হাজার টাকা ভর্তুকী মোট ব্যয় হয় ১৩ লক্ষ ৮৬ হাজার টাকা। ২০ জন কৃষক পেয়েছেন পাম্প সেট। প্রতি জনের জন্য ১০ হাজার টাকা ভর্তুকীতে মোট ব্যয় হয় ২ লক্ষ টাকা। এতে মোট ব্যয় হয় ৪৪ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা। এই তথ্য জানিয়েছেন পদ্মবিল কৃষি মহকুমা তত্ত্বাবধায়ক চন্দন দেববর্মা। তিনি জানান, এই ধরণের সহায়তা কৃষকদের মধ্যে আধুনিক পদ্ধতিতে কৃষিকাজের প্রতি আগ্রহ বাড়াতে এবং কৃষিকাজকে আরও সহজ ও লাভজনক করে তুলবে।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas